GEOGRAPHY

OF THE

NORTH-WESTERN PROVINCES

In Bengali

COMPILED BY

KALIPRASAD SANDILLA

THIRD ENGLISH TEACHER, GOVERNMENT HIGH SCHOOL ALLYGURH N. W. P.

CALCUTTA

MIRZAPUR, UPPER CIRCULAR ROAD,

No. 58—5.

THE GIRISHA-VIDYARATNA-

PRESS.

———

July, 1870.

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের

ভূ-বৃত্তান্ত।

আলিগড়ের রাজকীয় বিদ্যালয়ের

তৃতীয় শিক্ষক

শ্রী কালীপ্রসাদ শাণ্ডিল্য

কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

কলিকাতা।

মৃজাপুর, অপর সরকিউলার রোড,

৫৮। ৫ সঙ্খ্যক ভবনে

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে

মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯২৭। আষাঢ়।

মূল্য ৷৵০ দশ আনা।

উপহার।

সুহৃদ্বর
শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনীমোহন রায় মহাশয়
সমীপেষু।

ভ্রাতঃ

আপনি আমার পাঠের সময়াবধি এপর্য্যন্ত সময়ে সময়ে যে সকল অকৃত্রিম সখ্যের নিদর্শন প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, আমার মত হত-ভাগ্য ব্যক্তি, কি সাধ্য যে, তাহার অণুমাত্র প্রতিদান করিতে পারে? তবে যদি এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি কোন রূপে জন-সমাজে গৃহীত হয়, আপনার প্রতি আমার অকপট সৌহার্দ্দ এবং আন্তরিক-কৃতজ্ঞতার এই একটি চিহ্ন থাকিতে পারিবে, এই ভাবিয়া পুস্তক খানি আপনাকে উপহার দিতেছি। যদিও ইহা আপনার যথাযোগ্য উপহার নয়, কিন্তু স্নেহের হৃদয়ে কিছুই মলিন বোধ হয় না, অতএব এই লউন! গ্রহণ করুন! এক্ষণে আপনি গ্রহণ করিলেই, কৃতার্থ হই।

"উপমারহিতো নার্থোমিত্রবৎ জগতীতলে"।

অনুগত
শ্রী কালীপ্রসাদ শাণ্ডিল্য।

পূর্ব্বভাষ।

—০—

ইদানীং আর্য্যাবর্ত্তের * যে সকল ভূ-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা পশ্চিমোত্তর প্রদেশের কেবল স্থূল স্থূল বিষয় গুলি উপলব্ধ হয়, এবং স্থলবিশেষে বিশেষ নামের উচ্চারণ-বৈলক্ষণ্যও দৃষ্ট হয়, কিন্তু এ একটি বহু-জনাকীর্ণ বৃহৎ প্রদেশ, স্বতন্ত্র একজন প্রতিনিধি শাস্তার অধীন, আবার পূর্ব্বাপর এপ্রদেশই সমধিক লব্ধপ্রতিষ্ঠ, কেননা এ প্রদেশেই আর্য্যদিগের প্রায় যাবতীয় তীর্থ, এপ্রদেশেই ব্যাস প্রভৃতি মহামতিদিগের জন্মস্থান, এপ্রদেশেই চন্দ্রবংশীয় রাজ-শ্রেষ্ঠগণ বিশুদ্ধ-রাজনীতির অনুবর্ত্তী হইয়া, মানব-লীলা সম্বরণ করেন, এপ্রদেশেই এক সময়ে

---

* আধুনিক ভূগোল-বেত্তারা এদেশের যাবনিক নাম "হিন্দুস্থান"ই প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু সেই ঈর্ষামূলক অপবাদসূচক নামটি আর্য্যদিগের অশ্রুশ্রাব্য হেতু, এ স্থলে পরিত্যক্ত হইল। "ভারতবর্ষ" বা "ভারতখণ্ড" এ দেশের প্রাচীন নাম বটে, কিন্তু ভরত রাজার রাজত্বের পূর্ব্বে, এ দেশ কোন্ নামে অভিহিত ছিল, তাহারও একবার অনুসন্ধান আবশ্যক, তাহা হইলে আর্য্যাবর্ত্ত ভিন্ন আর কোন্ নাম লক্ষিত হইতে পারে! তবে যে, কোন কোন পৌরাণিক এবং আভিধানিক এ দেশকে আর্য্যাবর্ত্ত এবং দাক্ষিণাত্যে বিভাগ করিয়া, বিন্ধ্য ও হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তি স্থানকে আর্য্যাবর্ত্ত নামে নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদিগের মত কোন রূপেই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদনীয় নয়, যে হেতু আর্য্যাবর্ত্তের যোগার্থের সহিত উহার আংশিক সঙ্গতি ভিন্ন, সম্পূর্ণ সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না।

যবন রাজ্যের উদয়াস্ত হইয়া যায়, অবশেষে এপ্রদেশেই ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে স্ফুলিঙ্গ-প্রমাণ বিদ্রোহানল কাল-গতিকে ক্রমশঃ প্রজ্বলিত হইয়া ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে, অতএব এতাদৃশ বিবিধ ঘটনাযুক্ত স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণে কৌতূহলের শেষ হয় না। বিশেষতঃ অধুনা অনেক বঙ্গ-বাসি আর্য্য, কেহ কর্ম্মোপলক্ষে, কেহ তীর্থ-বাসোদ্দেশে, কেহ ভ্রমণাভিলাষে, কেহ দুঃসহ পীড়া বশতঃ জল-বায়ু পরিবর্ত্তনার্থে, এ অঞ্চলে আসিতেছেন, তাঁহাদিগের পক্ষেও এতদঞ্চলীয় সাকল্য পরিজ্ঞান আবশ্যক। এতন্নিবন্ধন প্রায় বৎসরাবধি আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাতে প্রত্যেক জেলার চতুঃসীমা, আনুমানিক লোকসংখ্যা, গ্রামসংখ্যা, রাষ্ট্র* পরিমাণ, উপনগর, পরগণা, নগর, স্থান বিশেষের প্রাচীন নাম ও তদানুষঙ্গিক বাচনিক ইতিহাস এবং প্রসঙ্গাধীন অন্যান্য অনেক বিষয় যথাক্রমে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এক্ষণে কত দূর কৃত-কার্য্য হইয়াছি তাহা পাঠক মণ্ডলীর আগ্রহ-সাপেক্ষ। অপর এই পুস্তকখানি প্রয়োজনার্হ জানিতে পারিলে, রাজওয়াড়ার ভূবৃত্তান্ত এবং এতদঞ্চলীয় লৌকিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সমাজগত নিয়ম সমূহ সংগ্রহ-পূর্ব্বক

---

* কোন বিশেষ স্থানান্তর্গত সাকল্য ভূমি প্রকাশক অন্য কোন শব্দ না পাওয়ায় রাষ্ট্র শব্দ ব্যবহার করা গেল, যদিও ইহা বিবাদাস্পদ বটে, কিন্তু বোধ হয়, উপস্থিত বিষয়ে একবালেই অপ্রযুজ্য নয়।

পৃথক্ পৃথক্ পুস্তকে প্রকাশ করিতে প্রোৎসাহিত হইব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহ স্বীকার করিতেছি, অত্রত্য রাজকীয় বিদ্যালয়ের উর্দ্দু ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মউলবি মির্জা, মউলবি জাফর এবং মুন্সি আলিবখ্‌শ, বিশেষতঃ ভট্টপল্লি নিবাসী শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, বরেলী জেলাস্থ আঁওলা নিবাসী শ্রীযুক্ত অঙ্গদ-শাস্ত্রী এবং ত্রিহুত নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালী-চরণ প্রভৃতি মহোদয়গণ এতৎ প্রণয়নে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের শব্দ-শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রুফ সকল সংশোধন করিয়া আমার পরম উপকার করিয়াছেন।

শ্রীকালীপ্রসাদ শাণ্ডিল্য।

আলিগড়
উঃ পঃ অঞ্চল।
৩২ আষাঢ়। সম্বৎ১৯২৬।

সূচীপত্র।

বিষয় পৃষ্ঠা

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃং	পং।
এ প্রদেশে পাঁচটি কালেজ নিম্ন লিখিত স্থানে স্থাপিত আছে, যথা বনারস, আগরা, বরেলী এবং অজমের	এ প্রদেশে পাঁচটি কালেজ নিম্ন লিখিত স্থানে স্থাপিত আছে, যথা বনারস, আগরা, বরেলী, রুরকী এবং অজমের	৪৪	৩
বিঠুর	বিঠোর	৪৭	৩
একটি গাজীপুরে এবং বকসরে	একটি গাজীপুরে এবং একটি বকসরে ...	৪৭	১২
রাজপুতানা-বাসিরা দক্ষিণ রাজওয়াড়ার	রাজপুতানা বাসি বা দক্ষিণ রাজওয়াড়ার	৪৮	৫
পুরোভাগে একটি কূপ-পার্শ্বৈকদেশে একটি কৌপাধার কুণ্ড	পুরোভাগে একটি কূপ এবং পার্শ্বৈকদেশে একটি কৌপাধার কুণ্ড	৫২	১০
ভরথনা	ভর্থনা	৬১	৭
শেকোয়াবাদ	শেকোয়াবাদ	৬১	১১
একটি ব্যবহারিক সৈনিক নগর	একটি ব্যবহারিক ও সৈনিক নগর ...	৭১	১২
প্রার	প্রায়	৭১	২০
সে বায়ু	সেরাথ্	১৬৬	৭

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ভূবৃত্তান্ত ।

পরিভাষা ।

(১) এক প্রতিনিধি শাস্তা বা এক ভারার্পিত সচিব-প্রধানের (এক লেপ্‌টেনেন্ট গবর্ণর বা এক চিফ কমিশনরের) শাসনাধীন সমুদয় স্থানকে "প্রদেশ" বা "অঞ্চল" * বলে ।

কোন নদীর উভয় বা এক পার্শ্ব-স্থিত সাকল্য বা আংশিক স্থানকে, কিম্বা কোন পর্ব্বত-প্রস্থ সন্নিহিত সাকল্য বা আংশিক স্থানকে ঐ নদী বা পর্ব্বতের নামানুসারে "প্রদেশ" বলে । পরস্পর কিঞ্চিৎ ব্যবহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতময় স্থানকে, অথবা কোন পর্ব্বত-শ্রেণীর অধিত্যকাস্থ পরস্পর দূরাদূর সমূহ লোকালয়কে, কোন বিশেষ পর্ব্বতের অপ্রাধান্যে, কেবল "পার্ব্বত্য প্রদেশ" বলে ।

(২) এক ভারার্পিত সচিবের (এক কমিশনরের) শাসনাধীন সমুদয় স্থানকে "বিভাগ" বলে, এবং রাজ-

* প্রদেশার্থ ভিন্ন অঞ্চল শব্দ যখন অন্য কোন স্থান-বাচী বিশেষ নামের সহিত যুক্ত হয়, তখন সেই স্থানের প্রাধান্যে তদন্তর্গত বা তৎসন্নিহিত স্থান সমূহকে বুঝায় ।

কার্য্যার্থে ভারার্পিত সচিবের প্রধান আধিবেশনিক নগরের নামানুসারে সমস্ত বিভাগ প্রসিদ্ধ।

রাজ-কার্য্যের প্রত্যেক শৃঙ্খলাকেও তন্নামানুসারে "বিভাগ" বলে।

(৩) এক রাজ-কর-সংগ্রহীতার (এক কালেক্টরের) শাসনাধীন সমুদয় স্থানকে "জেলা" বলে, এবং রাজ-কার্য্যার্থে রাজ-কর-সংগ্রহীতার আধিবেশনিক নগরের নামানুসারে সমস্ত জেলা প্রসিদ্ধ।

জেলা যাবনিক ভাষা, ইহার ধাত্বর্থ শিরা, ধমনী।

(৪) এক রাজ-কর-সংগ্রহীতার প্রধান আধিবেশনিক স্থানকে "নগর," তৎসংলগ্ন ক্ষুদ্র লোকালয়কে "নগর-প্রান্ত" অথবা স্থল বিশেষে "শাখানগর" বা "শাখা-পুর" এবং জেলাস্থ অন্যান্য নগর-সদৃশ লোকালয়কে "উপনগর" বলে।

(৫) এক প্রতিনিধি শান্তিরক্ষক বা এক প্রতিনিধি রাজ-কর-সংগ্রহীতার (এক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বা এক ডেপুটি কালেক্টরের) শাসনাধীন সমুদয় স্থানকে "উপবিভাগ" বলে, এবং রাজ-কার্য্যার্থে প্রতিনিধি শান্তিরক্ষক বা প্রতিনিধি রাজ-কর-সংগ্রহীতার প্রধান আধিবেশনিক উপনগরের নামানুসারে সমস্ত উপবিভাগ প্রসিদ্ধ।

রাজ-কার্য্যের প্রত্যেক শৃঙ্খলার এক এক ভাগকেও তন্নামানু-সারে "উপবিভাগ" বলে।

(৬) এক তহসীলদারের শাসনাধীন সমুদয় স্থানকে "তহসীল" বলে, এবং রাজ-কার্য্যার্থে তহসীলদারের প্রধান আধিবেশনিক উপনগরের নামানুসারে সমস্ত তহসীল প্রসিদ্ধ।

তহসীল যাবনিক ভাষা, ইহার ধাত্বর্থ আদায় করা, কিন্তু ইহা ব্যবহারতঃ যে উপনগরে রাজস্ব সংগৃহীত হয় তদ্বাচী। এ অঞ্চলের (উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের) ভূম্যাধিকারিগণের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না থাকা হেতু, রাজস্ব সংগ্রহার্থ প্রতি জেলায় তিন চারি জন করিয়া তহসীলদার নিযুক্ত আছেন। ইহাঁরা তিন শ্রেণীভুক্ত, প্রথম শ্রেণীতে ২০০, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৭৫, এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ১৫০, টাকা মাসিক বেতন নির্দ্ধারিত আছে। তহসীলদারী কর্ম্মার্থীরা যথারীতি পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে, ঐ কর্ম্মলাভের যোগ্য হন, এবং যশের সহিত কর্ম্ম করিলে ডেপুটি কালেক্টরের পদে উন্নত হইতে পারেন।

(৭) তহসীলান্তর্গত বা প্রদেশ-বিশেষে জেলান্তর্গত কতিপয় গ্রাম-সমষ্টির নাম "পরগণা," এবং পরগণান্তর্ভুক্ত নির্দ্ধারিত কোন প্রধান গ্রামের নামানুসারে সমস্ত পরগণা প্রসিদ্ধ।

আধুনিক কোন কোন আভিধানিক এ শব্দটি যাবনিক ভাষা স্থির করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহা নয়, এটি প্রাকৃত ভাষা, সংস্কৃত "পরগণ্য" অর্থাৎ শত্রুর লক্ষ্য-স্থান। প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল, এবং তাৎকালিক রাজ্য কেবল কতিপয় কর-স্থানীয়ে বিভক্ত হইত; কর-স্থানীয় হস্তগত করা রাজ্যলাভের একটি সহজ উপায় অনুভাবে, তদানীন্তন পরস্পর-বিদ্বেষি সমকক্ষ রাজগণ, প্রত্যেকে অন্যের রাজ্যাক্রমণের প্রথমোদ্যমে

তদীয় কর-স্থানীয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, এবং তজ্জন্যই কর-স্থানীয় পরগণা শব্দে অভিহিত। প্রাচীনকালে পরগণাস্থ প্রধান কর্ম্মচারী, বোধ হয়, এক জন করিয়া "গোপ" নিযুক্ত থাকিতেন।

(৮) শহর শব্দের ব্যবহারিক অর্থে গণ্ডগ্রাম হইতে প্রধান নগর পর্য্যন্ত বুঝায়।

শহর যাবনিক ভাষা, ইহার প্রকৃত উচ্চারণ শেহর।

(৯) যে নগরে বা উপনগরে আমদানি-রপ্তানি হয়, অর্থাৎ যে নগরে বা উপনগরে নানাস্থানজাত বিবিধ বা বিশেষ কোন প্রকার দ্রব্য সংগৃহীত হইয়া, বিক্রয়ার্থে স্থানান্তরে প্রেরিত হয়, তাহাকে এপ্রদেশে "মণ্ডী" বলে।

মণ্ডী দাক্ষিণাত্য ভাষা।

(১০) যে প্রদেশে, বিভাগে বা উপবিভাগে নির্দ্ধারিত নিয়মাধীন রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহাকে নিয়মান্তর্গত প্রদেশ, বিভাগ বা উপবিভাগ বলে।

(১১) যে প্রদেশে, বিভাগে বা উপবিভাগে নিয়মাতিক্রম ও উপস্থিত প্রয়োজন বশতঃ রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহাকে নিয়মবহির্ভূত প্রদেশ, বিভাগ বা উপবিভাগ বলে।

(১২) সুশোভিত শ্রেণীভূত সমূহ পণ্যালয়কে, অথবা শ্রেণীভূত পণ্যবীথিকা-বিশিষ্ট চতুষ্কোণ প্রশস্ত স্থানকে "চক" বলে।

চক প্রাকৃত ভাষা, সংস্কৃত শব্দ "চত্বর"; কিন্তু বোধ হয়, এ প্রয়োগটি সর্ব্ববাদি-সম্মত নহে। অজ্ঞ মুসলমানেরা ব্যুৎপত্তি-ক্রমের জ্ঞানাভাবে, চক শব্দকে পারস্য "চকোর" শব্দের অপ-ভ্রংশ বলিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদিগের এ অনুভবটি নিতান্ত অসঙ্গত, যেহেতু "চকোর" শব্দ সংস্কৃত চতুষ্কোণ হইতে সম্ভূত, এবং অর্থতঃ কেবল চতুষ্কোণ ভিন্ন, বিপণি-সংযুক্ত চতু-ষ্কোণ স্থান-বাচী হইতে পারে না।

(১৩) প্রশস্ত-শির, চতুর্দ্দিক ঢালু, বৃত্তাকার মৃত্তিকাময় উচ্চ স্থানকে "কোট" বলে, কিন্তু মথুরায় কোট-সদৃশ স্থানকে "টিলা" বলে।

কোট কোন নগরের অন্তর্ব্বর্ত্তী বা সংলগ্ন থাকিলে তাহাকে "উপর কোট" বলে, এবং উপর কোট পণ্যালয় হইলে, স্থান বিশেষে, উহাকে "উচশেহর"ও বলে।

(১৪) গুলিকা-প্রক্ষেপণ-যোগ্য বপ্র-বেষ্টিত ষড়ভুজ, চতুর্ভুজ বা বৃত্তাকার প্রশস্ত ক্ষেত্রকে "দুর্গ *" বলে; এ অঞ্চলে তাহাকে "গড়" এবং সামান্যতঃ "কেলা" বলে।

স্থলবিশেষে, বপ্র বাহির হইতে ঢালু হইয়া ভিতরে উন্নত, কিম্বা ভিতর হইতে ঢালু হইয়া বাহিরে উন্নত থাকে। কোন কোন স্থানে দুর্গমধ্যে প্রাসাদ, দুর্গের চতুর্দ্দিকে পরিখা এবং দুর্গ প্রবেশার্থে দুইটি করিয়া সঙ্ক্রাম দৃষ্ট হয়।

(১৫) সেনাগার-বিশিষ্ট সৈন্য-বিন্যাসোপযোগী

---

* স্থান বিশেষে দুর্গ এবং কোট একার্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রশস্ত ক্ষেত্রকে "সেনানিবেশ," "সৈনিকাবাস" বা "সৈন্যাবাস" বলে; এঅঞ্চলে তাহাকে "সাউনি" বলে।

(১৬) সেনানিবেশ ভিন্ন, যে স্থানে বিশেষ কার্য্যবশতঃ অল্পকালের নিমিত্ত সৈন্যদিগকে বাস করিতে হয়, তাহাকে "সৈন্য-শিবির" বলে।

(১৭) পান্থগণের বিশ্রামার্থ চতুর্ভুজ বা বৃত্তাকার প্রাবর পরস্পর-সন্নিহিত-বহু গৃহ-সংযুক্ত এবং প্রশস্ত অঙ্গন বিশিষ্ট হইলে, তাহাকে "পান্থ-নিবাস," "পথিকশালা" বা "পথিকাশ্রম" বলে; এ অঞ্চলে তাহাকে "সরায়" বলে।

(১৮) বালুকাময় প্রশস্ত প্রান্তরকে "রেতোঃস্থান" বলে।

হিন্দী "রেত" সংস্কৃত "রেতজা" শব্দের অপভ্রংশ এবং পারস্য "রেগিস্থান"ও সংস্কৃত রেতোঃস্থান হইতে সম্ভূত।

(১৯) যেস্থান হইতে কোন নদীর উদ্ভব হয়, তাহাকে "প্রভব" বা "নির্গম" বলে, এবং যে স্থানে অন্য নদী বা সমুদ্রের সহিত মিলন হয়, তাহাকে "সঙ্গম" বলে।

সঙ্গম-স্থানে সামান্যতঃ উপনদীর নামানুসারে সঙ্গম শব্দ উক্ত হয়।

(২০) কোন নদীর প্রভব হইতে স্রোতোনুসারে সঙ্গমাভিমুখে গেলে, দক্ষিণ পার্শ্বে যে তীর থাকে, তাহাকে ঐ নদীর "দক্ষিণতীর," এবং বামপার্শ্বের তীরকে "বামতীর" বলে।

(২১) কোন নদীর গর্ভ হইতে তীর পর্য্যন্ত ক্রমশঃ উত্থিত বালুকাময় চড়াকে ঐ নদীর নামানুসারে "পুলিন" বলে।

(২২) এক নদী হইতে অন্য নদীতে, কিম্বা এক নদীর কোন এক স্থান হইতে কতক সরল, কতক বক্র ভাবে ঐ নদীর অন্য স্থানে, যে বৃহৎ জলপ্রণালী খাত হয়, তাহাকে "খাল" বলে; এ অঞ্চলে তাহাকে নেহর বলে।

(২৩) এক খাল হইতে অন্য খালে বা নদীতে যে ক্ষুদ্র জলপ্রণালী খাত হয়, তাহাকে "উপখাল" বলে; এ অঞ্চলে তাহাকে "বম্বা" বলে।

বম্বা আরাবি মম্বা শব্দের অপভ্রংশ।

(২৪) আর্য্যদিগের দেবালয়কে "মন্দির" বলে, এবং যে মন্দির হইতে ভিক্ষাজীবীরা প্রত্যহ ভিক্ষা পায়, তাহাকে সামান্যতঃ "সদাব্রত," কিন্তু কাশীর বাঙ্গালি-টোলায় "ছত্তর" এবং বৃন্দাবনে "কুঞ্জ" বলে।

(২৫) মুসলমানদিগের ভজনালয়কে "মস্‌জীদ" বলে।

মস্‌জীদ আরাবি সিজ্‌দা হইতে সম্ভূত, সিজ্‌দার অর্থ নমন এবং মস্‌জীদের অর্থ নমনোপযোগী স্থান।

(২৬) শুক্রবারে অনেক মুসলমান একত্রিত হইয়া যে বৃহৎ মস্‌জীদে উপাসনা করে, তাহাকে "জামে মস্‌জীদ" বলে।

অজ্ঞ মুসলমানেরা শব্দার্থ-জ্ঞানাভাবে ইহাকে "জুম্মা-মস্-জীদ" বলে। তাহাদিগের এরূপ ভ্রমের একমাত্র কারণ এই উপলব্ধ হয় যে, জুম্মা শব্দের অর্থ শুক্রবার এবং সামান্যতঃ সেই বারেই অনেক লোকের সহিত ঐ মস্জীদে উপাসনা হয়। বস্তুতঃ এটি জামে শব্দ, এবং এপ্রদেশের সুশিক্ষিত মউলবিরা জামেই উচ্চারণ করিয়া থাকেন, যেহেতু জামে শব্দের ধাত্বর্থ "জায়ে-জমা" অর্থাৎ সমবায়-স্থান।

(২৭) এক জন মুসলমানের সমাহিত স্থানকে "কবর" বা "গোর" বলে, এবং একাধিক কবর বা গোর যুক্ত স্থানকে "কবরো-স্থান" বা "গোরো-স্থান" বলে।

(২৮) কোন দরবেশ অর্থাৎ সিদ্ধ পুরুষের কিম্বা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাহিত স্থানকে, অথবা কখন কখন কোন পুণ্য-ক্ষেত্র বা রাজসভাকে "দরগা" বলে।

(২৯) মুসলমানের সমাধি-মন্দিরকে "মকবরা" বলে।

মস্জীদ আদি করিয়া যে কয়েকটি যাবনিক শব্দ এস্থলে পরি-ভাষিত হইল, তাহা কেবল যাবনিক বিষয়েই প্রযুজ্য।

এপ্রদেশের নাম "উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল" হওয়ার কারণ।

ইংরাজেরা প্রথমতঃ বাঙ্গালা প্রদেশ হস্তগত করিয়া ক্রমশঃ এ প্রদেশের আধিপত্য লাভ করেন, এ প্রদেশ বাঙ্গালা প্রদেশের উত্তর পশ্চিমে সংস্থিত, এই নিমিত্ত তাঁহারা ইহাকে "উত্তর পশ্চিমাঞ্চল" * বলাতে, ইহা এক্ষণে ঐ নামেই প্রসিদ্ধ।

—০—

চতুঃসীমা, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ এবং লোকসংখ্যা।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের উত্তরে নেপাল রাজ্য এবং অযোধ্যাপ্রদেশ; পূর্ব্বদিকে বাঙ্গালাপ্রদেশাধীন বেহার এবং পালামৌ; দক্ষিণে গোয়ালিয়র, বুন্দেলখণ্ড এবং রিমা প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্য; এবং পশ্চিমে যমুনা নদী, যাহার অপর তীর হইতে পঞ্জাবের প্রারম্ভ। ইহার

* যে আর্য্য-ভূভাগকে এক্ষণে "উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল" বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতেছে, তাহা স্বাধীন আর্য্য-রাজ্যে অংশতঃ "দক্ষিণ কোশলা" "মহাকোশলা" বা "কাশীরাজ্য", অংশতঃ অন্তর্বেদ এবং অংশতঃ হিমালয় ও পার্ব্বত্য প্রদেশ বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

পূর্ব্ব-পশ্চিম দৈর্ঘ্য ৫২৮ ক্রোশ এবং উত্তর-দক্ষিণ প্রস্থ ১৭৬ ক্রোশ। লোকসংখ্যা তিন কোটি, তন্মধ্যে দুই কোটি ষাইট লক্ষ আর্য্য এবং শূদ্র, অবশিষ্ট চল্লিশ লক্ষ যবন এবং ম্লেচ্ছ।

—ssss—

পর্ব্বত।

এ প্রদেশের পশ্চিমোত্তর কোণে হিমালয়-শ্রেণীর যে সকল পর্ব্বত আছে তাহা কমায়ূঁ এবং নৈণীতালের *

* "নৈণী" (নারায়ণীর অপভ্রংশ) যোগিনী বিশেষের নাম, এবং "তাল" (ঠেট হিন্দী) অর্থ সরোবর। নৈণীতালের যে যে পর্ব্বতের অধিত্যকায় এতদঞ্চলীয় প্রধান রাজপুরুষগণের গ্রীষ্মাবাস; সেই পর্ব্বত-রাশি যে সানুদেশকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে, তাহার ঠিক মধ্যস্থলে পূর্ব্ব-পশ্চিম প্রায় আদক্রোশ দীর্ঘ একটি "তাল" অর্থাৎ সুগভীর জলাশয় আছে। ঐ জলাশয়ের দক্ষিণতীরে পর্ব্বতীয় লোকের আবাস ও পণ্যবীথিকা, এবং সন্নিহিত এক কন্দর মধ্যে নৈণীর পাষাণময়ী একখানি প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। ঐ মূর্ত্তিখানি চতুর্ভু[illegible] এবং প্রায় পৌনে দুই হাত উচ্চ, জ্যৈষ্ঠমাসে দশ[illegible] উপলক্ষে উহার সম্মুখে একটি মেলা হয়, তাহাতে নিকটবর্ত্তি গ্রাম-সমূহের স্ত্রী পুরুষ উভয়ই সমবেত হইয়া নানা প্রকার আমোদ আহ্লাদ করে।

অপর উপরোক্ত জলাশয়ের অগ্নিকোণ হইতে "বল্লুরিয়া" নামে একটি ক্ষুদ্র সরিৎ নির্গত হইয়া প্রথমতঃ দক্ষিণাভিমুখে এবং তৎপরে দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া বরেলী জেলায় "জুয়া" নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। উক্ত সরিৎটি নৈণীতাল হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ পর্য্যন্ত অন্তঃসলিলা থাকায় মাতৃ-যোনিতে উহার নির্গম দৃষ্ট হয় না, কিন্তু দেড় ক্রোশের

পর্ব্বত বলিয়া বিখ্যাত। শেষোক্ত শৈল-রাশি রোহিল-খণ্ড বিভাগস্থ মুরাদাবাদের ৩০। ৩২ ক্রোশ উত্তরে সংস্থিত, এবং উহার অধিত্যকায় এ প্রদেশের প্রধান

পর উহা যেন অকস্মাৎ ভূগর্ভ হইতে উদ্গত হইতেছে, এইরূপ বোধ হয়। অপর উহার উদ্গম হইতে কতক দূর নীচে উহার উপর একটি সেতু আছে, তাহা "বল্লিয়ার পুল" বলিয়া আখ্যাত, এবং ঐ পুলের এক ক্রোশ নীচে উহার বামতীরে "রাণীবাগ" নামে একটি সুরম্য বাগান আছে, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ব দিকে একটি সংপথ, এবং তদনন্তর একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর "অমৃতপুর" নামে একখানি গ্রাম, উহাতে কৃষিজীবী পর্ব্বতীয় লোক বাস করে।

রাণীবাগের অগ্নিকোণে প্রায় তিন ক্রোশ ব্যবহিত এক প্রান্তর মধ্যে "হলদাউনী" মণ্ডী নামে একখানি বৃহৎ গ্রাম আছে, ঐ গ্রাম হইতে যে সংপথটি নির্গত হইয়াছে তাহাই রাণীবাগ এবং বল্লিয়ার পুল দিয়া নৈনীতালে গিয়াছে। অপর ঐ গ্রামের দক্ষিণে আদক্রোশ ব্যবহিত "গউলা" নামে একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইতেছে; ঐ নদীটি পূর্ব্বদিকস্থ হিমাচল হইতে নিঃসৃত হইয়া, এই স্থান দিয়া পশ্চিম-বাহিনী হইয়া বস্লিয়ার সহিত মিলিত হইয়াছে, উহার সঙ্গম সমীপে "চিত্রেশ্বর" নামে একটি অতি উচ্চ শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে, মকর-সংক্রান্তিতে ঐ স্থানে একটি মেলা হয়।

নৈনীতালের পূর্ব্বদিকে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে পর্ব্বত-বেষ্টিত সানুদেশে "ভীমতাল" নামে আর একটি জলাশয় আছে, তাহার দৈর্ঘ্যও কিঞ্চিৎ ন্যূন আদক্রোশ, এবং তাহার অগ্নিকোণে "ভীমেশ্বর" নামে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত।

ভীমতালের পূর্ব্বে একক্রোশ ব্যবহিত "সনৎকুমার" নামে একটি তাল আছে, তাহাও পর্ব্বত-বেষ্টিত সানুদেশে একটি মনোরম্য জলাশয়। অপর নৈনীতাল অঞ্চলে ৬৪ টি তাল কথিত হইয়া থাকে, কিন্তু তন্মধ্যে উপরের লিখিত তিনটিই অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ।

রাজপুরুষগণ গ্রীষ্ম ঋতুতে শৈল-বায়ু সেবনার্থ অবস্থিতি করেন। মিরঠ বিভাগস্থ দেরাদূন নগরের দুই ক্রোশ উত্তরে "রাজপুর" গ্রামখানি যে পর্ব্বতপ্রস্থে সংস্থিত, তাহার নাম "মসূরি" বা "মন্সূরি," এবং তাহার অগ্নিকোণে দেড় ক্রোশ ব্যবহিত "লন্ধোর" নামে আর একটি পর্ব্বত আছে, এ দুইটিই হিমালয়ের ঐকদেশিক, ইহার অধিত্যকা লোকালয়, এবং কোন কোন রাজপুরুষের গ্রীষ্মাবাস। সহারণপুর এবং দেরাদূনের পার্থক্য সীমাবর্ত্তী যে একটি পর্ব্বত দৃষ্ট হয়, তাহা শিবালিকের ঐকদেশিক। আগরা, মথুরা এবং পঞ্জাব প্রদেশাধীন গোরগার পশ্চিম দিয়া যে একটি ক্ষুদ্র শ্রেণী গিয়াছে, তাহা অর্ব্বলীর অংশ, এবং বৃন্দাবনের কিঞ্চিৎ দূরে গিরিগোবর্দ্ধন নামে যে একটি পর্ব্বত আছে, এবং যাহা আর্য্যদিগের একটি তীর্থস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে, তাহা উহারই ঐকদেশিক। এতদ্ভিন্ন বিন্ধ্যাচলশ্রেণী ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তস্থ কাম্বে উপসাগরের তীর হইতে প্রারব্ধ হইয়া প্রায় একটি কটিবন্ধনীর মত মালব দেশ, মধ্য ভারতবর্ষ, বুন্দেল খণ্ড এবং পশ্চিমোত্তর প্রদেশের হমীরপুর, বাঁদা, এলেহাবাদ ও মির্জাপুর দিয়া বাঙ্গালা প্রদেশে রাজমহল-সমীপে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

নদ-নদী।

এ প্রদেশের নদ-নদীর মধ্যে গঙ্গা ও যমুনা-ই বৃহৎ। আর আর যে সকল, তাহা ইহারই উপনদী, এবং তন্মধ্যে অনেকগুলি নাব্য নহে।

গড়ওয়ালের স্থানীয় বৃত্তান্ত না জানিলে গঙ্গা ও যমুনার উদ্ভব-বিবরণ সবিশেষ হৃদ্গত হয় না, সুতরাং উহাদের উদ্ভব-বিবরণ-প্রসঙ্গাধীন প্রথমতঃ গড়ওয়ালের বিষয় কিঞ্চিৎ লেখা যাইতেছে।

এ প্রদেশের পশ্চিমোত্তর কোণে "গড়ওয়াল" নামে একটি পার্ব্বত্য প্রদেশ আছে; তাহার উত্তরে হিমাচল, যাহার অপর দিক্ হইতে তিব্বৎ রাজ্যের প্রারম্ভ; পূর্ব্বদিকে কমায়ুঁ বিভাগ; দক্ষিণে মিরঠ বিভাগস্থ দেরাদূন ও পঞ্জাব প্রদেশাধীন স্থান; এবং পশ্চিমে শতদ্রু-নদী, যাহার অপর তীরে পঞ্জাবভুক্ত পার্ব্বত্য প্রদেশ।

গড়ওয়ালের পূর্ব্ব-দক্ষিণাংশ ব্রিটিশ-রাজ্যাধীন, এবং পশ্চিমোত্তরাংশ এক আশ্রিত রাজার অধীন। ব্রিটিশ গড়ওয়ালের প্রধান স্থান "শ্রীনগর"; উহা কমায়ুঁ বিভাগের প্রধান নগর অলমোড়ার বায়ুকোণে ৫০ ক্রোশ দূরে অলকনন্দার বামতীরে সংস্থিত। এবং স্বাধীন গড়ওয়ালের রাজধানী "টেরী"; উহা শ্রীনগরের পশ্চিমে, কিঞ্চিৎ উত্তরাংশে ২২ ক্রোশ দূরে ভাগীরথীর বামতীরে সংস্থিত।

টেরীর পূর্ব্বদিকে কিন্তু কিঞ্চিৎ উত্তরাংশে ৪৮ ক্রোশ ব্যবহিত, এবং শ্রীনগরের ঈশানকোণে ৪০ ক্রোশ ব্যবহিত "বিষ্ণুপ্রয়াগ" * নামে একখানি গ্রাম আছে, তাহার ১৮ ক্রোশ উত্তরে "বদ্রীনাথ" † এবং বায়ুকোণে ৩৫ ক্রোশ দূরে "কেদারনাথ"। কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ উভয়ই আর্য্যদিগের মহাতীর্থ।

কেদারনাথের মন্দির এক পর্ব্বত-শৃঙ্গে প্রতিষ্ঠিত; উহার প্রতিমূর্ত্তি মহিষের নিতম্বাকার, এবং উহার মন্দিরের সন্নিহিত "রেতকুণ্ড," "বিষ্ণুকুণ্ড" এবং "সূর্য্যকুণ্ড" প্রভৃতি কতিপয় কুণ্ড আছে; বৈদেশিক যাত্রীরা ঐ সকল কুণ্ডে স্নানতর্পণ করে। কেদারনাথের ৬ ক্রোশ উত্তরে "হিমলিঙ্গেশ্বর" নামে একটি শিব-লিঙ্গ এক মন্দির-মধ্যে স্থাপিত আছে, এবং তাহার অব্যবহিত উত্তর হইতে "ধবল-গিরির" প্রারম্ভ।

বদ্রীনাথের মন্দির এক সুরম্য প্রান্তর মধ্যে বিষ্ণু ‡

* গড়ওয়ালে পাঁচটি প্রয়াগ আছে, যথা—"বিষ্ণুপ্রয়াগ" "নন্দপ্রয়াগ" "কর্ণপ্রয়াগ" "রুদ্রপ্রয়াগ" এবং "দেব-প্রয়াগ"। এই সকল প্রয়াগ "পঞ্চপ্রয়াগ" বলিয়া বিখ্যাত, এবং আর্য্যদিগের তীর্থ-মধ্যে পরিগৃহীত।

† বদ্রীনাথকে কেহ কেহ "বদ্রীনারায়ণ" ও "নরনারায়ণ" ও বলে। গড়ওয়ালের যে বিভাগে বদ্রীনাথের মন্দির প্রতি-ষ্ঠিত, সেই বিভাগ দিয়া "বিষ্ণু" এবং "সরস্বতী" নদী আড়া-আড়ি প্রবাহিত হইতেছে। বিষ্ণু ও সরস্বতী এই উভয় প্রদেশ প্রাচীনকালে "বদরিকাশ্রম" বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

‡ স্থানীয় লোকে ইহাকে "বিষ্ণুগঙ্গা" বলে।

নদীর দক্ষিণতীরে প্রতিষ্ঠিত; ঐ প্রান্তরের পূর্ব্ব পশ্চিম দুই দিকে দুইটি উচ্চ-শৃঙ্গ পর্ব্বত, বিষ্ণুনদী হইতে ঠিক যেন সমদূরে একটি দক্ষিণ পার্শ্বে একটি বামপার্শ্বে সংস্থিত। এবং উত্তর দিকের দূরবর্ত্তি পর্ব্বত হইতে বিষ্ণুনদী নিঃসৃত হইয়া, মন্দ মন্দ গতিতে বদ্রীনাথের মন্দিরের নিকট দিয়া, দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া বিষ্ণুপ্রয়াগে ধৌলী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। বদ্রীনাথের প্রতিমূর্ত্তি চতুর্ভুজ, তাহার বাম দিকে লক্ষ্মী ও অর্জ্জুনের মূর্ত্তি যথাক্রমে স্থাপিত আছে। প্রথিত এই যে, এই খানেই মহর্ষি বেদব্যাসের প্রধান আশ্রম ছিল।

বিষ্ণুপ্রয়াগের ঈশানকোণে অনুমান ৩০। ৩৫ ক্রোশ ব্যবহিত "নীতিঘাটী" নামে একখানি গ্রাম আছে, উহা, কমার্যু হইতে তিব্বৎ রাজ্যে যাওয়ার যে পথ, তাহার ধারে সংস্থিত। অপর ঐ গ্রামের অগ্নিকোণে কিঞ্চিৎ ব্যবহিত হিমাচল হইতে "ধৌলী" নামে একটি নদী নির্গত হইয়া প্রথমতঃ দক্ষিণাভিমুখে তৎপরে দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে, এবং পরিশেষে পশ্চিমোত্তরা-ভিমুখে প্রবাহিত হইয়া, বিষ্ণুপ্রয়াগে বিষ্ণু নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। বিষ্ণুপ্রয়াগ একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম, অত্যল্প লোকের বসতি, সঙ্গম-সমীপে সংস্থিত, উহার প্রাকৃতিক শোভা অতীব মনোহর, দুইটি নদীর মিলিতধার ঐ স্থানে এরূপ বেগে প্রবাহিত হইতেছে, বোধ হয়, তৃণগাছা উহায় পড়িলেও যেন খণ্ড খণ্ড

হইয়া যায়। অপর বিষ্ণুপ্রয়াগ হইতে ঐ মিলিতধার "অলকনন্দা" নাম ধারণ করত দক্ষিণাভিমুখে আদক্রোশ ভ্রমণানন্তর জ্যোষীমঠের * নিকট আইসে। "জ্যোষী-মঠ" কমায়ুঁর অন্তর্গত একখানি পল্লিগ্রাম, অলকনন্দার বাম তীরে এবং নীতিঘাটীর পথের ধারে সংস্থিত, উহার পতনোম্মুখ প্রস্তরময় গৃহগুলি স্থানের প্রাচীনত্বের অন্যতম চিহ্ন, ঐ স্থানে অনেক গুলা মন্দির আছে, তন্মধ্যে নরসিংহ, সূর্য্য, বিষ্ণু এবং গণেশের মন্দিরই অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ। জ্যোষীমঠ হইতে অলকনন্দা কিঞ্চিৎ পশ্চিম-বাহিনী, কিন্তু সামান্যতঃ দক্ষিণ-বাহিনী ১২ ক্রোশ ভ্রমণানন্তর, বামতীর হইতে "নন্দ-গঙ্গা" নামে একটি উপনদী গ্রহণ করে, ঐ সঙ্গম "নন্দ-প্রয়াগ" বলিয়া বিখ্যাত, এবং নন্দপ্রয়াগ হইতে দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে ১০ ক্রোশ ভ্রমণ করিলে, বামতীর দিয়া "পিণ্ডার" উহায় মিলিত হয়, ঐ স্থানকে "কর্ণপ্রয়াগ" বলে। কর্ণপ্রয়াগ শ্রীনগরের পূর্ব্বদিকে, কিন্তু কিঞ্চিৎ উত্তরাংশে প্রায় ১৯।২০ ক্রোশ ব্যবহিত। তৎপর

---

* প্রথিত আছে, গড়ওয়ালের জনৈক জ্যোতিষী ব্রাহ্মণ এই স্থানে নরসিংহের একটি মূর্ত্তি স্থাপন করাতে, ইহার নাম "জ্যোতিষীমঠ," অপভ্রংশে জ্যোষীমঠ হয়। অপর স্থানীয় সন্ন্যাসিরা চারিটি মঠে বাসোল্লেখে আপন আপন পরিচয় দিয়া থাকে, যথা—"জ্যোষীমঠ," "পাকীমঠ," "আখিমঠ," এবং "নানকমঠ," কিন্তু ইহার মধ্যে "জ্যোষীমঠ" এবং "আখিমঠ" ই অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ।

অলকনন্দা পশ্চিমবাহিনী হইয়া ১২ ক্রোশ ব্যবধানে দক্ষিণতীর হইতে "মন্দাকিনী" নামে একটি উপনদী গ্রহণ করে, ঐ সঙ্গম "রুদ্রপ্রয়াগ" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মন্দাকিনী কেদারের অনতিদূরে হিমাদ্রির হিম-সংহতি হইতে নিঃসৃত হইয়া, দক্ষিণাভিমুখে ২৫। ২৬ ক্রোশ ভ্রমণানন্তর, রুদ্রপ্রয়াগে অলকনন্দার সহিত মিলিত হয়। ইহার উপর "অগস্ত্যমুনি" এবং "অখিমঠ" নামে দুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে। রুদ্রপ্রয়াগের ৫ ক্রোশ উত্তরে মন্দাকিনীর বামতীরে অগস্ত্যমুনি সংস্থিত, ঐ স্থানে অগস্ত্যমুনির প্রতিমূর্ত্তি-সহিত একটি মন্দির আছে, প্রথিত এই যে, ঐ স্থানেই অগস্ত্যমুনির আশ্রম ছিল। অগস্ত্যমুনির ৮ ক্রোশ উত্তরে মন্দাকিনীর বামতীরে "অখিমট" সংস্থিত, অখিমঠে অনেক মন্দির আছে এবং অনেক পরম হংস বাস করে। অখিমঠের এক ক্রোশ নীচে মন্দাকিনীর সহিত "পাতালগঙ্গা" মিলিত হইয়াছে। ঐ সঙ্গমের দেড় ক্রোশ উপরে পাতালগঙ্গার বামতীরে "গুপ্তকাশী" সংস্থিত, গুপ্তকাশীতেও কাশীর মত অনেক শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে।

অপর রুদ্রপ্রয়াগ হইতে অলকনন্দা দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে ১১ ক্রোশ ভ্রমণ করিয়া শ্রীনগরে আইসে, এবং শ্রীনগর হইতে প্রথমতঃ ৫ ক্রোশ পশ্চিমাভিমুখে, তৎপরে ৮ ক্রোশ দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইলে, দক্ষিণ তীর দিয়া "ভাগীরথী" উহায় মিলিত হয়। ঐ সঙ্গমের

নাম "দেবপ্রয়াগ" এবং ঐ প্রয়াগই পঞ্চপ্রয়াগের মধ্যে প্রধান প্রয়াগ বলিয়া পরিগণিত।

ও দিকে "ভাগীরথী" * হিমাদ্রির আভ্যন্তরিক হিমানী হইতে নিঃসৃত হইয়া গঙ্গোত্তরীর সন্নিহিত পরিদৃষ্ট হয়। "গঙ্গোত্তরী" স্বনাম-খ্যাত একটি মন্দির, গড়ওয়াল প্রদেশে "ভাগীরথীর" দক্ষিণ তীরে সংস্থিত, এবং উহার প্রভব হইতে পশ্চিমে ৬ ক্রোশ, কেদারের উত্তরে, কিঞ্চিৎ পশ্চিমাংশে ১৬ ক্রোশ, এবং শ্রীনগরের উত্তরে কিঞ্চিৎ পশ্চিমাংশে অন্যূন ৭০ ক্রোশ ব্যবস্থিত। ঐ মন্দিরে গঙ্গা এবং ভাগীরথীর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে, এবং উহার সন্নিকট ব্রহ্মকুণ্ড, বিষ্ণুকুণ্ড প্রভৃতি কতিপয় কুণ্ড আছে। অপর যে শৈল-

---

* আধুনিক ভূগোল-বেত্তারা একটি বিশালভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাঁহারা "ভাগীরথী" নামে গঙ্গার একটি শাখানদী কল্পনা করিয়া, মুর্শিদাবাদের অধঃপ্রবাহিতা নদীটিকে ঐ নামে নির্দ্দেশ করেন, বস্তুতঃ তাহা নয়, ভাগীরথী নামে গঙ্গার কোন শাখানদী নাই, মুর্শিদাবাদের অধঃপ্রবাহিতা নদীটি গঙ্গার মুখ্যপ্রবাহ, তবে যে উহাকে "ভাগীরথী" বলে, তাহার কারণ এই যে, গঙ্গা সাধারণতঃ "ভাগীরথী" নামেও অভিহিত। অপর বোয়ালীয়ার নীচ দিয়া যে নদীটি প্রবাহিত, এবং যাহাকে উল্লিখিত ভূগোল-বেত্তারা গঙ্গা মনে করেন, বাস্তবিক তাহা নয়, সেটি "পদ্মা" নামে গঙ্গার একটি শাখা নদী, এবং তাহার কিঞ্চিৎ দূর দক্ষিণ দিয়া "মহানন্দা" নামে আর একটি শাখানদী প্রবাহিত হইত, কিন্তু কালসহকারে সে নদীটি পদ্মার সহিত মিলিত হইয়া, এক্ষণে উভয় নদীর মিলিত ধার পদ্মা নামেই বিখ্যাত।

বিদার হইতে ভাগীরথী ঐ স্থানে বেগাতিশয়ে নির্গত হইতেছে, তাহা গাভীর মুখাকৃতি সদৃশ, তজ্জন্যই বোধ হয়, যাহারা ভাগীরথী এবং গঙ্গাতে কোন ভিন্ন-ভাব করে না, তাহারা গঙ্গাকে "গোমুখী" বলিয়া থাকে। গঙ্গোত্তরীতে বাসোপযোগী স্থানাভাবে অত্যল্প যাত্রী তথায় যায়, এবং তথাকার জল অতিশয় পবিত্র বলিয়া, প্রত্যাগমন কালে তাহারা কাচকুপীতে করিয়া জল লইয়া আইসে।

গঙ্গোত্তরী হইতে ভাগীরথী পশ্চিমোত্তর-বাহিনী ৫ ক্রোশ ভ্রমণ করিয়া ভৈরব ঘাটে আসিলে, দক্ষিণতীর দিয়া "জাহ্নবী" * উহায় মিলিত হয়, ঐ স্থানে সমধিক উচ্চতাবশতঃ দুইটি নদী এরূপ বেগে প্রবাহিত হইয়া মিলিত হইতেছে যে, তদ্দৃষ্টে দর্শির মনে একটি আক-স্মিক অনিবার্য্য শঙ্কার উদয় হয়। অতঃপর ভাগীরথী প্রথমতঃ কতকদূর পশ্চিমাভিমুখে এবং তৎপরে দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে ১০ ক্রোশ ভ্রমণানন্তর "সুখীর" নিকট আসিয়া, প্রকৃত হিমালয় হইতে বহির্গত হয়। "সুখী" স্বাধীন গড়ওয়ালের এক পল্লিগ্রাম, ভাগীরথীর দক্ষিণ-তীরে সংস্থিত। সুখী হইতে ভাগীরথী অত্যন্ত বক্র-

---

* গড়ওয়ালের প্রায় সকল তীর্থেই দাক্ষিণিক ব্রাহ্মণ বাস করে, জাহ্নবীর প্রতি তাহাদিগের এতাদৃশী ভক্তি যে, "মরণং জাহ্নবীতটে" এই বাক্যাংশটি তাহাদিগের মধ্যে সাধারণতঃ প্রচলিত, কিন্তু বোধ হয়, এতদ্দ্বারা "গঙ্গাতট"ই জ্ঞাপ্য, কেননা গঙ্গা সামান্যতঃ "জাহ্নবী" নামেও আখ্যাত।

ভাবে কিন্তু সামান্যতঃ দক্ষিণাভিমুখে ৩৫ ক্রোশ ভ্রমণ করিয়া সুরটের নিকট আইসে, এবং তথা হইতে ৬ ক্রোশ ব্যবধানে "জলকর" নামে একটি উপনদ গ্রহণ করিয়া, ঐ সঙ্গমের ৪ ক্রোশ নীচে "টেরী" সন্নিহিত "ভিলঙ্গ" কর্ত্তৃক সম্মিলিত হয়। "টেরী" স্বাধীন গড়ওয়ালের রাজধানী, ভাগীরথীর বামতীরে সংস্থিত, তত্রত্য প্রাসাদ এবং দুর্গ যৎসামান্য, নয়নাকর্ষক নহে। টেরী হইতে ভাগীরথী দক্ষিণ-পুর্ব্বাভিমুখে ২২ ক্রোশ ভ্রমণ করিয়া দেবপ্রয়াগে অলকনন্দার সহিত মিলিত হয়, ঐ স্থানে ভাগীরথী উত্তর দিক হইতে সবেগে, এবং অলকনন্দা পুর্ব্বদিক হইতে মন্দ মন্দ গতিতে, এরূপ কৌশলে মিলিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় দেবপ্রয়াগ ঠিক যেন এক সমকোণের উপর সংস্থিত। দেবপ্রয়াগ অতিশয় মনোরম্য স্থান, এবং গড়ওয়ালের অন্যান্য তীর্থাপেক্ষা অধিক লোকালয়, ঐ স্থানে দাক্ষিণিক ব্রাহ্মণ অপেক্ষাকৃত অধিক, এবং যে সকল মন্দির আছে, তন্মধ্যে রামচন্দ্রের মন্দিরই প্রসিদ্ধ, উহাতে রামচন্দ্রের একটি প্রতিমূর্ত্তি প্রায় ৪ হাত উচ্চ, এবং তাহার সম্মুখে গরুড়ের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

অনন্তর দেবপ্রয়াগ হইতে ভাগীরথী এবং অলকনন্দার মিলিত ধার "গঙ্গা" নাম ধারণ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে ৫ ক্রোশ ভ্রমণানন্তর "নয়র" নামে একটি বৃহৎ উপনদ গ্রহণ করে, ঐ সঙ্গম "ব্যাস ঘাট" বলিয়া প্রসিদ্ধ। অতঃপর গঙ্গা বক্রভাবে কিন্তু সামান্যতঃ পশ্চিমবাহিনী

হইয়া, ১২ ক্রোশ ভ্রমণানন্তর "হৃষীকেশে" আসিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃত প্রান্তরে পতিত হয়, এবং তথা হইতে দক্ষিণাভিমুখে কতক দূর প্রবাহিত হইয়া, সুসঁয়া নদকে গ্রহণ করত, হরিদ্বারের নিকট আইসে। "হরিদ্বার" যাহার আর একটি নাম "গঙ্গা-দ্বার," সহারণপুরের ঈশানকোণে ১৮ ক্রোশ ব্যবহিত গঙ্গার দক্ষিণতীরে এবং শিবালিক প্রদেশে সংস্থিত। ঐ স্থানে সাংখ্যকার কপিল মুনির আশ্রম ছিল, এবং ঐ স্থান সপ্ত পুরীর মধ্যে পরিগৃহীত হওয়ায়, আর্য্যদিগের একটি মহাতীর্থ। গঙ্গার যে সকল ঘাট আছে, তন্মধ্যে "কুশাবর্তের ঘাট" অতিশয় প্রসিদ্ধ, ঐখানে বৈদেশিক যাত্রিরা পিতৃতর্পণ এবং পিণ্ডদান করে। প্রতিবৎসর চৈত্রমাসে হরিদ্বারে একটি মেলা হয়, তাহাতে অনেক লোক সমবেত হয়, এবং দ্বাদশ বর্ষের পর মহা সমা-রোহে যে মেলাটি হয়, এবং যাহাকে 'কুম্ভের মেলা * বলে, তাহাতে দূরাদূরের অনেক যাত্রী, নানাবিধ পণ্যা-জীব ও সুসন্ধানী বটাবীক এবং গ্রন্থিভেদক একত্রিত হয় ; এমন কি, কখন কখন ২০। ২২ লক্ষ লোক স্বাগত হয়। হরিদ্বারের আদক্রোশ দক্ষিণে, গঙ্গার দক্ষিণ-তীরে "মায়াপুর" নামে একটি স্থান আছে, ঐ খানে দক্ষরাজার রাজধানী কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এক্ষণে তথায়

---

* দ্বাদশ বর্ষের পর কুম্ভরাশিতে বৃহস্পতির সঞ্চার হওয়ায় বৃহস্পতি এবং সূর্য্যের মিলনোপলক্ষে এই মেলাটি হইয়া থাকে।

কেবল মায়া দেবী (পীঠবিশেষ) এবং ভৈরবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। মায়াপুরের আদক্রোশ দক্ষিণে "কঙ্খল", কঙ্খল প্রায় একটি উপনগরের মত লোকালয়, এবং আর্য্যদিগের একটিতীর্থ, ঐখানে বৈদেশিক যাত্রিদিগের দর্শনীয় দক্ষেশ্বর শিবলিঙ্গ এবং সতীকুণ্ড অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ। অপর হরিদ্বার, মায়াপুর এবং কঙ্খলের সম্মুখে গঙ্গা দুইটি উপদ্বীপদ্বারা তিনটি প্রণালীতে বিভক্ত হইয়া, আবার কতকদূর পরে একধারেই মিলিত হইয়াছে। উহার অপরতীরে একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে, তাহাকে "চণ্ডীর পাহাড়" বলে, বস্তুতঃ সেটি শিবালিকের ঐকদেশিক, তাহার অধিত্যকায় এক মন্দির মধ্যে "চণ্ডীর" এক খানি প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।

কঙ্খলহইতে গঙ্গা প্রথমতঃ দক্ষিণাভিমুখে এবং তৎপরে দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া, বিজনৌর এবং মিরঠের জেলা দিয়া ন্যূনাতিরেক ৯০ ক্রোশ ভ্রমণানন্তর অনুপশহরে আইসে। 'অনুপশহর" বাঙ্গালা প্রদেশস্থ লালা বাবুর অধিকার-ভুক্ত, বলন্দ শহরের অন্তর্গত একটি তহসীল, গঙ্গার দক্ষিণতীরে সংস্থিত, ঐ স্থানে গঙ্গা পূর্ব্ববাহিনী, উহার দক্ষিণ পার্শ্বে অনুপশহর এবং উত্তর পার্শ্বে একটি প্রশস্ত পুলিন *।

* আমি ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে সেকেন্দ্রারাও হইতে মুরাদাবাদ যাইতে অনুপশহর দিয়া গিয়াছিলাম, আবার ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে মুরাদাবাদ হইতে আলিগড়ে আসিবারকালে, ঐ পথেই আসিয়াছি, সুতরাং দুইবার আমাকে ঐ পুলিন দিয়া গতায়াত

অতঃপর গঙ্গা পূর্ব্ববাহিনী অন্যূন ৬০ ক্রোশ ভ্রমণানন্তর ফরোখাবাদের জেলায় প্রাচীন কনৌজ নগরের আড়পারে "রামগঙ্গা" নামে একটি বৃহৎ উপনদীকে গ্রহণ করে, এবং ঐ স্থানের তিন ক্রোশ নীচে দক্ষিণ-তীর দিয়া কালীনদী ও শেষোক্ত সঙ্গমের ১৫ ক্রোশ নীচে "ঈশান" নদ যথাক্রমে উহায় মিলিত হইলে, ঈশান সঙ্গম হইতে গঙ্গা ন্যূনাতিরেক ১২৫ ক্রোশ ভ্রমণানন্তর এলেহাবাদে আইসে, এবং তথায় দক্ষিণতীর হইতে "যমুনাকে" গ্রহণ করিয়া যথাক্রমে মির্জ্জাপুর,

---

করিতে হইয়াছে। পুলিনটি অতিশয় বিস্তীর্ণ, উহাতে উসীর, কাশ এবং মধ্যে মধ্যে দুই একটি বাবলা বৃক্ষ ভিন্ন, আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। অপর অনুপশহরের অদূরবর্ত্তি পরপার হইতে ৫ ক্রোশ ব্যবহিত গাঁওয়া নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, ঐ স্থানে একটি পথিকাশ্রম আছে, উহাকে লোকালয় দেখিয়া আপাততঃ প্রকৃত তীরবর্ত্তি বোধ হইতে পারে, কিন্তু অভিনিবেশের সহিত দেখিলে, তাহার বিপর্য্যয়ই বোধ হয়। ঐ গ্রামের ১৬ ক্রোশ উত্তরে "সম্ভল" নামে এক বিধ্বংশিতপ্রায় প্রাচীন নগর আছে, সেই নগরটি প্রকৃত তীরবর্ত্তী. যে হেতু গাঁওয়া হইতে সেই নগর পর্য্যন্ত যে একটি প্রশস্ত প্রান্তর আছে. তাহার মৃত্তিকা কেবল পলি-স্তর, সুতরাং তাহাতে যদিও স্থানে স্থানে অনেক বৃক্ষ এবং লোকালয় দৃষ্ট হয়, কিন্তু প্রাচীন বলিয়া কিছুই গ্রাহ্য হয় না; প্রাচীন যত চিহ্ন তাহা সেই সম্ভলে গেলেই লক্ষিত হয়, বিশেষতঃ ইহাও বিবেচনার স্থল যে, সম্ভল পৃথ্বী-রাজের রাজধানী ছিল। তৎকালিক লোকের গঙ্গার প্রতি যাদৃশী ভক্তি, তাহাতে পৃথ্বীরাজ গঙ্গার অব্যবহিত তীর ভিন্ন, কখন এক্ষণকার মত ২১ ক্রোশ ব্যবধানে নগর স্থাপন করেন নাই, অতএব গঙ্গা যে কোন কালে সম্ভলের অধঃপ্রবাহিতা ছিল, তৎপক্ষে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই, এক্ষণে কাল সহকারে দক্ষিণ দিকে ক্রমশঃ ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে অনুপশহরের নিকট আসিয়াছে. এবং উত্তর দিক্ পলিস্তর হওয়ায় লোকালয় হইয়াছে।

চুণার, বারাণসী এবং গাজীপুরের নিকট দিয়া বাঙ্গলা প্রদেশে প্রবাহিত হয়।

এ প্রদেশের যে কয়েকটি প্রসিদ্ধ নগর এবং উপনগর গঙ্গাতটে সংস্থিত, তাহার অনুক্রম—হরিদ্বার, কঙ্খল, গড়মুক্তেশ্বর, অনুপ-শহর, ফরেখাবাদ, কনোজ, কাণপুর, এলেহাবাদ, মির্জাপুর, চুণার বা চণ্ডালগড়, বনারস এবং গাজীপুর।

"যমুনা", ইহার আর একটি নাম কালিন্দী, স্বাধীন গড়ওয়ালে গঙ্গোত্তরীর পশ্চিমে ৩৫ ক্রোশ ব্যবহিত "যমুনোত্রী" অর্থাৎ কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরী-বাহ সংযোগে প্রাপ্তাবয়ব হইয়া, প্রথমতঃ দক্ষিণাভি-মুখে ৫ ক্রোশ ভ্রমণানন্তর "বিরাই গঙ্গাকে" গ্রহণ করে, এবং তথা হইতে পশ্চিমাভিমুখে ৪ ক্রোশ প্রবা-হিত হইলে, "বদীর" নামে একটি উপনদ উহায় মিলিত হয়, ঐ স্থান হইতে পুনরায় দক্ষিণাভিমুখে দেড় ক্রোশ ভ্রমণ করিলে "বনাল", তথা হইতে ৫ ক্রোশ ব্যবধানে "কমলদহ", এবং শেষোক্ত সঙ্গম হইতে ৩ ক্রোশ ব্যবধানে "রিকনা" যথাক্রমে উহায় মিলিত হয়। অতঃপর যমুনা রিকনা সঙ্গম হইতে ৬ ক্রোশের পর "খুতনী"কে এবং তথা হইতে ৮ ক্রোশের পর "অগলর"কে গ্রহণ করত, ১০ ক্রোশ ভ্রমণ করিলে "তুনস" উহায় মিলিত হয়; যমুনার পার্ব্বত্য উপনদ মধ্যে তুনসই বৃহৎ। অপর, তুনস সঙ্গম হইতে যমুনা ৬ ক্রোশ ব্যবধানে "গিরি" নদীকে গ্রহণ করত, কতক দূর ভ্রমণানন্তর রাজঘাটে আইসে

"রাজঘাট" দেরাদূনের অন্তর্গত এক পল্লিগ্রাম, দেরাদূনের পশ্চিমে কিঞ্চিৎ দক্ষিণাংশে ৭ ক্রোশ ব্যবহিত যমুনার বামতীরে সংস্থিত। রাজঘাট হইতে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে অসন নদকে গ্রহণ করিয়া, যমুনা বাদশামহালে প্রবিষ্ট হয়। বাদশা মহালে খেজরার সন্নিহিত যমুনার বামতীর হইতে, দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ তুগ্‌লক ১৩৫৬খৃঃঅব্দে একটি খাল খনন করাইয়া, মুজফ্ফর নগরের অন্তর্গত শ্যামলী এবং মিরঠের অন্তর্গত বাগপতের নিকট দিয়া, দিল্লীর সন্নিহিত যমুনার সহিত সংযোগ করান, এবং ঐ খাল-নির্গমের ৩৫ ক্রোশ নীচে বুড়িয়ার সন্নিহিত যমুনার দক্ষিণতীর হইতে আলিমর্দ্দান খাঁ আর একটি খালের আরম্ভ করান, কিন্তু তাহা অসম্পূর্ণ থাকায়, ১৮১৭ খৃঃঅব্দে লর্ডহেষ্টিংস্ তাহা খনন করাইয়া, পঞ্জাব প্রদেশাধীন কর্ণালের জেলা দিয়া, দিল্লীর নিকট মাতৃনদী যমুনার সহিত সংযোগ করান।

অপর, যমুনা বাদশামহাল হইতে ন্যূনাতিরেক ১০০ ক্রোশ ভ্রমণ করিয়া দিল্লীর নিকট আইসে। "দিল্লী" যমুনার দক্ষিণতীরে সংস্থিত, ঐ স্থানে যমুনা পূর্ব্বোত্তর হইতে আসিয়া, কতক দূর পর্য্যন্ত দক্ষিণ-বাহিনী হইয়াছে, উহার পশ্চিম পার্শ্বে দিল্লী, এবং পূর্ব্ব পার্শ্বে একটি পুলিন। ঐ পুলিন হইতে যমুনা যে দিক্ হইতে আসিতেছে, সেই দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলে, ধূ ধূ করে, এবং দিল্লীর দিকে যখন অবলোকন করা যায়, তখন উহার প্রাচীন সুদৃঢ় লোহিতাশ্ম-দুর্গ, উন্নত

প্রাকার, প্রশস্ত গোপুর এবং উত্তর দিকস্থ অরণ্যবৎ বিধ্বংসিত বিজন নগর (যে স্থান যুধিষ্ঠিরদিগের ক্রীড়াস্থান বলিয়া এখনো কীর্ত্তিত হইয়া থাকে) এককালে সমুদয় ঐতিহাসিক কথা স্মরণ করিয়া দেয়। তখন নানা প্রকার চিন্তার পর একটি ঔদাস্য জন্মে, এবং সাংসারিক পদার্থে হেয় জ্ঞান হয়।

অতঃপর যমুনা দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া বৃন্দাবন এবং মথুরার সন্নিধান দিয়া, আগরার নিকট আইসে, ও তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে পরিভ্রমণ করত, এলেহাবাদের নিকট গঙ্গার সহিত মিলিত হয়, এবং দিল্লী হইতে এলেহাবাদ পর্য্যন্ত যে ব্যবধান, তাহার মধ্যে "হিন্দন," "চম্বল" "বেতোয়া" এবং "কেন" প্রভৃতি কতিপয় উপনদীকে গ্রহণ করে।

যমুনা-তটে যে সকল প্রসিদ্ধ নগর এবং উপনগর সংস্থিত, তাহার অনুক্রম—দিল্লী, বৃন্দাবন, মথুরা, গোকুল, আগরা, এটাওয়া, কাল্পী, হমীরপুর এবং এলেহাবাদ।

"রামগঙ্গা"—কমায়ূঁ পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া প্রথমতঃ পশ্চিম-দক্ষিণাভিমুখে, তৎপরে কিঞ্চিৎ উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে, এবং পরিশেষে দক্ষিণাভিমুখে কিন্তু সামান্যতঃ দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া, মুরাদাবাদের সন্নিধান দিয়া, বদায়ূঁ জেলায় আলাপুরের অনতিদূরে বামতীর হইতে "কৌশল্যা" নদীকে গ্রহণ করে, এবং তথা হইতে অযোধ্যা-প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া, বেলগ্রামের সন্নিহিত "গর্রা" নদকে গ্রহণ করত,

ফরে খাবাদের জেলায় প্রাচীন কনৌজ নগরের অপর তীর দিয়া, গঙ্গায় মিলিত হয়।

"কৌশল্যা"—অলমোড়ার উত্তরে কমায়ুঁ পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া, প্রথমতঃ দক্ষিণাভিমুখে, তৎপরে পশ্চিমাভিমুখে এবং পুনরায় দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া, মুরাদাবাদের অন্তর্গত কাশীপুরের কিঞ্চিৎ ব্যবহিত পূর্ব্বদিক দিয়া, রামপুরে আইসে। "রামপুর" স্বাধীন রামপুর রাজ্যের রাজধানী, কৌশল্যার বামতীরে সংস্থিত, ঐ খানে এক নবাব এবং অনেক ভাগ্যবন্ত মুসলমান বাস করেন। রামপুর হইতে কৌশল্যা দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া, "জুয়া" এবং "সকরা"কে গ্রহণ করত, বদায়ুঁ জেলায় আলাপুরের পূর্ব্বদিকে তিন ক্রোশ ব্যবহিত, রামগঙ্গায় মিলিত হয়।

"জুয়া" এবং "সকরা" এই দুইটি ক্ষুদ্র নদী নৈনীতালের পশ্চিমে হিমালয় হইতে নির্গত হইয়া, দক্ষিণাভিমুখে ভ্রমণ করত, বরেলীর নিকট দিয়া, কৌশল্যার সহিত মিলিত হয়।

"গর্রা"—কমায়ুঁ পর্ব্বত হইতে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া পিলিভীত এবং শাজাঁহাপুরের নিকট দিয়া, অযোধ্যা প্রদেশে বেলগ্রামের সন্নিহিত রামগঙ্গায় মিলিত হয়।

"কালীনদী"—মুজফ্ফর নগরের অন্তর্গত খতৌলী পরগণায় শিবালিক পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া, মিরঠ, বলন্দশহর, আলিগড়, এটা এবং মৈনপুরীর জেলা দিয়া

প্রাচীন কনৌজ নগরের তিন ক্রোশ নীচে গঙ্গায় মিলিত হয়।

"গোমতী"—শাজাঁহাপুরের অন্তর্গত এক হ্রদ হইতে বিনির্গত হইয়া, অযোধ্যা প্রদেশে প্রবেশ করত, লক্ষণৌ এবং সুলতান-পুরের সন্নিধান দিয়া, জৌনপুর জেলায় গঙ্গার সহিত মিলিত হয়।

"ঘর্ঘর" (সামান্যতঃ ঘাগরা এবং স্থান-বিশেষে সরযূ) নেপালের পশ্চিমে হিমাচল হইতে নিঃসৃত হইয়া, প্রথমতঃ দক্ষিণাভিমুখে তৎপরে পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া অযোধ্যা প্রদেশে খেড়াগড়, বহেরাম ঘাট, ফৈজাবাদ এবং প্রাচীন অযোধ্যা নগরীর নিকট দিয়া, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রবিষ্ট হয়, এবং আজমগড় ও গোরখপুরের সীমা বিভাগ করত, গাজীপুরের অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের সন্নিহিত গঙ্গায় মিলিত হয়। গঙ্গার উপনদী-মধ্যে ঘর্ঘরই বৃহৎ।

"শোণ" বা "শোণভদ্র"—জব্বলপুরের উত্তরে ন্যূনাতিরেক ৫০ ক্রোশ ব্যবহিত বেলহারির সন্নিহিত বিন্ধ্যাচল হইতে নিঃসৃত হইয়া, পূর্ব্বাভিমুখে মির্জাপুরের সীমা দিয়া, বাঙ্গলা প্রদেশাধীন দানাপুরের অনতিদূরে গঙ্গায় মিলিত হয়, ইহার বালুকা-শয্যায় কোন দ্রব্য কিছুদিন পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকিলে প্রস্তরে পরিণত হয়।

"হিন্দন"—শিবালিক পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া প্রায় ৮০ ক্রোশ ভ্রমণানন্তর, মিরঠের জেলায় যমুনার সহিত মিলিত হয়।

"চম্বল"—মালব রাজ্যে বিন্ধ্যাচল হইতে নির্গত হইয়া, প্রথমতঃ পশ্চিমোত্তরাভিমুখে ইন্দর এবং বিধ্বংসিত অবন্তী নগরীর অনতিদূর দিয়া, আশ্রিত কোটা রাজ্যের রাজধানীর নিকট আইসে, এবং তথা হইতে পূর্ব্বোত্তর-বাহিনী ও পরিশেষে ধোলপুরের কিঞ্চিৎ ব্যবধানে পূর্ব্ববাহিনী হইয়া, এটাওয়ার ২০ ক্রোশ নীচে যমুনায় মিলিত হয়, ইহার উপনদী-মধ্যে কালিসিন্ধুই বৃহৎ।

কালিসিন্ধু অবন্তীর অগ্নিকোণে কিঞ্চিৎ ব্যবহিত বিন্ধ্যাচল হইতে নির্গত হইয়া, রাজপুতানায় ইন্দ্রগড়ের অনতিদূরে চম্বলে মিলিত হয়।

"বেতোয়া"—(বেত্রাবতীর অপভ্রংশ)—ভূপাল রাজ্যে বিন্ধ্যাচল হইতে নির্গত হইয়া, হমীরপুরের সন্নিহিত যমুনায় মিলিত হয়।

"কেন"—ঝব্বলপুর জেলায় বেলহারির পশ্চিমে বিন্ধ্যাচল হইতে নিঃসৃত হইয়া, প্রথমতঃ উত্তরাভিমুখে তৎপরে পশ্চিমাভিমুখে এবং পরিশেষে পুনরায় উত্তরাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া, বাঁদার জেলায় চিলতারার নিকট যমুনায় মিলিত হয়।

—০—

গঙ্গার প্রধান খাল।

সহারণপুরের অন্তঃপাতী হরিদ্বারের সন্নিহিত গঙ্গা হইতে একটি খাল খাত হইয়া, উহা মুজফ্‌ফর নগর, মিরঠ এবং বলন্দশহরের জেলাদিয়া, আলিগড়ের অন্তর্গত নানৌ গ্রামের নিকট দুইটি প্রণালীতে বিভক্ত হয়। নানৌ আলিগড়ের পূর্ব্ব দিকে ৭ ক্রোশ ব্যবহিত গঙ্গার খালের বামপার্শ্বে সংস্থিত। অপর, নানৌ হইতে দক্ষিণ দিকের প্রণালীটি মৈনপুরী এবং এটাওয়ার জেলাদিয়া, জালৌনের অন্তর্গত কাল্পী উপনগরের নিকট যমুনায় সংযোজিত হয়। এবং বামদিকের প্রণালীটি মৈনপুরী ও ফরেখাবাদের জেলা দিয়া কাণপুরের সন্নিহিত গঙ্গায় সম্মিলিত হয়। আর একটি খাল, যাহা ফতেগড়ের খাল বলিয়া আখ্যাত, মুজফ্‌ফর নগরের অন্তঃপাতী জোলী গ্রামের নিকট হইতে খাত হইয়া অনুপশহর পর্য্যন্ত আনীত হইয়াছে, অতঃপর ফরেখাবাদে গঙ্গার সহিত সংযোজিত হইবে। অপর এই দুইটি খাল হইতে অনেক উপখাল খাত হওয়ায়, ঐ প্রদেশের কৃষিকার্য্য একণে বিলক্ষণ বর্দ্ধনশীল।

প্রাকৃতিক বিভাগ।

পার্ব্বত্য প্রদেশ, হিমালয় প্রদেশ, ঐকদেশিক গঙ্গা-প্রদেশ *, অন্তর্বেদ †, ঐকদেশিক যমুনাপ্রদেশ এবং গঙ্গাপ্রদেশ।

"পার্ব্বত্য প্রদেশ"—কমায়ুঁ এবং গড়ওয়াল।

"হিমালয় প্রদেশ"—তরাই, এবং দেরাদুন।

"ঐকদেশিক গঙ্গাপ্রদেশ"—বিজনৌর, মুরাদাবাদ, বরেলী, শাজাঁহাপুর, এবং বদায়ুঁ।

"অন্তর্বেদ"—সহারণপুর, মুজফ্ফর নগর, মিরঠ, বলন্দশহর, আলিগড়, এটা, মৈনপুরী, ফরেখাবাদ, মথুরা, আগরা, এটাওয়া, কাণপুর, ফতেপুর এবং এলেহাবাদ।

"ঐকদেশিক যমুনা-প্রদেশ"—বাঁদা, হমীরপুর, ঝাঁসী এবং অংশতঃ আগরা ও মথুরা।

"গঙ্গাপ্রদেশ"—মির্জাপুর, জৌনপুর, বনারস এবং গাজীপুর।

—০—

---

* এই প্রদেশের কোন কোন স্থানে আর্য্যদিগের রাজত্বকালে নির্ব্বাসিতের আশ্রম ছিল।

† গঙ্গা এবং যমুনার মধ্যবর্ত্তি স্থানকে অন্তর্বেদ বলে, এঅঞ্চলে উহাকে "দোয়াবা" বলে।

স্থানিক প্রকৃতি।

এপ্রদেশে চারিটি ঋতুর অনুভব হয়,—যথা শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষা। কার্ত্তিকের শেষ হইতে ফাল্গুনের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত শীত ঋতুর অবস্থিতি। এই ঋতুতে দুরন্ত শীতের প্রাদুর্ভাবে স্থান-বিশেষে রাত্রিকালে গৃহমধ্যে অগ্নিকুণ্ড রাখিতে হয়, এবং সায়ং ও প্রাতঃকর্ম্ম উষ্ণজলে করিতে হয়। অপর, পৌষের শেষ হইতে মাঘের কতক দিন পর্য্যন্ত, দূর্ব্বার উপর তুষার সমুদয় চূর্ণবৎ বিক্ষিপ্ত দৃষ্ট হয়। ফাল্গুনের শেষ হইতে বসন্ত-সমাগম কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অনুভূত হয়, কিন্তু উহার স্থিতি অল্পকাল, চৈত্রের শেষ হইতে না হইতেই আবার নিঃশেষিত হইয়া যায়। এর পর, শ্রাবণের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত তাপ-মুখ গ্রীষ্ম ক্রমশঃ শরীর দহন করিতে থাকে। এই সময়ে আতপের প্রাখর্য্যে দিবাভাগের অধিকাংশ গৃহদ্বার রুদ্ধ রাখিতে হয়, এবং রাত্রিকালে প্রশস্ত অঙ্গনে, রাজপথে বা ছাদের উপর শয়ন করিতে হয়, গৃহমধ্যে শয়ন করা নিতান্ত কষ্টসাধ্য। অপর, পূর্ব্বাহ্ন হইতে একপ্রকার শরীর-শোষক ভয়াবহ বায়ু বহিতে থাকে, তাহাকে স্থানীয় লোকে "লূহ্"* বলে। লূহ-স্পৃষ্ট ব্যক্তি অত্যল্প ক্ষণেই গতাসু হয়। এবং সামান্যতঃ বৈকালে বা কখন কখন নিশাযোগে একপ্রকার চক্রবাত দ্বারা

* "লূহ্" রাজপুতানার প্রান্তর হইতে উৎথিত হয়।

ধূলি-রাশি গগণমার্গে উত্থিত হইয়া ভাসমান ঘনমেঘের মত দৃষ্ট হয়, তাহাকে এ প্রদেশে "আঁধি" বলে। আঁধি দ্বারা এক ঘন্টা বা দেড় ঘন্টা পর্য্যন্ত দিবা ভাগ এককালে অন্ধকারময় হয়, অবশেষে আঁধির ধূলিরাশি হয়তো ক্রমে ক্রমে পতিত হইয়া, বহিঃশয়ানদিগের অসুখ-দায়ক হয়, নতুবা প্রবল বায়ু দ্বারা এরূপ বেগে সঞ্চালিত হইতে থাকে যে, তন্নিমিত্ত কতক্ষণ পর্য্যন্ত গৃহদ্বার রুদ্ধ রাখিতে হয়। অতঃপর শ্রাবণের শেষ হইতে বর্ষা ঋতুর প্রারম্ভ। সে সময়ে বৃষ্টি যদিও সান্ত্বনা-কর বটে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে এমন একটি নির্ব্বাত উপস্থিত হয় যে, তদ্দ্বারা প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায় হয়।

বসন্ত এবং গ্রীষ্ম ঋতুতে প্রায়শঃ পশ্চিম-বায়ু বহে, এবং শীত ও বর্ষা ঋতুতে পূর্ব্ব-বায়ুর সহিত প্রায়ই মেঘের সঞ্চার হইয়াথাকে। পূর্ব্ব-বায়ুকে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর বলিয়া এ প্রদেশের লোকের হৃদ্বোধ।

তরাই, গোরখপুর, বাঁদা, হমীরপুর, ঝাঁসী, জালৌন, ললিতপুর, এবং আগরা, মথুরা ও আজমেরের কোন কোন স্থান ভিন্ন, এ প্রদেশের অন্যান্য প্রায় সকল স্থানের জল-বায়ুই স্বাস্থ্যকর।

—০—

আধিভৌতিক।

শীত ঋতুর শেষে এ প্রদেশের প্রায় সকল স্থানেই উলকা পাত হইয়াথাকে, বিশেষতঃ হিমালয় ও পার্ব্বত্য

প্রদেশে কখন কখন এত অধিক উল্কাপাত হয় যে, তদ্দৃষ্টে, বোধ হয়, যেন হাওই ছুটিতেছে।

শাসনপ্রণালী ও রাজস্ব।

এ প্রদেশ, একজন প্রতিনিধি শাস্তা এবং তদধীন আটজন ভারার্পিত সচিব কর্ত্তৃক অনুশাসিত হইতেছে, প্রতি জেলায় প্রয়োজন মত চিহ্নিত এবং অচিহ্নিত কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। এতদ্ভিন্ন রাজধানীতে একটি উচ্চতম বিচারালয় আছে, তাহাতে কেবল পুনর্ব্বিচার-প্রার্থনা গৃহীত হয়। বার্ষিক রাজস্ব প্রায় পাঁচ কোটি; তাহা ভূমি, মাদক, ষ্ট্যাম্প এবং অন্যান্য প্রকার শুল্ক হইতে সংগৃহীত হয়।

আর্য্যবংশীয় শ্রেণী ভেদ।

"সন্নাঢ্য ব্রাহ্মণ"—ইহাঁরা এই প্রদেশোদ্ভব, ইহাঁদিগের সংখ্যা অধিক।

"সারস্বত ব্রাহ্মণ"—ইহাঁরা হস্তিনা-পুরের পশ্চিমোত্তর সরস্বতী প্রদেশোদ্ভব, ইহাঁদিগের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প।

"কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ"—ইহাঁরা কনৌজ নগরী এবং তৎসন্নিহিত স্থানোদ্ভব, ইহাঁদিগের সংখ্যাও অধিক।

"গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ"—ইহাঁদিগের পূর্ব্ব পুরুষ প্রাচীন গৌড়রাজ্যের অধিবাসী, এপ্রদেশের প্রায় সকল জেলাতেই ইহাঁদিগের বসতি এবং সংখ্যাও অধিক। ইহাঁদিগের সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, যৎকালে হস্তিনা-পুরে রাজা জনমেজয় মহা সমারোহে অশ্বমেধানুষ্ঠান করেন, ইহাঁদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা সেই সময়ে বঙ্গ-দেশ হইতে আহূত হইয়া, তদবধি এপ্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন, অতঃপর এ শ্রেণীর অবশিষ্ট যে সকল ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে ছিলেন, তাঁহারা বঙ্গাধিপ আদিশূর এবং তদীয় রাজ্ঞী কনৌজ-রাজ-দুহিতা চন্দ্রা-বতী কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হওয়ায়, ভগ্নান্তঃকরণে এপ্রদেশে আসিয়া স্থানে স্থানে অবস্থিত হন।

"গুজরাষ্ট্রী" বা "গুজরাতী ব্রাহ্মণ"—ইহাঁরা গুজরাষ্ট্র হইতে আসিয়া, এ প্রদেশে বসতি করেন।

"কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ"—ইহাঁরা কাশ্মীর হইতে আসিয়া এ প্রদেশে অবস্থিত হন।

"চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ" অপভ্রংশে "চোবে" বলিয়া বিখ্যাত, ইহাঁদিগের সংখ্যা অতি অল্প, ইহাঁরা কেবল মথুরা এবং তৎসন্নিহিত স্থানেই বাস করেন এবং প্রায়ই অনক্ষর ও তীর্থবৃত্ত্যাবলম্বী।

"ছত্রী"—ইহাঁরা ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব, ইহাঁদিগের সম্ব-ন্ধে প্রবাদ এই যে, যৎকালে পরশুরাম নিঃক্ষত্র করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, ইহাঁরা তখন পলায়িত হইয়া,

রূপাকৃতি।

কাশ্মীরী ও গুজরাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ, ছত্রী, বাণিয়া এবং মুসলমান ভিন্ন গৌরবর্ণ অতি বিরল। পুরুষ প্রায়শঃ মধ্যমাকৃতি, মহিলাগণ সুগোলাঙ্গী এবং প্রমাণ-কায়া, বিশেষতঃ পার্ব্বত্য প্রদেশীয় কামিনীকুল সর্ব্বাঙ্গীণ সুন্দরী।

—০—

শারীরিক ও মানসিক শক্তি।

এ প্রদেশের লোক স্বভাবতঃ অতিশয় বলবান, কিন্তু ইহাদিগের মনীষা-শক্তি তাদৃশ প্রকৃতি-বিশিষ্টা নহে।

এটিও একটি প্রাকৃতিক নিয়ম পর্য্যালোচনার স্থল, যে জীব যে পরিমাণে এক বিষয়ে ভূষিত হয়, সে সেই পরিমাণে অন্য বিষয় হইতে বঞ্চিত থাকে।

—০—

স্বভাব।

কায়েত ভিন্ন আর্য্যবংশীয় অবশিষ্ট শ্রেণীর লোক সরল-মতি, কিন্তু ক্রোধী; মুসলমানেরা কুটিল-স্বভাব, অপব্যয়ী, তোষামোদ-প্রিয় এবং সাহসী।

—০—

ধর্ম্ম।

আর্য্যদিগের মধ্যে শৈব এবং বৈষ্ণবই অধিক, শাক্ত অপেক্ষাকৃত অল্প এবং জৈন তদপেক্ষাও অল্প।

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে বল্লভাচারী এবং রামানন্দী ভিন্ন, অন্য কোন সাম্প্রদায়িক প্রায় দৃষ্ট হয় না।

মুসলমানদিগের কোরাণ-প্রোক্ত ধর্ম্ম। কোরাণের মূল সূত্র এই যে—

"ওয়াহিদ্ লাশরিকা লোহু।"

অর্থাৎ তিনি এক এবং অংশী বিহীন।

এতদ্ভিন্ন পরলোক সত্য, ঐশিক দূত সত্য, তৎপ্রকাশিত পুস্তক সত্য এবং মহম্মদ ঐশিক দূত-শ্রেষ্ঠ, এগুলিও কোরাণোক্ত।

অপর, মুসলমানেরা প্রধানতঃ দুই সম্প্রদায়ভুক্ত, যথা "শিয়া" এবং সুন্নি। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের চারি জন বিপদ্-সহায় বন্ধু ছিলেন, যথা আবুবেকর সিদ্দীক *, উমর্, ওসমান এবং আলি †। মহম্মদের মৃত্যুর পর, যাঁহারা কেবল আলিকেই তৎস্বরূপ স্বীকার করিলেন, তাঁহারাই "শিয়া" নামে খ্যাত, এবং যাঁহারা উপ-

---

* ইনি মহম্মদের শ্বশুর হইতেন।

† [illegible]

রোক্ত চারিজনকেই তৎস্থানীয় জ্ঞান করিলেন, তাঁহারা "সুন্নি"।

উল্লিখিত প্রত্যেক সম্প্রদায় আবার অনেক উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত। শিয়া সম্প্রদায়ে যত উপসম্প্রদায় আছে, তন্মধ্যে উসূলি, আকবরি, জয়েদীয়ে, ইমামিয়ে, খেতাবিয়ে, স্মাইলিয়ে এবং ইয়াকুবিয়েই প্রধান, এবং সুন্নি সম্প্রদায়ের ওহাবী ও বিদতি প্রধান।

—o—

ভাষা।

এপ্রদেশে প্রচলিত ভাষা হিন্দী এবং উর্দ্দু, হিন্দী দেবনাগরী অক্ষরে এবং উর্দ্দু পারসীক অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে। হিন্দী সংস্কৃতমূলক, উর্দ্দু যদিও অনেক ভাষা হইতে সম্ভূত, কিন্তু উহার মূলাংশ পারসী এবং আরাবি।

উর্দ্দু ভাষার উৎপত্তি।

আরাবি ভাষায় উর্দ্দু শব্দের অর্থ সৈন্য, যৎকালে তৈমুরবংশীয় সম্রাটগণ দিল্লী নগরে রাজধানী স্থাপন করেন, তাঁহাদিগের উর্দ্দুতে অর্থাৎ সৈন্যে নানাদেশীয় লোক নিযুক্ত ছিল, এবং তাৎকালিক দিল্লীস্থ পণ্যাজীবদিগের ভাষা কেবল হিন্দীই ছিল। [illegible]

ও পণ্যাজীবদিগের পরস্পর প্রয়োজন বশতঃ নানা ভাষার সম্মিলনে আর একটি নূতন ভাষা উৎপন্ন হইয়া, ক্রমে ক্রমে এরূপ ব্যবহারিক হইয়া উঠিল যে শাজাঁহান বাদশার রাজত্বকালে উর্দ্দু জন্য উহা উর্দ্দু নামেই অভিহিত হইল। অবশেষে ইংরাজদিগের এপ্রদেশে রাজ্যোদয় হইতে উহা কমায়ূঁ বিভাগ ভিন্ন অন্যান্য সকল স্থানের ধর্ম্মাধিকরণে প্রচলিত হওয়ায় নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া আসিতেছে। অপর, কায়েত এবং নগরবাসী মুসলমান ভিন্ন, এ অঞ্চলের অধিক লোক এই ভাষায় অনভিজ্ঞ।

শিক্ষা বিভাগ।

এক জন উপদেষ্টা, তদধীন পাঁচ জন তত্ত্বাবধায়ক, চারি জন সহকারী তত্ত্বাবধায়ক, বালিকা ও দেশীয় শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থে একজন তত্ত্বাবধায়িকা এবং প্রতি জেলায় এক এক জন প্রতিনিধি ও তদধীন দুই তিন করিয়া অধঃস্থ প্রতিনিধি তত্ত্বাবধায়কের সহকারে শিক্ষাকার্য্য-নির্ব্বাহ করিতেছেন।

উপবিভাগীয় তত্ত্বাবধায়কদিগের প্রধান আধিবেশনিক নগর, যথা—বনারস, আগরা, মিরঠ, অলমোড়া এবং অজমের। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত তিন, এবং শেষোক্ত উপবিভাগে এক এক জন সহকারী তত্ত্বাবধায়ক

নিযুক্ত আছেন। বনারস এবং অজমেরে তত্রৎপ্রধান বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগের প্রতি এবং অলমোড়ায় জনৈক সৈনিক পুরুষের প্রতি উপবিভাগীয় তত্ত্বাবধায়কের কর্ম্ম অর্পিত।

—o—

হল্‌কাবন্দী প্রথা।

পরস্পর সন্নিহিত কতিপয় গ্রামে একটি হল্‌কা অর্থাৎ চক্রবাড় হয়, এইরূপ চক্রবাড়ে এ প্রদেশের শিক্ষা-বিভাগ বিভক্ত। চক্রবাড়স্থ কোন এক প্রধান গ্রামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে, তাহাকে “হল্‌কাবন্দী বিদ্যালয়” বলে। অধঃ শ্রেণীর বালক-শিক্ষাই এপ্রকার বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ, হল্‌কাবন্দী বিদ্যালয়ে কেবল হিন্দী ভাষাই অধীত হয়, এবং উহার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থে ভূম্যধিকারিগণ শতকরা এক টাকা করিয়া প্রদান করেন। রাজ-কোষের যে ভাগে উক্ত শিক্ষা-কর সংগৃহীত হয়, তাহাকে “হল্‌কাবন্দী ফণ্ড” বলে, তাহা হইতে যে সকল ব্যয় করিতে হয়, তাহা শিক্ষা-বিভাগের উপদেষ্টার কর্ত্তৃত্বাধীন।

———

বিদ্যালয়ের শ্রেণী ভেদ।

হল্‌কাবন্দী বিদ্যালয় এবং কলেজ ভিন্ন, এ প্রদেশে তিন প্রকার বিদ্যালয় আছে, যথা,—"তহসিলী বিদ্যালয়," "ইংরাজি এবং দেশীয় ভাষার বিদ্যালয়" এবং "প্রধান বিদ্যালয়"। যে বিদ্যালয় তহসীলে সংস্থাপিত তাহাকে "তহসিলী বিদ্যালয়" বলে, তাহাতে কেবল হিন্দীভাষা পঠিত হয়, এবং তাহার সমুদয় ব্যয় রাজ-কোষ হইতে নির্ব্বাহিত হয়। রাজ-ব্যয়ে এবং স্থানীয় সাহায্যে, ইংরাজি ও উর্দ্দু ভাষা অধ্যয়নার্থে প্রধান প্রধান উপনগরে যে সকল বিদ্যালয় আছে, তাহাকে "ইংরাজি এবং দেশীয় ভাষার বিদ্যালয়" বলে। এবং নগরস্থ বিদ্যালয়েয় নাম "প্রধান বিদ্যালয়," উহার আংশিক ব্যয় রাজকোষ হইতে ও আংশিক ব্যয় স্থানীয় শুল্ক-ভাণ্ড হইতে প্রদত্ত হয়, উহার সহিত এক একটি "ছাত্রাবাস" থাকে, তাহাতে হল্‌কাবন্দী এবং তহসিলী বিদ্যালয়ের বৃত্তি-প্রাপ্ত ছাত্রগণ ইংরাজি অধ্যয়নার্থ বাস করে।

স্ত্রী শিক্ষা।

স্ত্রী শিক্ষা-প্রচলন পক্ষে এপ্রদেশের লোকের অল্প কুসংস্কার থাকায়, স্ত্রী শিক্ষার বিলক্ষণ উন্নতি দৃষ্ট হয়, বালিকাবিদ্যালয় প্রায় চারিশত হইবে, তদ্ভিন্ন তিনটি

শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় আছে, তাহা আলিগড়, আগরা, এবং বনারসে প্রতিষ্ঠিত।

—০—

কালেজ।

এ প্রদেশে পাঁচটি কালেজ নিম্নলিখিত স্থানে স্থাপিত আছে, যথা, বনারস, আগরা, বরেলী এবং অজমের। এতদ্ভিন্ন সম্প্রতি এলেহাবাদে একটি কালেজ সংস্থাপন জন্য তত্রত্য স্থানীয় সভার বিশেষ উদ্যোগে সাধারণ দান সংগৃহীত হইতেছে।

———

টোল।

এ প্রদেশে টোলকে "শালা" বলে। বনারস ভিন্ন, অন্যান্য স্থানে অতি অল্প শালা দৃষ্ট হয়, এবং ধনিরাও সংস্কৃত ভাষার উন্নতি পক্ষে বিশেষ যত্নিক নহেন। যাজকতা-উপজীব্য ব্রাহ্মণগণ সারস্বত-চন্দ্রিকার "পঞ্চসন্ধি" পড়িয়া দশ-কর্ম্ম করাইতে পারিলেই পৌরোহিত্যে বরণ পাইয়া থাকেন। যদি কেহ অধিক অধ্যয়নের ইচ্ছা করেন, তবে তিনি বনারসে গিয়া সিদ্ধান্তকৌমুদী আরম্ভ করেন। ইদানীং ইদানীন্তন বৈয়াকরণাগ্রগণ্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সিদ্ধান্তকৌমুদী এপ্রদেশে প্রচলিত।

———

মক্তব।

আরাবি ভাষাতে বিদ্যালয়কে "মক্তব" বলে। ইহা বাঙ্গালা প্রদেশের পল্লিগ্রামীয় গুরু মহাশয়দিগের প্রাচীন পদ্ধতির পাঠশালা সদৃশ। এ প্রদেশে এরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যাও অল্প নয়, যেহেতু জনৈক মউলবিকে ৩। ৪ টাকা করিয়া মাসিক বেতন দেওয়ার সুযোগ হইলেই একটি মক্তব স্থাপিত হইতে পারে, ইহাতে কেবল পারস্য ভাষাই অধীত হয়, এবং সুকুমার-মতি আর্য্য-বালকদিগের এই স্থানেই প্রথমতঃ বিদ্যারম্ভ হয়, তাহারা শৈশবকাল হইতে "বিস্‌মোল্লা হর্ রহমেনির্-রহীমের" তো কথাই নাই, "মহম্মদ নবিয়োঁমে অফজল" বলিয়া উপদিষ্ট হয়। আবার অধিক দুঃখের বিষয় এই যে, এপ্রদেশে সুদীর্ঘকালস্থায়ী বঙ্গবাসী আর্য্যগণও এই সঙ্গে যোগ দিয়া থাকেন। তাহাতে ফল এই দর্শে যে, কিয়দ্দিন অনর্থক পরিশ্রমের পর "না এদিক্, না ওদিক্" হইয়া দাঁড়ায়।

সভা এবং সমাচারপত্র।

এপ্রদেশের প্রায় সকল নগরেই এক একটি সভা সংস্থাপিত আছে। এই সকল সভার অভিসন্ধি মন্দ নয়,

অধিক পরিমাণে সম্ভাবিত। বরেলীর বৈজ্ঞানিক সভা হইতে একখানি মাসিক পত্রিকা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তাহাতে বৈজ্ঞানিক বিষয় সকল সরল ভাষায় বিভাষিত হয়। সমাচার পত্র যে, এপ্রদেশে অল্প নয় ইহা বলা বাহুল্য মাত্র, যেহেতু ইহাতে গবর্ণমেন্টের বিলক্ষণ উৎসাহ দান আছে, এমন কি গবর্ণমেন্ট একএক পত্রিকার যত খণ্ড গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা রহিত হইলে, বোধ হয়, কোন পত্রিকাই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে জীবন ধারণ করিতে পারে না। অপর, গবর্ণমেন্টের গৃহীত পত্রিকা গুলি নগর ও উপনগরস্থ বিদ্যালয়ে এবং শিক্ষা-বিভাগীয় প্রত্যেক প্রতিনিধি তত্ত্বাবধায়কের নিকট প্রেরিত হইয়া থাকে।

গ্রাম-নগর।

এপ্রদেশের প্রায়শঃ গ্রাম-নগরই প্রাকার-বেষ্টিত এবং পুরদ্বার বিশিষ্ট, প্রাকারকে এ অঞ্চলে "শেহর-পনা" এবং পুরদ্বারকে "ফটক" বলে। এতদ্ভিন্ন প্রায় সকল স্থানেই এক একটি "উপরকোট" দৃষ্ট হয়, ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, এ অঞ্চল প্রাচীন কালে কখন নিরুপদ্রুত ছিল না। অপর, আর্য্য-সন্তানেরা অপেক্ষাকৃত নগর বাসানুরক্ত হওয়ায় এপ্রদেশের নাগরিক শোভা অন্যান্য প্রদেশের নগরাপেক্ষা অধিক-তর দর্শনীয়।

—o—

পথ-ঘাট।

এ অঞ্চলে যে সকল নগরের সন্নিধান দিয়া নদ-নদী প্রবাহিত হইয়াছে, প্রায় তত্তৎ সকল স্থানেই প্রস্তরময় ঘাট আছে, বিশেষতঃ বারাণসী, বিঠুর, আগরা, মথুরা, ও বৃন্দাবনের ঘাট সমুদয় বহু-ব্যয়সাধিত। পথ প্রায়ই সুপ্রশস্ত কঙ্করময়, এবং মাইল-জ্ঞাপক প্রস্তর বিশিষ্ট, গ্রীষ্মকালে পরিষিক্ত হইলে অথবা বর্ষা-ঋতুর প্রথম বিন্দুপাতে উহা হইতে এমন একটি ঘ্রাণ নির্গত হয় যে, তদ্দ্বারা দ্বিহৃদয়ারা বিমোহিত হইতে পারে।

অপর, যে সৎপথটির কলিকাতায় প্রারম্ভ হইয়া, পেশওয়ারে শেষ হইয়াছে, তাহা এ অঞ্চলে প্রথমতঃ বনারসে আসিলে, তাহা হইতে দুইটি শাখা বহির্গত হইয়া, একটি গাজীপুরে এবং বকসরে যায়, তৎপরে প্রধান বর্ত্ম হনুমানগঞ্জ দিয়া এলেহাবাদে আইসে, তথা হইতে উহার দুইটি শাখা, একটি জৌনপুরে, একটি সুলতানপুরে বহির্গত হয়। অতঃপর প্রধান বর্ত্ম মুরলীগঞ্জ এবং থাগা দিয়া ফতেপুর আইসে, তথা হইতে উহার একটি শাখা বাঁদাতে যায়। ফতেপুর হইতে প্রধান বর্ত্ম কাণপুরে আসিলে, উহা হইতে দুইটি শাখা, একটি লক্ষণৌ এবং একটি ফরেথাবাদে নির্গত হয়, আবার শেষোক্ত শাখার একটি প্রশাখা কনৌজে গিয়া অবসিত হয়। কাণপুর হইতে প্রধান বর্ত্ম শিবরাজপুর, মাখনপুর, সরায়েমীরা, এবং এটা দিয়া সেকেন্দ্রারাও

আইসে। সেকেন্দ্রারাও আলিগড়ের পূর্ব্বদিকে ১৪ ক্রোশ ব্যবহিত প্রধান বর্ত্মের দক্ষিণ ধারে সংস্থিত। ঐ উপনগরের পশ্চিম দিক্ দিয়া, মথুরা হইতে একটি সৎপথ আসিয়া প্রধান বর্ত্মকে ভেদ করত রামঘাটে গিয়াছে, রাজপুতানা-বাসিরা দক্ষিণ রাজওয়াড়ার গঙ্গাযাত্রীরা সেই পথেই গমনাগমন করে। অপর, উভয় পথ পরস্পর ভেদিত হওয়ায়, ঐ স্থানে যে একটি শৃঙ্গাটক হইয়াছে. তাহার অনতিদূরে দক্ষিণ দিকে মথুরার পথের উপর ইষ্টক-নির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র সেতু আছে, গ্রীষ্মকালের জ্যোৎস্নাতে সেই সেতু-বাহুর উপর উপবিষ্ট হইলে, সন্নিহিত প্রান্তরের মন্দগতি সমীরণে মন প্রফুল্লভাবাপন্ন হইয়া, নানা-স্থানীয় পান্থ-শ্রেণী দর্শনে স্বভাবতঃই কৌতূহলাবিষ্ট হয়। অনন্তর সেকেন্দ্রারাও হইতে প্রধান বর্ত্ম আলিগড়ে আসিলে, উহা হইতে তিনটি শাখা, একটি বরেলীতে, একটি ফরেখাবাদে এবং একটি মথুরাতে নির্গত হয়, আবার শেষোক্ত শাখার একটি প্রশাখা আগরাতে যায়। আলিগড় হইতে প্রধান বর্ত্ম সোনা, খোর্জা, এবং সেকেন্দ্রাবাদ দিয়া গাজীয়াবাদে গেলে, উহার একটি শাখা মিরঠে বহির্গত হয়। অতঃপর প্রধান বর্ত্ম পঞ্জাব প্রদেশাধীন দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হয়।

এ প্রদেশের যে সকল লৌহ-বর্ত্ম-স্থানীয় যে যে জেলার অন্তর্গত, তাহার একটি অনুক্রম এই পুস্তকের শেষ ভাগে সন্নিবেশিত হইল।

প্রান্তর।

এ প্রদেশের প্রায় সকল স্থানেই অকৃষ্ট বৃহৎ বৃহৎ প্রান্তর দৃষ্ট হয়, এমন কি প্রত্যেক নগর, উপনগর এবং গ্রাম প্রান্তর-বেষ্টিত বলিলেই হয়। শরৎ-চন্দ্রিকায় হরিদ্বর্ণ প্রান্তরাভিমুখে গমন করিলে স্বভাবতঃই মন প্রফুল্ল হয়, সেই সময় আবার যখন মধ্যে মধ্যে শিরীষ পুষ্পের সৌরভ অনুভূত হইতে থাকে, তখন যে, কি একটি অপূর্ব্ব আনন্দোদয় হয়, তাহা বর্ণনাতীত।

পশু-পক্ষী।

কমায়ূঁ বিভাগে আরণ্য হস্তী এবং ভল্লূক কখন কখন দৃষ্ট হয়। রোহিলখণ্ডে এবং অন্তর্বেদের কোন কোন স্থানে বন্যবরাহ, বৃষ, গো, এবং মহিষ নির্ভয়ে বন-মধ্যে ভ্রমণ করে। পার্ব্বত্য প্রদেশে এক প্রকার আরণ্য গাভী দৃষ্ট হয়, তাহার পুচ্ছে চামর প্রস্তুত হয়। উল্কামুখী, শশক এবং কাষ্ঠমার্জার অতি সাধারণ। মৃগ প্রায় সকল স্থানেই আছে, বিশেষতঃ বৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তি গ্রাম সমূহে এক এক প্রকারের অনেক* যূথ-বদ্ধ হইয়া বিচরণ

---

* আলিগড়ের দক্ষিণে, কিঞ্চিৎ পশ্চিমাংশে ১৩ ক্রোশ ব্যবস্থিত এবং বৃন্দাবনের ঈশানকোণে ৭ ক্রোশ ব্যবস্থিত "বেঁসূয়া" নামে একখানি গ্রাম আছে, উহাকে "বিশ্বামিত্র-পুরও" বলে, ঐ স্থান রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, উহার চতুর্দ্দিকেই প্রান্তর, ঐ প্রান্তর মধ্যে ময়ূর এবং নানা প্রকার মৃগ নির্ভয়ে বিচরণ করে। অপর,

করে। বিন্ধ্য, হিমালয় ও পার্ব্বত্য প্রদেশ ভিন্ন, ব্যাঘ্র এত অল্প যে, অন্যান্য স্থানে উহা এককালে "নাই" বলিলেও, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। বৃন্দাবন, মথুরা, আগরা, গোরখপুর, এবং কাশীর দুর্গাবাড়ীতে বানরের উৎপাত অধিক, কিন্তু কৃষ্ণ-মুখ বানর প্রায় দৃষ্ট হয় না। অপর, বিবিধ জলচর পক্ষী ভিন্ন, অন্যান্য প্রায় সকল প্রকারের বিহঙ্গই এপ্রদেশে দেখা যায়, বিশেষতঃ কপোত, ঘুঘু, চড়ই, শালিক, গাঙ্গশালিক, কাষ্ঠকুট্ট, খঞ্জন, শকুন্ত এবং চাতক অতি সাধারণ। শুক পক্ষী ঝাঁকে ঝাঁকে বৃক্ষ বা ছাদের উপর আসিয়া পড়ে। ময়ূর প্রায় সর্ব্বত্রই আছে, বিশেষতঃ বৃন্দাবনের সন্নিহিত স্থান সমূহে অপেক্ষাকৃত অধিক।

একবারকার গ্রীষ্মকালে কোন কার্য্যবশতঃ আমাকে ঐ গ্রামে ১০।১২ দিন অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল, একদিন সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে আমার প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত অঙ্গদশাস্ত্রী এবং আমি বৈকালিক ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলাম, কতকদূর গিয়াছি, এমন সময়ে অপ্রসঙ্গাধীন তিনি এই শ্লোকটি বলিলেন।

"কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃপরঃ॥"

তৎপরে আমি অপ্রসঙ্গাধীন এইরূপ শ্লোক বলার কারণ জিজ্ঞাসু হওয়ায়, তিনি অঙ্গুলী দ্বারা লক্ষ্য করিয়া কিঞ্চিৎদূরে যূথ-বদ্ধ কৃষ্ণসার দেখাইয়া দিলেন। আমার প্রথমতঃ মহিষ-শাবক বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, কিন্তু আমরা করিপৃষ্ঠে আরূঢ় ছিলাম, সত্বর অতি নিকট হওয়ায়, দেখি যে, ঐ যূথে ছোট বড় অনূ্যন ৬০ টি কৃষ্ণসার আছে, উহারা শুক্লাক্ষ-বিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ, বক্রশৃঙ্গ, এবং বড় বড় গুলি অশ্বতর সদৃশ উচ্চ।

কীট পতঙ্গ।

শস্য-নাশক পঙ্গপাল সৈনিক গমন সদৃশ শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া কখন কখন এত অধিক চলিয়া যায় যে, সমুদয় দিনেও উহার গমনের শেষ হয় না, যে বৃক্ষে বা শস্য-শালী ক্ষেত্রে, উহা নিলীন হয়, তাহা অত্যল্পক্ষণের মধ্যেই এককালে বিশ্রী হইয়া যায়। গ্রীষ্ম ঋতুতে এত মক্ষিকা যে, গৃহ-দ্বারে চিক না ফেলিয়া দিলে, ঘরে বসিয়া কোন রূপেই আহার করা যায় না, এবং রাত্রি কালে মশা ও ছারপোকার উপদ্রবে নিদ্রা হওয়া ভার।

সরীসৃপ।

বিন্ধ্য, হিমালয় ও পার্ব্বত্য প্রদেশ এবং রোহিলখণ্ড ও অনুর্ব্বেদের কোন কোন নদীপ্রদেশ ভিন্ন, অজাগর ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। একপ্রকার সর্প সচরাচর দেখা যায় তাহাকে “দোমুখা” বলে, কিন্তু বোধ হয়, সে বিষদন্তক নহে। গৃহগোধিকা সকল স্থানেই আছে। কমায়ূঁ বিভাগে বৃশ্চিক ও নির্ঝরে জলসর্পিণী অতি সাধারণ।

—০—

মৃত্তিকা।

গঙ্গা যমুনার অদূরবর্ত্তি প্রদেশস্থ বালুকাময় মৃত্তিকা ভিন্ন, কঙ্কর-স্তরজাত মৃত্তিকা স্বভাবতঃই কঠিন, সুতরাং অনুর্ব্বরা, কিন্তু শ্রমপূর্ব্বক জল-সেক-প্রক্রিয়ায়, সে দোষের কিয়ৎপরিমাণে শান্তি হয়।

—০—

জল-সেক-প্রক্রিয়া।

ক্ষেত্রগর্ভে একটি কূপ খাত হইলে, তাহা হইতে অন্যূন বিংশতি বিঘা পরিষিক্ত হইতে পারে, এইরূপ জল-সেচনকে এপ্রদেশে "আবপাশি" বলে এবং ইহা নিম্ন-লিখিত রূপে সাধিত হয়।

ক্ষেত্রমধ্যে একটি বেদিকা নির্ম্মিত হয়, তাহার পুরোভাগে একটি কূপ-পার্শ্বদেশে একটি কোঁপাধার কুণ্ড খাত হয়, ঐ কুণ্ডকে এ অঞ্চলে "পারসা" বলে, পারসার সহিত "বর্‌হা" অর্থাৎ জলপ্রণালী সংযুক্ত থাকে, এবং বর্‌হার সহিত তৎপার্শ্বস্থিত সমূহ ক্ষেত্র খণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রণালী মিলিত হইয়া আপন আপন ক্ষেত্র-খণ্ডে জল বহন করে। বর্‌হার উভয় পার্শ্বস্থিত শ্রেণীভূত ক্ষেত্র খণ্ড ভিন্ন, আর আর যে সকল ক্ষেত্র, তাহা বর্‌হার পার্শ্বস্থিত ক্ষেত্রের সহিত প্রণালী দ্বারা পরস্পর সম্মিলিত থাকায়, যথাক্রমে পরিষিক্ত হয়, এইরূপে জল-সেক-কার্য্য যদৃচ্ছা বিস্তারিত হইতে পারে।

অপর উভয় কুণ্ড এবং বেদিকার যে দিক পৃষ্ঠদেশ, সেই দিকে কতকদূর পর্য্যন্ত ঢালু করিতে হয় এবং ঐ ঢালুর মধ্যবর্ত্তি দীর্ঘাকার একটি উচ্চ আলি রাখাতে সমুদয় ঢালু দ্বিঅংশে বিভক্ত হয়, অর্থাৎ কুণ্ডের পৃষ্ঠদেশে এবং বেদিকার পৃষ্ঠদেশে এক একটি স্বতন্ত্র ঢালু হইয়া দাঁড়ায়, এবং এক ঢালু হইতে অন্য ঢালুতে মহিষের গমনাগমন নিমিত্ত আলি-প্রান্তে পথ থাকে।

অনন্তর বেদিকার দুই দিকে দুই খানি কাষ্ঠদণ্ড প্রোথিত হয়, তাহাকে "চুরে" বলে, এবং কূপাভিমুখে চুরের নমন-প্রতিষেধক যে দুইটি ঢোক তাহাকে "গলা-য়েৎ" বলে। চুরের উপর একখানি কাষ্ঠের আলিসা থাকে, তাহাকে "মাহের" বলে, মাহেরের উপর ঠিক মধ্যস্থলে পরস্পর কিঞ্চিৎ ব্যবহিত দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরন্ধ্র কীলক প্রোথিত হয়, তাহাকে "গুড়িয়া" বলে, ঐ দুইটী গুড়িয়ার মধ্যে একটি চক্র থাকে, তাহাকে "গরি" বলে, গরির রন্ধ্রটি লৌহময়, তাহাকে "কুম" বলে, কুম এবং গুড়িয়ার রন্ধ্রগত যে খিলদ্বারা চক্র সংরক্ষিত হয়, তাহাকে "গড়েরা" বলে, চক্রের উপর একগাছ রজ্জু থাকে তাহাকে "বার্ত্ত" বলে, বার্ত্তের একমুড়া চর্ম্মপুটের সহিত, এবং আর এক মুড়া মহিষ বা বলদের স্কন্ধস্থিত মোত্রের সহিত বাঁধা থাকে, অপর যে চর্ম্মপুটে জল উত্তো-লিত হয় তাহাকে "পুর" বলে, পুর একটি বৃহৎ ডোলা-কার চর্ম্মপাত্র, উহাতে প্রায় ৭।৮ কলসি জল ধরে, পুরের মুখ বন্ধ না হয় এই উদ্দেশে উহার মুখে এক লৌহ-বৃত্ত,

এবং ঐ বৃত্তের উপর বার্ত্তের গ্রন্থি নিমিত্ত এক লৌহ-অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি থাকে, এই সমুদায় লৌহময় চর্ম্মপুট-সহকারীকে "মাড়র" বলে। যোত্র দুই খণ্ড সুচিক্কণ কাষ্ঠ, তন্মধ্যে যে খানি মহিষদ্বয়ের স্কন্ধের উপর থাকে, তাহাকে "মাচেড়া" এবং যে খানি অধোভাগে থাকে, তাহাকে "তরোঁসি" বলে, মহিষদ্বয়ের প্রত্যেকের স্কন্ধ মাচেড়া এবং তরোঁসিতে দুই দুইটি খিল দ্বারা আবদ্ধ থাকে, তন্মধ্যে বাহিরের খিল দুইটীকে "সায়েল" এবং ভিতরের খিল দুইটীকে "পচারি" বলে।

অপর মহিষ দ্বয় বেদিকার পৃষ্ঠদেশের ঢালুর উপর দাঁড়াইয়া থাকে, চর্ম্মপুট জল-পূর্ণ হইলে, উহারা ক্রমশঃ ঢালু-প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রচালিত হয়, তখন যে ব্যক্তি বেদিকার নিকট থাকে, সে চর্ম্মপুট হইতে কৌপাধার কুণ্ডে জল ঢালিয়া লয়, এবং মহিষ-প্রচালক সেই সময় যোত্র হইতে বার্ত্তের মুড়া খুলিয়া দেয়, অতঃপর চর্ম্মপুট কূপে পাতিত হইয়া পুনর্ব্বার প্রপূরিত হইতে থাকে, এবং ঐ অবসরে মহিষদ্বয় কুণ্ডের পৃষ্ঠ দেশের ঢালু দিয়া উঠিয়া, বেদিকার পৃষ্ঠ দেশের ঢালুর উপর পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া থাকে।

এইরূপ শ্রমসাধ্য জলসেক-প্রক্রিয়ায় এবং রাজকীয় পূর্ত্তকার্য্যে এতদঞ্চলীয় মৃত্তিকা সরস হইয়া ফলোৎপাদিকা হয়।

—০—

খন্দ *।

এ প্রদেশে দুইটি নির্দ্দিষ্ট খন্দ আছে, যথা "রবি" এবং "খরিফ" অর্থাৎ চন্দ্র-খন্দ। আর্য্যমতে উত্তরায়ণ হইতে দক্ষিণায়ন পর্য্যন্ত রবি-খন্দ, এবং দক্ষিণায়ন হইতে উত্তরায়ণ পর্য্যন্ত চন্দ্র-খন্দ গণিত হইয়া থাকে, কিন্তু ইংরাজি বৈষয়িক বৎসরের এপ্রেল হইতে সেপ্‌টেম্বর পর্য্যন্ত রবিখন্দ, এবং আকটবর হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত চন্দ্র-খন্দ নিরূপিত হইয়াছে।

—o—

রবি-খন্দোৎপন্ন।

গোধূম, যব, চণক, গোজেই, বেঝাড়, অরহর, মসূর, মটর, চেয়না, ধন্যা, যবানী, ছোঁপ অর্থাৎ মহুরী, কাশনী, পোস্ত, তামাকু, বার্ত্তাকু, মূলা, গোবি, আঞ্জির, করলা, তরবুজ, খরবুজ, আঙ্গুর, নাসপাতী, খির্নী, ফল্‌সা, সেব, কাঁকুড়ী, আড়ু, পলাণ্ডু, লশুন, কেশর, লোকাট, রসভরী, গুলর, আলুবোখারা, মহুয়া, টেঁটি, এবং টেণ্ডস্।

—o—

চন্দ্র-খন্দোৎপন্ন।

জুয়ার, বাজরা, মক্কা, ধান্য, মোট, গাজর অর্থাৎ গৃঞ্জন, মুগ, উরদ্ অর্থাৎ মাষকলায়, তিল, সর্ষপ, তিসী, কাঙ্গনী, নীল, ইক্ষু, কুসুম, কার্পাস, অলাবু, কুষ্মাণ্ড,

* খন্দ প্রাকৃত ভাষা, সংস্কৃত শব্দ খণ্ড।

সূর্য্যকুষ্মাণ্ড, কচু, শর্করকন্দ, গোলআলু, ওল, রতালু, কুটি, পালক, মেথী, শিম, তরুই এবং শালগম।

আকর।

চণ্ডাল-গড়ের সন্নিহিত কয়লার খনি ভিন্ন, আর আর স্থানে কোন প্রকার ধাতুর আকর প্রায় দৃষ্ট হয় না।

শিল্পজাত দ্রব্য।

এ প্রদেশের প্রায় সকল স্থানেই সতরঞ্চ অতি উত্তম প্রস্তুত হয়, মির্জাপুরের গালিচা এবং বারাণসী শাড়ী অতিশয় বিখ্যাত, মুসলমানেরা কালাবতুর কর্ম্মে বিশেষ পারদর্শী এবং কারুকার্য্যে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ, বরেলীতে গৃহ-সজ্জোপযোগী কাষ্ঠ-সামগ্রী অতি উত্তম প্রস্তুত হয়, এবং স্থান বিশেষের লৌহ-দ্রব্যও প্রশংসনীয়। এতদ্ভিন্ন কনৌজ, আজমগড়, ও গাজীপুর প্রভৃতি স্থানে নানা প্রকার এত্তর্ * এবং ফুলেল † প্রস্তুত হয়।

* এত্তর্ এই কয়েক প্রকার হইয়া থাকে, যথা, (১) মজ্‌মুয়া (টঙ্গন-ক্ষরিত), (২) গুলাব, ইহার ক্ষরণ-প্রক্রিয়া প্রথমতঃ রাজ্ঞী নূরজাহান কর্তৃক প্রকাশিত হয়, (৩) মিষক, (৪) অম্বর, (৫) গিলু (মৃত্তিকা-ক্ষরিত), (৬) মোতিয়া, (৭) চম্পা, (৮) চামেলি, (৯) কেওড়া, (১০) জুঁই, (১১) হিনা (মেন্ধী-ক্ষরিত), (১২) পান্‌ড়ি, (১৩) অগর্, (১৪) সেউতি, (১৫) খস্, (১৬) মৌলসরি, (১৭) কিত্না, (১৮) কেতকী।

† ফুলেল, যথা, (১) চামেলি (২) মোতিয়া (৩) মসল্লা। (৪) হিনা, (৫) বাহার।

বহির্বাণিজ্য।

গোধূম, সোরা, তিসী, তুলা, নীল, চিনি, সতরঞ্চ, গালিচা, এতর্ এবং ফুলেল।

অন্তর্বাণিজ্য।

করাসিস ছিট, ইংলণ্ড-স্থানীয় থানাদি বস্ত্র, চিনের বাসন, কাবুল অঞ্চলীয় অনার, বাদাম, পেস্তা, কিশ্মিশ্, মোনাক্কা, অক্রোট, আঙ্গুর, সর্দা, সেব, তিলগোজা এবং হিং, কাশ্মীরী এবং পঞ্জাবপ্রদেশাধীন নূরপুর, লুধিয়ানা ও অমৃতশহরের শাল, জামেওয়ার, রুমাল, তুস্, মলিনা এবং ধোসূসা, বাঙ্গলা প্রদেশীয় তণ্ডুল, নারিকেল, সুপারি, গোলমরিচ, তেজপত্র, রেশমী কাপড় এবং তসর।

রাজকীয় বিভাগ।

	বিভাগ	বিভাগভুক্ত জেলা।
নিয়মান্তর্গত।	বনারস	গোরখপুর, বস্তী, আজমগড়, গাজীপুর, জৌনপুর, বনারস, মির্জাপুর।
	এলেহাবাদ	এলেহাবাদ, ফতেপুর, বাঁদা, হমীরপুর, কাণপুর।
	আগরা	এটাওয়া, ফরেথাবাদ, এটা, মৈনপুরী, আগরা, মথুরা।
	মিরঠ	আলিগড়, বলন্দশহর, মিরঠ, মুজফ্ফর-নগর, সহারণপুর, দেরাদূন *।
	রোহিলখণ্ড	শাজাঁহাপুর, বরেলী, বদায়ূঁ, মুরাদাবাদ, বিজনৌর, তরাই।
নিয়ম-বহির্ভূত।	ঝাঁসী	ঝাঁসী, জালৌন, ললিত-পুর।
	অজমের	অজমের।
	কমায়ূঁ	অলমোড়া, শ্রীনগর।

---

* আপাততঃ নিয়ম বহির্ভূত জেলা।

আনুক্রমিক বিভাগ।

বিভাগ	বিভাগভুক্ত জেলা।
বনারস	গোরখপুর, বস্তী, আজমগড়, গাজীপুর, জৌনপুর, বনারস, মির্জাপুর।
এলেহাবাদ	এলেহাবাদ, ফতেপুর, বাঁদা, হমীরপুর, কাণপুর।
ঝাঁসী	ঝাঁসী, জালৌন, ললিতপুর।
আগরা	এটাওয়া, ফরোখাবাদ, এটা, মৈনপুরী, আগরা, মথুরা।
মিরঠ	আলিগড়, বলন্দশহর. মিরঠ, মুজফ্ফরনগর, সহারণপুর, দেরাদূন।
রোহিলখণ্ড	শাজাঁহাপুর, বরেলী, বদায়ূঁ, মুরাদাবাদ, বিজনৌর, তরাই।
কমায়ূঁ	অলমোড়া, শ্রীনগর।
অজমের *	অজমের।

---

* এই বিভাগটি অন্য কোন বিভাগের সহিত সংলগ্ন না হওয়ায় সর্ব্বশেষে সন্নিবেশিত হইল।

নগর ও তদন্তর্গত প্রসিদ্ধ উপনগর এবং গণ্ডগ্রাম।

গোরখপুর	বাঁশ গাঁ দেবুরিয়া, মনস্সুরগঞ্জ, পণ্ডুণা।
বস্তী	কাপ্তানগঞ্জ, বাঁশী, খলিয়াবাদ, দমুরিয়া।
আজমগড়	দেবগ্রাম, মাহুল, জীবনপুর, মহম্মদাবাদ, নগ্রা।
গাজীপুর	সৈয়দপুর, জমানিহা, মহম্মদাবাদ, রসরা, বল্লিয়া।
জৌনপুর	মরিয়াহু, মৎস্যীশহর, খোট্টার, কেরা-কোট।
বনারস	চন্দৌলী, গঙ্গাপুর, রামনগর, সুকলডি।
মির্জাপুর,	চণ্ডালগড়, ববাটসগঞ্জ, কোঁড়, চুকিয়া।
এলেহাবাদ	সেরাথু, মঞ্জনপুর, বারে, সুরাঁ, ফুলপুর, কর্সনা, হাণ্ডীয়া, মেজা।
ফতেপুর,	কোরা, কল্যাণপুর, গাজীপুর, খাগা, খুখ্রেরু।
বাঁদা	টৈপলানী, সিঁউদা, ববেরু, বুদোসা, কমাসীন, কিরূই, গৌ।
হমীরপুর	রাঠ জলালপুর মৌধা [illegible] মহবা।

কাণপুর	বিল্হোর, রসূলাবাদ, দেরাপুর, শিবরাজপুর, আকবরপুর, বিঠোর, ভগ্নীপুর, সাতমপুর, নরওয়াল।
ঝাঁসী	মোট, গরতা, মৌ।
জালৌন	মাধুগড়, আট্টা, কাল্পী, কুঁচ, ওরাই।
ললিতপুর	মেহ্রোনী, তালবেহট, নরহট।
এটাওয়া	ভরথনা, ফফুন্দ, ছুলেল নগর।
ফরোখাবাদ	কনৌজ, আলিগড়, ছিব্রামৌ, কায়েমগঞ্জ, ঠট্টিয়া তিরওয়া।
এটা	কাশগঞ্জ, আলিগঞ্জ, শোরেঁা।
মৈনপুরী	মুস্তফাবাদ, শেকোয়াবাদ, কর্হল, ভূগ্রাম।
আগরা	কর্হা, ফতেপুর সিকুরী, ইরাদৎ নগর, এয়েৎমাদপুর, ফতেয়াবাদ, ফিরোজাবাদ, পেনাহট্ট।
মথুরা	বৃন্দাবন, কোসী, মাঠ, চৌহাট্টা, মহাবন, গোকুল, সৈয়দাবাদ।
আলিগড়	অত্রৌলী, গঙ্গিরী, হাতরস, মুরসান, সেকেন্দ্রারাও, আকরাবাদ, খয়ের, টপ্পল।
বলন্দশহর	খুরজা, সেকেন্দ্রাবাদ, অমুপশহর, ডিবাহী।

মিরঠ	সেরধনা, মোওনা, বাগপত, গাজীয়াবাদ হাপুর।
মুজফ্ফর নগর	শ্যামলী, কুড়ানা, জান্‌সট।
সহারণপুর	রুরকী, মুকড়, দেববন্দ।
দেরাদূন	মশূরী, কল্‌সী।
শাজাঁহাপুর	কোঠার, পুবায়াঁ, তিলহর; জালালাবাদ।
বরেলী	পিলিভীত, মীরগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, আঁওলা, বহেড়ী, ফরিদপুর, বিস্‌লপুর।
বদায়ূঁ	বিসৌলী, গুন্নৌর, দাতাগঞ্জ, সাহেসোয়ান।
মুরাদাবাদ	সম্ভল, বিলারী, হোসনপুর, অমরোহা, কাশীপুর, ঠাকুরদোয়ারা (ঠাকুরদ্বার)।
বিজ্‌নৌর	নজীমাবাদ, নগিনা, ধামপুর, চান্দপুর, সেরকোট।
তরাই	রুদ্রপুর, কিল্‌পুরী।
অলমোড়া	চমপাৎ, পিথড়াগড়, লৌহগড়, নৈনীতাল, হলদাউনী।
শ্রীনগর	পিওড়া, বউধান।
অজমের	মেহেরওয়াড়া, নসীরাবাদ, রামশর, টাটগড়, বেওড়।

বনারস বিভাগ* ।

বনারস বিভাগের উত্তরে নেপাল রাজ্য ও গণ্ডকীনদী, পূর্ব্বসীমায় বাঙ্গালাপ্রদেশাধীন বেহার ও পালামৌ, দক্ষিণে রিবার আশ্রিত রাজ্য এবং পশ্চিমে এলেহাবাদ ও অযোধ্যা প্রদেশ। লোকসংখ্যা ৭০,৩০,৭৩৬, গ্রামসংখ্যা ৩৮,২৭১, রাষ্ট্র (অন্তর্ভুক্ত ভূমি) ৩,৮৫,৫৭,৬৩০ †

এই বিভাগে গঙ্গা, ঘর্ঘর, গোমতী, রাবতী এবং শোণভদ্র প্রভৃতি কয়েকটি নদী প্রবাহিত হইতেছে, মৃত্তিকা অতিশয় উর্ব্বরা এবং লোক প্রায়শঃ সুখশালী।

—০—

গোরখপুর ।

জেলা গোরখপুরের উত্তরে নেপাল রাজ্য ও গণ্ডকী নদী, পূর্ব্বসীমায় বাঙ্গালা প্রদেশাধীন শারণ (ছাপরা), দক্ষিণে আজমগড়, এবং পশ্চিমে বস্তী। লোকসংখ্যা ২১,৩৫,৭৫৭, গ্রামসংখ্যা ৮,২৯৩, রাষ্ট্র ৮১,২৩,৬১৪।

তহসীল।	পরগণা।
মনস্থরগঞ্জ	হবেলী, তিলপুর, পূর্ব্ববিনায়কপুর।

* এই বিভাগটি পালবংশীয় সম্রাটদিগের রাজত্বকালে গৌড়রাজ্যাধীন ছিল।

† রাষ্ট্র বাঙ্গালা প্রদেশের প্রচলিত বিঘায় লিখিত হইয়াছে।

তহসীল।	পরগণা।
পণ্ড্রনা	সিদ্ধযৌবনা।
দেবরিয়া	সলিমপুর (মঝোলী), সিল্হট, শাজাঁহাপুর।
হুজুরতহসীল	হিস্যা হবেলী, হিস্যা ভৌবাপুরা।

এই জেলার প্রধান স্থান গোরখপুর, একটি ব্যবহারিক ও সৈনিক নগর, ৫৪০০০ লোকের আবাস, বারাণসীর ৪০ ক্রোশ উত্তরে, রাবতী নদীর বামতটে সংস্থিত এবং গুরু গোরখনাথ ইহার স্থাপয়িতা। প্রথিত আছে ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব জনৈক ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি এই স্থানে অনেক শিষ্য সংগ্রহ করেন, সেই শিষ্যেরা তাঁহার অলৌকিক সমাধান ও ইন্দ্রিয়-সংযম দেখিয়া তাঁহার নাম গোরখনাথ * রাখে। গুরু গোরখনাথের পরলোক প্রাপ্তির পর মসন্দর নামে জনৈক প্রিয় শিষ্য তাঁহার সমাধিক্ষেত্রে একটি মন্দির স্থাপন করে, তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

অপর মসন্দরের মৃত্যুর পর উদয়পুরস্থ প্রসিদ্ধ রাণাবংশীয় জনৈক অকৃতাধিকার কতিপয় সহচর সহকারে গোরখপুরের আধিপত্য লাভ করিয়া, কিয়দ্দিন এখানে নিরুদ্বেগে রাজ্য করেন, তাঁহার মৃত্যুর পর, তদীয়

---

* সংস্কৃত "গো" শব্দে ইন্দ্রিয়, এবং "রখ" (হিন্দী রখনা হইতে উৎপন্ন, বোধ হয় সংস্কৃত (রাখধাতু) দমন।

অনুচরবর্গ মুসলমান সম্রাটদিগের দৌরাত্ম্য বশতঃ গোরখনাথের মন্দির হইতে বহুমূল্যের দ্রব্য অপহরণ পূর্ব্বক প্রস্থিত হইয়া নেপালের অধিত্যকায় বাস করে, এবং সেই অপবাদে আজও তাহাদিগের বংশধরেরা "গোরখাঁ" নামে আখ্যাত।

গোরখপুরে সুদৃশ্য হর্ম্ম্য একটিও দৃষ্ট হয় না, গৃহস্থালয় প্রায়শঃ খড় এবং খাপরার বলিলেই হয়, নগরের পূর্ব্ব প্রান্তে সৈনিকাবাস, এবং নগরমধ্যে লক্ষ্ণৌর পূর্ব্বতন নবাব সুজাউদ্দৌলার স্থাপিত একটি ইমামবাড়া আছে। অপর এই নগর হইতে যে সকল সৎপথ নির্গত হইয়াছে, তাহার একটি ফৈজাবাদে যাওয়ায়, ত্রিহুত-নিবাসী অযোধ্যা-দর্শনার্থী যাত্রীরা এই পথেই গমনাগমন করে। স্থানিক জল-বায়ু স্বাস্থ্যকর নহে, বোধ হয় উত্তরদিকস্থ নেপালান্তর্গত তরাইর অরণ্যানী তাহার অন্যতম কারণ।

—০—

বস্তী।

জেলা বস্তীর উত্তরে নেপাল রাজ্য, পূর্ব্বদিকে গোরখপুর, দক্ষিণে অযোধ্যা প্রদেশাধীন সুলতানপুর, এবং পশ্চিমে অযোধ্যা-প্রদেশাধীন বেরাইচ। লোকসংখ্যা ১৩,০৩,৮৫৬, গ্রামসংখ্যা ৭,৪৫৫, রাষ্ট্র ৬,১২,১৪৬।

তহসীল	পরগণা
কাপ্তানগঞ্জ	অমরোহা, অরঙ্গাবাদ।
বস্তী	মনশূর নগর।
বাঁশী	রতনপুর বাঁশী, পশ্চিম বিনায়কপুর, রসুলপুর (গৌস)।
খলিয়াবাদ	মগহর, হসনপুর, মহুলী।
দমরিয়া	দমরিয়া।

বস্তী একটি ক্ষুদ্র ব্যবহারিক নগর, গোরখপুরের পশ্চিমে কিন্তু কিঞ্চিৎ দক্ষিণাংশে ২০ ক্রোশ ব্যবহিত, গোরখপুর হইতে ফৈজাবাদে যে সৎপথ নির্গত হইয়াছে তাহার ধারে সংস্থিত, ইহার অন্তর্গত সাকল্য স্থান ইতিপূর্ব্বে গোরখপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু অল্পদিন হইতে তাহা একটি স্বতন্ত্র জেলায় পরিগণিত হইয়া, এক্ষণে ইহারই নামানুসারে প্রসিদ্ধ।

আজমগড়।

জেলা আজমগড়ের উত্তরে ঘাগরা নদী, যাহার অপর তীর হইতে গোরখপুরের প্রারম্ভ, পূর্ব্বদিকে গাজীপুর, দক্ষিণে জৌনপুর, এবং পশ্চিমে অযোধ্যা-প্রদেশ। লোকসংখ্যা ১৩,৮৫,৮৭২, গ্রাম ৬,২৭৬, রাষ্ট্র ৪৯,২৭,২৬৮।

তহসীল	পরগণা
নিজামাবাদ	নিজামাবাদ।
মহম্মদাবাদ	মহম্মদাবাদ, মউনাথ ভঞ্জন, চিরৈয়াকোট, কির্ব্বৎ মিট্ঠু।
মাহুল	মাহুল, কোড়িয়া অত্রোলিয়া।
দেবগ্রাম	দেবগ্রাম, বেলহাবাঁশ।
সেকন্দর পুর	সেকন্দরপুর, নাথুপুর, ভুদায়ঁ।

এই জেলার প্রধান স্থান আজম্‌গড়, একটি ব্যবহারিক নগর, ১৩০০০ লোকের আবাস, জৌনপুরের ঈশান-কোণে ২০ক্রোশ এবং এলেহাবাদের ঈশানকোণে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাংশে ৮১ ক্রোশ ব্যবহিত, সরযূ-শাখা টনস্‌ নদীর বামতটে সংস্থিত, এবং আজম্‌ খাঁ নামক একজন ধনাঢ্য মুসলমান ইহার স্থাপয়িতা। আজম্‌ খাঁ কর্ত্তৃক এই নগরে একটি দুর্গ নির্ম্মিত হওয়ায় ইহার নাম "আজম্‌-গড়" হয়, সেই প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

—o—

গাজীপুর।

জেলা-গাজীপুরের উত্তরে ঘাগরা নদী ও আজম্‌গড়, পূর্ব্বসীমায় গঙ্গানদী, যাহার অপরতীর হইতে বাঙ্গলা প্রদেশাধীন শাহাবাদের প্রারম্ভ, দক্ষিণে বনারস এবং

পশ্চিমে আজমগড়। লোকসংখ্যা ১৩,৪২,২৩৪, গ্রাম ৫,১৩৩, রাষ্ট্র ৪৩,০২,০৭৩।

তহসীল।	পরগণা।
গাজীপুর	গাজীপুর, পচোতর, করন্দা, শাদিয়াবাদ।
মহম্মদাবাদ	মহম্মদাবাদ, ডেহমা, গড়হা।
বল্লিয়া	বল্লিয়া, খরীদ, দোয়াবা।
রসরা	জহুরাবাদ, কোপাচিন্ট, লক্ষণেশ্বর।
সৈয়দপুর	সৈয়দপুর, বহরিয়াবাদ, খানপুর।
জমানিহা	জমানিহা, মহাইচ।

এই জেলার প্রধান স্থান গাজীপুর, একটি ব্যবহারিক নগর, ৩৮,০০০ লোকের আবাস, বারাণসীর ঈশান কোণে ২৬ ক্রোশ, এবং এলেহাবাদের ঈশানকোণে ৮৫ ক্রোশ ব্যবহিত, গঙ্গার বামতটে সংস্থিত। নগরের পূর্ব্বপ্রান্তে বাঙ্গলা প্রদেশের পূর্ব্বতন নবাব মীর কাশিম আলির প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আজও বিদ্যমান আছে। এই নগরে ১৮০৫ খৃঃ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস পরলোক গমন করেন, তাঁহার সমাধিমন্দির নির্ম্মাণে প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এই খানে ব্যবহারিক কার্য্যালয় ভিন্ন, একটি অহিফেন-কার্য্যালয়ও আছে, এবং এখানকার পণ্য-দ্রব্য-মধ্যে এতর্ ও গুলাব-জল অতিশয় প্রসিদ্ধ, এমন কি এখনও ৫০ টাকা তোলার এতর্ প্রস্তুত হইয়া থাকে, জল-বায়ু স্বাস্থ্যকর।

জৌনপুর।

জেলা জৌনপুরের উত্তরে আজমগড়, পূর্ব্বদিকে বনারস ও গাজীপুর, দক্ষিণে মির্জাপুর ও এলেহাবাদ, এবং পশ্চিমে অযোধ্যাভুক্ত প্রতাপগড় ও সুলতান পুর। লোকসংখ্যা ১০,১৫,৪২৭, গ্রাম ৩,৪৩১, রাষ্ট্র ৩০,০৪,৯৮৩।

তহসীল।	পরগণা।
জৌনপুর	জৌনপুর, তালুক খুপ্‌রা, তালুক সেরম, বেল্‌সি, রারী, জফরাবাদ, করয়াত দোস্ত।
মরিয়াহু	মরিয়াহু, তালুক গোপালপুর, বরস্তি।
অঙ্গুলী	অঙ্গুলী, সংগ্রামৌ, করয়াত-মিঢা।
ঘিসওয়া	ঘিসওয়া, গড়বাড়ী, মুগরা।
বাগুলাপুর (কেরা কোট)	তালুক পিসারা, চণ্ডোক, গুজারা, দরিয়াপুর।

এই জেলার ব্যবহারিক নগর জৌনপুর, ২৭,০০০ লোকের আবাস, বারাণসীর বায়ুকোণে ১৮ক্রোশ, এলেহাবাদের ঈশানকোণে ৩৭ক্রোশ ব্যবস্থিত, গোমতীর উভয় তটেই সংস্থিত, এবং সম্রাট মহম্মদ তুগলকের প্রধান মন্ত্রী খাজে খা ইহা স্থাপন করিয়া, স্বীয়প্রভুর ফখরউদ্দীন জুনা নামে প্রতিষ্ঠা করেন। এই নগরে

গোমতীর উপর ২৫ টা খিলানে গ্রথিত একটি প্রস্তরময় প্রাচীন সেতু আছে, উহা সম্রাট জলাল উদ্দিন আকবর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। সেতুটি এরূপ দৃঢ় যে, ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে উহার উপর বন্যার জল উঠিয়াছিল, তাহাতে উহার লেশমাত্রও হানি হয় নাই, উহার কারু-কার্য্যে ইংরাজেরাও প্রশংসা করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন দুর্গ ও তৎসন্নিহিত তিনটি প্রাচীন উচ্চ মসজীদের কারু-কার্য্যও সুদৃঢ় এবং স্থানিক গৃহস্থালয় প্রায়শঃ প্রস্তরময়, জল-বায়ু মন্দ নয়।

বনারস।

জেলা বনারসের উত্তরে গাজীপুর ও জৌনপুর, পূর্ব্ব দিকে বাঙ্গলা প্রদেশাধীন শাহাবাদ, দক্ষিণে মির্জাপুর, এবং পশ্চিমে এলেহাবাদ ও জৌনপুর। লোক ৭,৯৩ ২৭৭, গ্রাম ২,৩০৭, রাষ্ট্র ১৯,২৭,৬৭৮

তহসীল।	পরগণা।
হুজুরতহসীল	দেহাৎ আমানত, কসিওয়ার সরকার, লোইতা, পণ্ডুহা, কোটীহর, শিবপুর, সুলতান পুর, ঝালুপুর, কোলাসলা, অথর্ব্বণ, কসিওয়ার রাজসাহী।
চন্দৌলী	বড়বল, ধুস, মবাই, মহুবাড়ী, মঝওয়াড়, নির্ব্বাণ, রালহুপুর।

এই জেলার প্রধান স্থান বনারস, একটি ব্যবহারিক সৈনিক নগর, ১,৮১,০০০ লোকের আবাস, এলেহাবাদের পূর্ব্বদিকে ৩৭ ক্রোশ এবং মির্জাপুরের ঈশান কোণে ১৫ ক্রোশ ব্যবহিত, গঙ্গার বামতটে সংস্থিত। এই স্থানে গঙ্গা বনারসের উত্তর প্রান্ত পর্য্যন্ত উত্তরবাহিনী হইয়া, তৎপরে উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে এবং পরিশেষে পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। উত্তরবাহিনী গঙ্গার পশ্চিম পার্শ্বে বনারস, এবং পূর্ব্ব পার্শ্বে একটি লৌহ-বর্ত্ম-স্থানীয়। শেষোক্ত স্থানে গঙ্গার উপকূল হইতে বনারসের দিকে যখন দৃষ্টিপাত করা যায়, তখন উহার শ্রেণীভূত প্রস্তরময় ঘাট, উচ্চ-চূড় মন্দির, বেণীমাধবের ধ্বজা এবং চক ও চৌখাম্বার উন্নতশির হর্ম্ম্য সমূহ একটি প্রগাঢ় ভাবের সহিত উহার অতুল ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দেয়।

বনারসের যাবনিক নাম * মহম্মদাবাদ, কিন্তু সেই অকালজাত নামটি অকালেই বিলুপ্ত হইয়াছে, এবং আর্য্যকৃত নাম "কাশী" বা "বারাণসী"। কাশীর ধাত্বর্থ—"কাশতে প্রকাশতে ইতি কাশী," এবং এই অর্থ অন্যান্য গ্রন্থেও সংরক্ষিত হইয়াছে, যথা,—

---

* মুসলমান সম্রাটদিগের রাজত্ব কালে এ প্রদেশের প্রায় সকল নগরই প্রাচীন নামের পরিবর্ত্তে এক একটি যাবনিক নামে উক্ত হইত, এবং অদ্যাপি অনেক নগরের যাবনিক নামই প্রচলিত।

"কাশীমরণান্মুক্তিঃ"।

যজুর্ব্বেদ।

"কাশতে হত্র যতো জ্যোতি স্তদনাখ্যেয়মীশ্বর।
"অতো নামাপরং চাস্তু কাশীতি প্রথিতং বিভো॥

কাশীখণ্ড।

বারাণসীর ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আধুনিক কোন ভূগোল-বেত্তা বলেন যে, 'বরুণা,' এবং "অসী" এই দুইটি উপনদী দুই দিকে থাকা হেতু কাশীর নাম "বারাণসী" হইয়াছে। এক্ষণে এ যুক্তিটি কতদূর সমূলক তাহা দেখা আবশ্যক, বরুণা এবং অসীর মধ্যবর্ত্তী স্থান যে বারাণসী নামে আখ্যাত তাহাতে কোন কথা নাই, কেননা অনেক স্থলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা,—

"বারাণসীতি যৎ খ্যাতং তন্মানং নিগদামি বঃ।
"দক্ষিণোত্তরয়োর্নদ্যো বরুণাসিশ্চ পূর্ব্বতঃ॥

পদ্মপুরাণ, কাশীমাহাত্ম্য।

"দক্ষিণোত্তর দিগ্ভাগে কৃত্বাসিং বরুণাং সুরাঃ।
"ক্ষেত্রস্য মোক্ষনিক্ষেপ রক্ষারিং ব্রতিমা[illegible]ঃ॥

স্কন্দপুরাণ, কাশীমাহাত্ম্য।

কিন্তু উপরোক্ত দুইটি উপনদীই যে বারাণসী শব্দের ব্যুৎপত্তি-জনক, তাহাতেই আপত্তি, কেননা যদি তাহা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বারাণসীর শব্দ-সাধন দুরূহ হইয়া উঠে. বিশেষতঃ সিদ্ধান্তকৌমুদীর

প্রাচীন টীকাকার, তত্ত্ববোধিনী টীকায় অনুগঙ্গ শব্দের অর্থ-প্রসঙ্গে, বারাণসীর যে ব্যুৎপত্তি লেখেন তাহাও উপেক্ষিত হয়। তিনি এইরূপ বলেন—

বরঞ্চ ত-দনশ্চেতি বরানঃ (শ্রেষ্ঠোদকং). তস্যাদূরে ভবা যা নগরী সা বারাণসী। এবং প্রসিদ্ধ আর্য্য-ভূভাগবেত্তা মহামতি থরণ্টন সাহেব অনেক মতের সুসঙ্গতিতে এই ব্যুৎপত্তিতেই অনুমোদন করেন, ইহা যদিও যোগরূঢ় হইয়া কাশীকে বুঝায় বটে, কিন্তু ব্যাকরণ-সিদ্ধ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, অন্যথা ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ হয়, তাহা বৈয়াকরণদিগের নিকট একটি সামান্য দোষ বলিয়া কখন গৃহীত হইতে পারে না, অতএব শেষোক্ত ব্যুৎপত্তিটিই সর্ব্ব-বাদি সম্মত বোধ হইতেছে। অপর এক্ষণকার প্রচলিত নাম যে বনারস, ইহার ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধেও দ্বিমত, কেহ কেহ ইহা বারাণসীর অপভ্রংশ বলেন, এবং পক্ষান্তরে কাশীর প্রাচীন রাজ-বংশীয় বনার নামক রাজার নাম-সম্ভূত বলিয়া থাকেন, বিষয়টি বিবাদাস্পদ, সুতরাং ইহার মীমাংসা অনাবশ্যক।

বারাণসী অতিশয় প্রাচীনা নগরী, ইহা কোন্ কালে কাহার কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারে না, ইহার প্রাচীনত্ব বিষয়ে মহাত্মা শেরিং, (যন্নিকট বারাণসীর অনেক বৃত্তান্ত জন্য আমি কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ আছি,) এইরূপ লেখেন,—"বারাণসী কোনরূপেই সামান্য প্রাচীনা নয়, ইহা অতি ন্যূন কল্পেও বিগত পঞ্চবিংশতি শতাব্দীর পূর্ব্বে বিখ্যাত ছিল, যৎকালে

নেনিভ এবং ব্যাবিলন প্রাধান্য সংরক্ষণে পরস্পর বিদ্বেষিণী ছিল, যৎকালে টায়র নানা উপকূলে উপনিবেশ সংস্থাপন করিতেছিল, যৎকালে এথেন্স কৈশোর কালিক পুষ্টতায় পরিবর্দ্ধিত হইতেছিল, এবং রোমের খ্যাতিলাভের পূর্ব্বে, গ্রীস সমর-সূত্রে পারস্য রাজ্যের সহিত সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব্বে, সাইরস কর্ত্তৃক পারস্য রাজ-কুল সমুজ্জ্বল হওয়ার পূর্ব্বে, অথবা নেবিউ ক্যাডনজরের জেরুজেলম অবরোধ করার পূর্ব্বে এবং জুডিয়াবাসিগণের কারা রুদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বে, বারাণসী যদিও খ্যাতিলব্ধা না হউক, কিন্তু প্রৌঢ়াবস্থায় ছিল।"

অনন্তর কাশী সপ্তপুরীর * অন্তর্গত হওয়ায় আর্য্যদিগের একটি মহাতীর্থ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে, এই স্থানে নানা আর্য্য-ভূভাগ হইতে যাত্রিদিগের সমাগম হয়, এবং নানাপ্রদেশীয় লোক ইহাকে মুক্তি-ক্ষেত্র বলিয়া এই স্থানে বাস করে। কলিকাতা বল, বোম্বাই বল, মান্দ্রাজ বল, এ সকল স্থানে লোক কেবল কর্ম্মসূত্রেই আবদ্ধ আছে, কাশীকে উভয় সুখের আলয় বলিয়া লোকের আস্থা থাকায়, কাশী যদিও বয়ে জ্যেষ্ঠা, কিন্তু এ পর্য্যন্তও গতযৌবনা হয় নাই, বরং দিন দিন অধিক লাবণ্যযুক্তাই হইতেছে,—দিন দিন উহার লোকসংখ্যা অধিক হইতেছে, দিন দিন উহার আয়-

---

* কাশী কাঞ্চী মায়াখ্যা অযোধ্যা দ্বারবত্যপি।
মথুরাবন্তিকা চৈতাঃ সপ্ত পুর্য্যোঽত্র মোক্ষদাঃ॥ কাশীখণ্ড।

তন বৃদ্ধি হইতেছে, দিন দিন উহার পথ ঘাট বিস্তৃত হইতেছে, দিন দিন উহার পণ্যবীথিকা সকল অধিক শোভাশালী হইতেছে, অধিক কি, এই বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, প্রতিবৎসর উহাতে নূতন কিছুনা কিছু লক্ষিত হইয়া থাকে। এক্ষণে উহাতে ন্যূনাতিরেক ১৫০০ মন্দির আছে, এবং এই সকল মন্দিরে নানাপ্রকার বিগ্রহ স্থাপিত আছে, তন্মধ্যে বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা, কেদারেশ্বর, কালভৈরব ও দণ্ডপাণি প্রভৃতি কয়েকটি বিগ্রহই প্রধান, যেহেতু এই কয়েকটি বিগ্রহ-মন্দিরে পর্ব্বাহের কি কথা, অন্যান্য দিনেও অধিক জনতা হয়।

অপর, উল্লিখিত মন্দির সমুদয়ের অধ্যক্ষতায় প্রায় পঞ্চবিংশতি সহস্র ব্রাহ্মণ নিযুক্ত আছে, ইহারা দুই শ্রেণীভুক্ত, যথা—"গঙ্গাপুত্র" এবং যাত্রাওয়ালা," প্রথমোক্তেরা কেবল গঙ্গাতটে থাকিয়া যাত্রিদিগকে স্নানাদি কর্ম্ম করায়, এবং শেষোক্তেরা যাত্রিদিগের পুরোগ হইয়া স্থানে স্থানে বিগ্রহ দর্শন করায়, উভয় শ্রেণীই যাত্রি-প্রদত্ত অর্থে বিলক্ষণ ঋদ্ধিশালী।

কাশীর দক্ষিণ প্রান্তে অসী-সঙ্গম হইতে উত্তর প্রান্তে বরুণা সঙ্গম প্রায় তিনক্রোশ, এবং ইহাই কাশীর দৈর্ঘ্য বলিতে হইবে, কিন্তু উভয় প্রান্তের শূন্য ও বিজন ভাগ ত্যাগ করিলে প্রকৃত লোকালয়িক দৈর্ঘ্য বোধ হয় আড়াই ক্রোশের অধিক নয়। প্রস্থ সকল স্থানে এক-সমান নয়, ইহা অসী-সঙ্গমের অদূরবর্ত্তি অত্যল্প ঔপকূলিক লোকালয় হইতে প্রারব্ধ হইয়া প্রায় একটি

অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির ন্যায়, অথবা ধনুকাকারে পশ্চিম দিকে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে হইতে মণিকর্ণিকার তট হইতে অন্যূন দেড় ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া, তৎপরে অল্পে অল্পে বরুণা-সঙ্গমের দিকে এককালীন বিজন-প্রান্তে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

কাশীর দক্ষিণ প্রান্তে যে স্থান ইতঃপূর্ব্বে অসী-সঙ্গম বলিয়া উল্লেখ করা গিয়াছে, সেই স্থানে অসী নামে একটি ক্ষুদ্র সরিৎ পশ্চিম দিক হইতে বক্র গতিতে আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। উহা গ্রীষ্ম-কালে শুষ্কপ্রায় হইয়া যায়, কিন্তু বর্ষার প্রারম্ভেই একটি সতেজ স্রোতস্বতী স্বরূপ হয়, উহার সঙ্গম-তীরে একটি ঘাট আছে, তাহাকে অসী-সঙ্গম ঘাট বলে, উহা আর্য্য-দিগের তীর্থমধ্যে উক্ত হইয়াছে, কেনমা যাহারা "পঞ্চতীর্থ" করে, তাহারা প্রথমতঃ ঐ ঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া, তৎপরে যথাক্রমে দশাশ্বমেধ, মণিকর্ণিকা, পঞ্চ-গঙ্গা ও বরুণা সঙ্গমে স্নান করিলে "পঞ্চতীর্থ"সিদ্ধ হয়। অসী-সঙ্গমের উপকূলে জগন্নাথের একটি মন্দির আছে, উহার সম্মুখে স্নানযাত্রা উপলক্ষে একটি মেলা হয়, কিন্তু তাহা কাশীর অন্যান্য প্রসিদ্ধ মেলার মত সমারোহ-সম্পন্ন নয়, অপর এই স্থান হইতে অগ্নিকোণে প্রায় দেড়ক্রোশ ব্যবহিত গঙ্গার অপর তটে বালুকাময় পুলিন ও কর্ষিত ক্ষেত্রের উপর দিয়া রামনগরের প্রাসাদ ও দুর্গ দৃষ্ট হয়, কাশীর মহারাজ ঐখানেই বাস করেন।

অসীসঙ্গম-ঘাটের অব্যবহিত উত্তরে রাম্না মিশ্রের ঘাট,

উহা যদিও একণে ভগ্নদশাগ্রস্ত, কিন্তু বোধ হয় উহার নির্ম্মাণ-ব্যয় ৫। ৬ লক্ষ টাকার ন্যূন না হইয়া থাকিবেক। উহার পরে তুলসীদাসের ঘাট, তুলসীদাস একজন প্রসিদ্ধ রামানন্দী বৈষ্ণব ছিলেন, তিনি ১৬৩১ সম্বতে হিন্দী ভাষায় রামায়ণের অনুবাদ করিয়া একটি মহৎ কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া যান। তুলসীদাসের ঘাটের উত্তরে যথাক্রমে রসরাজ ঘাট, বৌদ্ধঘাট, শিবালয় ঘাট ও খিড়কী ঘাট স্থাপিত আছে। শেষোক্ত দুইটি ঘাট বনারসের পূর্ব্বতন মহারাজদিগের নির্ম্মিত, শিবালয়-ঘাটের উপর একটি প্রস্তরময় সুদৃঢ় দুর্গ ছিল, মহারাজ চেতসিংহ সচরাচর উহাতেই বাস করিতেন, কিন্তু লর্ড হেষ্টিংসের সময়ে উহা মৃত্তিকাসাৎ হয়।

খিড়কী ঘাটের উত্তরে হনুমান ঘাট ও মহাশ্মশান ঘাট, শেষোক্ত ঘাটে শবদাহ হইয়া থাকে, অপর, অসী-সঙ্গম-ঘাট হইতে মহাশ্মশান-ঘাট পর্য্যন্ত সমুদয় তটবর্ত্তি লোকালয়ে কেবল শ্রমোপজীবী অধঃশ্রেণীর লোকই বাস করে, ভদ্রাবাস, ধনি-গৃহ বা প্রাচীন কোন চিহ্ন কাশীর এ অংশে প্রায়ই লক্ষিত হয় না।

মহাশ্মশান ঘাটের উত্তরে রাজাবাবুর ঘাট, এবং তৎ-পরে কেদারের ঘাট, এই ঘাটে গঙ্গা হইতে কেদারের মন্দির পর্য্যন্ত বহু-ব্যয়-সাধিত সুপ্রশস্ত প্রস্তর-সোপান গ্রথিত আছে, কাশীর এটি একটি প্রধান ঘাট, এই ঘাটে প্রত্যহ নানাপ্রদেশীয় স্ত্রী-পুরুষকে স্নান করিতে দেখা যায়, কোন থানে একজন সরলমতি বঙ্গ-বধূ অস্ফুট

বাক্যে "নমো মহিম্নঃ পারন্তে" বলিয়া গালবাদ্য পূর্ব্বক শিব বিসর্জ্জন করিতেছে, কোন খানে বা একজন মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রী কাছা দিয়া কাপড় পরিয়া তিলক ধারণপূর্ব্বক এক হাতে জলের লোটা এবং এক হাতে ভিজা কাপড় লইয়া মট্ মট্ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, কোন খানে এক জন বৃত্তিভোগী বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ একখানি নামাবলি গায়ে দিয়া কুঞ্চিতজ্জানু উপবিষ্ট হইয়া, হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক "আব্রহ্ম স্তম্ব-পর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু" বলিয়া তর্পণ করিতেছে, কোন খানে বা একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ পূর্ব্বক অর্দ্ধজানু জলে বক্রীভূত দণ্ডায়মান হইয়া স্বহস্তে বস্ত্র প্রক্ষালন করিতেছে, আর মহারাষ্ট্রীয়স্বরে এইসকল বেদমন্ত্র পাঠ করিতেছে—

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্নধাতমম্।

ইষেত্বা ঊর্জ্জেত্বা বায়বস্থঃ দেবো বঃ সবিতা-প্রার্পয়তু। শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে।

অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নিহোতা সৎসিবর্হিষি।

শংনো দেবীরভীষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে শংযো রভিস্রবন্তু নঃ।

অপর এই ঘাটের জলগত সোপান হইতে কয়েক সোপান উপরে উঠিলে একটি কুণ্ড দৃষ্ট হয়, তাহাকে "গৌরীকুণ্ড" বলে, বৈদেশিক যাত্রিরা উহাতে স্নান তর্পণ করে, ঐ স্থান হইতে অন্যূন ২৫। ২৬টি সোপান উত্তীর্ণ হইলে কেদারের নাটমন্দিরে প্রবিষ্ট হওয়া যায়, নাটমন্দিরটি পূর্ব্ব-পশ্চিম-দীর্ঘ, উহার পশ্চিমদিকে কেদারের মন্দির সংস্থিত, কিন্তু উভয় মন্দিরের ছাদ সম্মিলিত হওয়ায়, কেদারের মন্দিরটি এককালে অন্ধকারময় হইয়া থাকে, এমন কি, দিবাভাগেও প্রদীপ ভিন্ন কেদার দর্শন হয় না, কেদারের গৌরী-পীঠটি অতিবৃহৎ, উহার উপর প্রত্যহ যাত্রি-প্রক্ষিপ্ত ফুল-বিল্বপত্র রাশীকৃত দৃষ্ট হয়। কেদারের মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে গেলে, উহার চতুর্দ্দিকে অন্যান্য অনেক দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, এবং উহার অব্যবহিত দক্ষিণে একটি ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণের পশ্চিম দিকে যে একটি বৃহৎ দ্বার আছে, উহাই কেদারের মন্দির প্রবেশের বহির্দ্বার, উহার সম্মুখে উত্তর-দক্ষিণ-দীর্ঘ একটি পথ আছে, তাহা অসীসঙ্গম হইতে বক্রভাবে আসিয়া উত্তরাভিমুখে বাঙ্গালী টোলার মধ্য দিয়া, তদুত্তরবর্ত্তী দশাশ্বমেধ-ঘাটের উপকূলে যে একটি প্রাত্যহিক হাট আছে তাহাতেই মিলিত হইয়াছে।

কেদারের ঘাটের উত্তরে চৌকি ঘাট ও মান-সরোবর-ঘাট, শেষোক্ত ঘাটের তট হইতে পশ্চিম দিকে একটি শুষ্ক সরোবর দৃষ্ট হয়, তাহাকে "মানসরোবর" বলে,

তাহার চতুর্দ্দিকে রাজা মানসিংহের প্রতিষ্ঠিত অনেক মন্দির আছে। অপর এই সরোবর হইতে কিঞ্চিৎদূর নৈঋত কোণে এক মন্দির মধ্যে "তিল ভাণ্ডেশ্বর" নামে একটি বৃহৎ শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে, তাহার বেড় প্রায় দশ হাত এবং উচ্চতাও অন্যূন তিন হাত হইবে, এরূপ বিশ্বাস যে, ঐ মূর্ত্তিটি প্রতিদিন তিল পরিমাণে বৃদ্ধি হয়।

মানসরোবরের ঘাটের উত্তরে যথাক্রমে নারদ ঘাট, রাজা অমৃতরাও পেশওয়ার ঘাট, প্রতাপসিংহ বাবুর ঘাট, পাঁড়ে ঘাট, মথুরাছত্বর ঘাট, দিঘাপতিয়ার রাজার ঘাট, চৌষট্টি যোগিনীর ঘাট, রাণাঘাট, মুনসিঘাট, এবং অহল্যা বাইয়ের ঘাট, শেষোক্ত ঘাটটি প্রসিদ্ধ রাজ্ঞী অহল্যা বাই কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়, উহার উপর উক্ত পুণ্যশীলা রাজ্ঞীর প্রতিষ্ঠিত একটি সদাব্রত আছে। ঐ ঘাটের উত্তরে শীতলা ঘাট এবং তৎপরে রাজা রাজবল্লভের মন্ত্রী রামানন্দ সরকারের ঘাট, অপর উপরের লিখিত নারদ ঘাটের তট অবধি এই শেষোক্ত ঘাটের তট পর্য্যন্ত সমুদয় ঔপকূলিক লোকালয়ে যদিও অনেক পল্লিসংভুক্ত, কিন্তু তৎসমুদায় সামান্যতঃ "বাঙ্গালী-টোলা" বলিয়াই বিখ্যাত, এই স্থানে বঙ্গবাসি আর্য্যগণ বহুকাল হইতে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি ছত্বর আছে, তদ্দ্বারা প্রত্যহ অনেক অনাথ, অবীরা, দীন দরিদ্র প্রতিপালিত হইতেছে। বিশেষতঃ রাণী ভবানীর

অতুল কীর্ত্তি যদিও তাঁহার কাশীর বিষয় সমুদয় অস্থা-
মিক বস্তুর ন্যায় নানাহস্তগত হওয়ায়, ক্রমশঃ বিলুপ্ত-
প্রায় হইয়া আসিতেছে, তবুও এপর্য্যন্ত কাশীবাসিগণের
বহিঃস্মরণ হয় নাই। রাণী ভবানীর কেবল একমাত্র
কাশীর ক্রিয়া কলাপ ধরিলেও, আজ্ পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্ত-
মধ্যে অন্য কোন রাজা বা রাণী সাধারণ-হিতকর কার্য্যে
তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই, পুণ্যকর্ম্মে তিনি
উচ্চতম অধিরোহণীতেই অধিরূঢ়া হইয়া আছেন, বলিতে
কি, সমুদয় দেবালয়িক ও লোকালয়িক কাশী একত্র
কর, অর্দ্ধেক কাশী রাণী ভবানীর দেখিতে পাইবে।
প্রথিত আছে তিনি পণ্ডিতমণ্ডলী সমভিব্যাহারে
কাশীতে আসিয়া কাশীখণ্ড অনুসারে কাশীর যে যে বিষয়ে
অসদ্ভাব ছিল, তাহা পূর্ণ করেন, তিনি আর্য্য-ধর্ম্ম-বি-
দ্বেষ্টা সম্রাট অরঙ্গজিবের বিধ্বংসিত দেবালয় সমূহের,
কাহারো নষ্টোদ্ধার, কাহারো বা জীর্ণোদ্ধার করেন,
তিনি যবন-রাজ্য-বিলুপ্ত-প্রায় বেদাদি শাস্ত্রের পুনরু-
দ্ধার জন্য মহারাষ্ট্র হইতে ৩৫০ ঘর ব্রাহ্মণ আনিয়া
কাশীতে স্থাপন * করেন, তিনি নানা প্রদেশীয় নিঃস্ব-
ব্যক্তিদিগের কাশী-বাস জন্য নগরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে
৩৬০টি প্রস্তরালয় নির্ম্মাণ করেন, তাহার এক একটির
নির্ম্মাণ-ব্যয়, বোধ হয় ৫০।৬০ সহস্রের ন্যূন না হইবেক,

---

* এই সকল ব্রাহ্মণদিগকে রাণীভবানী যে সকল বসৎবাটী
প্রদান করেন, তাহা একণে "ব্রহ্মপুরী" বলিয়া বিখ্যাত।

তিনি দুর্গাকুণ্ড ও কুরুক্ষেত্র-সরোবর প্রভৃতি কয়েকটি বৃহৎ জলাশয় খনন করান, তিনি দেবনাথ পুরাতে কালী, তারা, গোপাল প্রভৃতি অনেক বিগ্রহ স্থাপন করেন, এবং বহু ব্যয়ে ঐ সকল বিগ্রহালয় নির্ম্মাণ করেন, এতদ্ভিন্ন কাশীর বাহিরে "পঞ্চক্রোশী তীর্থ" প্রায় ত্রিংশৎক্রোশ বিস্তীর্ণ, এককালে অরণ্যময় ছিল,* কেহই ঐ সকল স্থানে গমনাগমন করিতে পারিত না, কিন্তু তিনি ঐ বন কাটাইয়া সুপ্রশস্ত পথ নির্ম্মাণ করেন, পথের দুই পার্শ্বে বৃক্ষ-শ্রেণী রোপণ করান এবং পান্থগণের সুখাগমের জন্য স্থানে স্থানে জলাশয় ও ধর্ম্মশালা স্থাপন করেন। অপর উক্ত পুণ্যশীলা রাজ্ঞী প্রধান প্রধান যোগোপলক্ষে কাশীতে যে ব্যয় করিতেন, তাহাও অপর্য্যাপ্ত, ঐ প্রকার কোন সাময়িক ব্যয় সম্বন্ধে কাশীর লোক-পরম্পরায় যে একটি প্রাচীন শ্লোক কথিত হইয়া আসিতেছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল, —

"শালং কেচন লেভিরে কতিপয়গ্রামং পরে লেভিরে
শালগ্রামমথাপরে নিরুপমং হারং পরে লেভিরে।
নেদৃগ্ দৃষ্টচরো নবা শ্রুতিচরো নেক্ষিষ্যতে শ্রোষ্যতে
যাদৃক্ চন্দ্রকলাকিরীট-নগরে রাজ্ঞ্যা ভবান্যা কৃতং ॥"

---

* শেরিং সাহেব বলেন যে, রাণী ভবানীর পঞ্চক্রোশীর পথ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে, "পঞ্চক্রোশী তীর্থ দর্শনার্থি দিগকে হিংস্র জন্তু ও দস্যুভয়ে দল-বদ্ধ হইয়া যাইতে হইত।

অবশেষে একটি কথা বক্তব্য এই যে, মহামতি শেরিং কোন কোন স্থানে রাণী ভবানীকে সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় রাজ্ঞী বলিয়া প্রকাশ করেন, বোধ হয় শেরিং মহাত্মা বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের উত্তরে একটি চতুরস্র প্রাঙ্গণ মধ্যে রাণী ভবানীর প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরটি দেখেন নাই, তাহাহইলে তাঁহার এ সংশয় থাকিত না, কেননা ঐ মন্দিরের ললাট দেশে এই শ্লোকটি অঙ্কিত আছে, যথা,—

বঙ্গবারেন্দ্র ভূমীন্দ্র রামকান্তস্য ভাবিনী।
নির্ম্মমে শ্রীভবানী শ্রীভবানীশ্বর-মন্দিরং॥

অপর ইতঃপূর্ব্বে যে রামানন্দ সরকারের ঘাটের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার উত্তরে প্রসিদ্ধ দশাশ্বমেধের ঘাট, ইহাকে প্রয়াগ ঘাট বা পুঁঠিয়ার রাজার ঘাটও বলে, এরূপ বিশ্বাস যে, ব্রহ্মা এই ঘাটে দশাশ্বমেধ করাতে ইহার নাম দশাশ্বমেধের ঘাট হইয়াছে, এবং মাঘমাসে এই ঘাটে স্নান করিলে প্রয়াগের দশাশ্বমেধের ঘাটে স্নানের তুল্য ফল হয়, এই বিশ্বাসমূলক ইহা প্রয়াগ-ঘাট বলিয়া প্রসিদ্ধ, অপর পুঁঠিয়ার রাজা ইহা বাঁধিয়া দেওয়ায়, এবং ইহার তটে একটি শিবমন্দির স্থাপন করায়, ইহা তন্নামানুসারেও আখ্যাত। ইহার উপকূলে একটি হাট আছে, তাহাকে "নূতন বাজার" বা "দশাশ্বমেধ ঘাটের বাজার" বলে, বাঙ্গালী-টোলা-বাসিগণের প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য ঐ হাটেই ক্রীত হয়, উহার

উত্তর-দক্ষিণ দৈর্ঘ্য ন্যূনাতিরেক ৪০০ হাত, এবং পূর্ব্ব-পশ্চিম প্রস্থও অন্যূন ১৫০ হাত, উহার পশ্চিম-দক্ষিণ উভয় দিকে শ্রেণীভূত পণ্যালয়, পূর্ব্বদিকে গৃহস্থাবাস, উত্তরে একটি সংপথ এবং তদুত্তর পণ্যালয় যথা-শ্রেণি স্থাপিত আছে।

দশাশ্বমেধ ঘাটের উত্তরে ঘোড়াঘাট, এই ঘাটের তট হইতে একটি প্রশস্ত পথ (যাহা ইতঃ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) প্রারব্ধ হইয়া পশ্চিমাভিমুখে সূর্য্য-কুণ্ডের দিকে প্রগত হইয়াছে, এই পথ-সংভুক্ত স্থানে পূর্ব্বে গোদাবরী নামে একটি তড়াগ ছিল, তদ্দ্বারা নগরের অধোগত আবর্জ্জনা সমুদয় ধৌত হইত, কিন্তু কাল সহকারে তাহা ভরাট্ট হওয়ায়, তাহারই ভরাটের উপর এই পথ, এবং ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রেণীভূত পণ্যালয় ও বামপার্শ্বে কোন স্থানে পণ্যালয়, কোন স্থানে বা গৃহস্থাবাস স্থাপিত হইয়াছে।

ঘোড়াঘাটের উত্তরে মানমন্দির ঘাট, ইহা জয়পুরের মহারাজ জয়সিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়, ইহার তটে উক্ত মহারাজের নির্ম্মিত বহু-ব্যয়-সাধিত একটি প্রস্তর-গৃহ আছে, তাহাকে "মানমন্দির" বলে, এবং তাহাতে গ্রহ ও উপগ্রহের কক্ষিক গতি নিরূপণার্থ রাশিচক্র অঙ্কিত আছে, জ্যোতির্বিদ ভিন্ন আর কেহ তাহা বুঝিতে পারেন না, কিন্তু শুনা যায় যে, উপরোক্ত মহারাজ-প্রণীত "সিদ্ধান্তস্মৃতি" নামক গ্রন্থে এ সমুদয় সরল ভাষায় বর্ণিত আছে।

অতঃপর যথাক্রমে মিরঘাট, ললিতা ঘাট, সিদ্ধগিরি ঘাট, রাজা রাজবল্লভের ঘাট, ও অলসাঁই ঘাট দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত ঘাটে শবদাহ হইয়া থাকে, এবং ইহার পরেই প্রসিদ্ধ মণিকর্ণিকার ঘাট, এই ঘাটের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে "নানামুনির নানামত," কেহ বলেন যে, একদা স্নান করিতে করিতে পার্ব্বতীর মণি (কর্ণফুল) ইহাতে পড়ায়, ইহার নাম মণিকর্ণিকা হইয়াছে, কেহ বা ঐ স্থলে মহাদেবের কর্ণফুলের উল্লেখ করেন। কেহ এই ঘাটের অনতিদূরস্থিত মনস্কামনেশ্বর শিবের নামানুসারে "মনস্কামনিকা" অপভ্রংশে মণিকর্ণিকা বলেন। এবং কেহ এই অনুভব করেন যে, রাজা সত্রাজিৎ-প্রদত্ত বহুমূল্যের মণি অক্রূর অপহরণ পূর্ব্বক তজ্জাত "কর" দ্বারা এই ঘাটের উপকূলে একটি সদাব্রত স্থাপন করায়, তদনুযায়ী ইহা প্রসিদ্ধ। বিষয়টি বিবাদাস্পদ, এবং ইহার মীমাংসাও এস্থলে অনাবশ্যক, সুতরাং এক্ষণে অন্যান্য বিষয়ই বক্তব্য।

এই ঘাটের উপরে একটি কুণ্ড আছে, তাহাকে "চক্রতীর্থ" বা "বিষ্ণুখনিত" বলে, এরূপ বিশ্বাস যে, একদা সুদর্শন-চক্র দ্বারা বিষ্ণু ইহা খনন করিয়া, ইহার জলে মহাদেবের তপস্যা করেন, এক্ষণে বৈদেশিক যাত্রিরা ইহাতে স্নান-তর্পণ করে। অপর, এই ঘাটের জনতার কথা কি বলিব! প্রত্যহ মণিকর্ণিকাতে যাও, সূর্য্যোদয় হইতে দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত একটি মেলার মত লোক দেখিতে

পাইবে! ওদিকে চক্রতীর্থের পাণ্ডারা চক্রতীর্থে স্নান-তর্পণ করিয়া পিতৃলোক উদ্ধার করিতে বলে, এদিকে মণিকর্ণিকার পাণ্ডারা মণিকর্ণিকায় স্নান-তর্পণ করিতে আহ্বান করিয়া ঐরূপ আশ্বাস দিয়া থাকে, সুতরাং আগন্তু ব্যক্তি প্রথমতঃ কি করিবে কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারে না, কেবল হতাবাস স্বাতন্ত্র্য বিহীনের ন্যায় ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

অনন্তর চক্রতীর্থের কিঞ্চিৎ উপরে সুপ্রশস্ত সোপান-গ্রথিত একটি অত্যুচ্চ মন্দির আছে, প্রথম দৃষ্টে উহা একটি অট্টালিকা সদৃশ বোধ হয়, কিন্তু উহা তারকে-শ্বরের মন্দির, উহাতে তারকেশ্বর নামে একটি শিবলিঙ্গ এবং বিষ্ণুর চরণ-পাদুকা স্থাপিত আছে। ঐ মন্দি-রের নৈর্ঋত কোণে প্রায় ৬০০ হাত, ললিতাঘাটের পশ্চিমে ৪০০ হাত, এবং মানমন্দিরের বায়ুকোণে অন্যূন ৫০০ হাত ব্যবহিত একটি সঙ্কীর্ণ পথের ধারে এক দক্ষিণ-দ্বারী চতুরস্র প্রাঙ্গণমধ্যে বিশ্বেশ্বরের মন্দির সংস্থিত, ঐ প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে যে সকল গৃহ আছে, তাহাতে শিবলিঙ্গ এবং অন্যান্য অনেক প্রকার বিগ্রহ স্থাপিত আছে, এবং বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে একটি সুচিক্কণ প্রস্তর-ময় লিঙ্গাধার কুণ্ডে বিশ্বেশ্বর সংস্থিত, এই স্থানে প্রত্যহ দুই বেলাই শত শত স্ত্রী-পুরুষ দৃষ্ট হয়, এবং চারি দিক হইতে কেবল "বম্, বম্, মহাদেব" ভিন্ন আর কিছুই শুনা যায় না, অপর এই চতুঃশালক এবং মন্দি-রটি রাণী ভবানীর নির্ম্মিত এবং মন্দিরের চূড়া কয়েকটি

পঞ্জাবের পূর্ব্বতন মহারাজ রণজিৎ সিংহ কর্ত্তৃক স্বর্ণমণ্ডিত হইয়াছে।

বিশ্বেশ্বরের চতুঃশালক হইতে বাহির হইয়া, যে সঙ্কীর্ণ পথের ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ হইয়াছে, সেই পথদিয়া নৈর্ঋত কোণের দিকে ন্যূনাতিরেক ১৫০পদ গেলে বামপার্শ্বে একটি চতুরস্র প্রাঙ্গণের বহির্দ্বার দৃষ্ট হয়, উহার সন্নিহিত অনেক ভিক্ষাজীবী বসিয়া থাকে। ঐ দ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইলে সম্মুখেই উল্লেখিত প্রাঙ্গণ মধ্যে অন্নপূর্ণার মন্দির ও নাটমন্দির দেখাযায়, নাটমন্দিরটি পূর্ব্ব-পশ্চিম দীর্ঘ, উহার ছাদ-সংযুক্ত পূর্ব্বদিকে অন্নপূর্ণার মন্দির সংস্থিত, এবং তন্মধ্যে এক প্রস্তরময় পদ্মাসনে অন্নপূর্ণা সংস্থাপিত আছেন, অন্নপূর্ণার শৃঙ্গারসময়ে নানাপ্রকার বহুমূল্যের আভরণে বিভূষিত দেখাযায়, তাহার অধিকাংশ রাণীভবানীর প্রদত্ত, এবং বর্ত্তমান মন্দিরটি পুণার মহারাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়।

বিশ্বেশ্বরের চতুঃশালকের অব্যবহিত পূর্ব্বদিকে একটি ক্ষুদ্র পথ আছে, ঐ পথ দিয়া কিঞ্চিৎ উত্তরাভিমুখে গিয়া, তৎপরে কয়েক পদ পশ্চিম মুখে গেলে, বাম পার্শ্বে একটি মসজীদ দৃষ্ট হয়, উহা বিশ্বেশ্বরের চতুঃশালকের অব্যবহিত বায়ুকোণে সংস্থিত, এবং "অরঙ্গজিব-মসজীদ" বলিয়া বিখ্যাত। প্রথিত আছে ঐ মসজীদ-ভূই বিশ্বেশ্বরের প্রাচীন মন্দির-সংভুক্ত ছিল, কিন্তু আর্য্যধর্ম্মবিদ্বেষোন্মত্ত সম্রাট সেই মন্দির সমুৎপাটন করিয়া ঐ মসজীদ স্থাপন করেন। কি আশ্চর্য্য! পৃথিবীর কি

চঞ্চল গতি! যে কাশীর পল্লীতে পল্লীতে পুরদ্বার, এমন কি, মক্ষিকারও প্রবেশ করা ভার, যে কাশীর উত্তর-দক্ষিণ দুই দিকে দুইটি সুদৃঢ় প্রস্তরময় দুর্গ, যাহার তোরণদ্বারে শ্রেণীভেদে শত শত সৈন্য-সেনানী পর্য্যায়ক্রমে দিবা-রাত্রি দণ্ডায়মান থাকিত, যে কাশীর সংরক্ষণে কাশ্মীরের অধিত্যকা হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমুদয় আর্য্যবংশীয়েরা ঐক্যবাক্য, সেই কাশীর অভ্যন্তরে এই দুর্ঘটনা যে, আর্য্যদিগের সর্ব্বপ্রধান দেবতা বিশ্বেশ্বর মুসলমান সম্রাট কর্ত্তৃক দূরীভূত হইয়া মাতৃহীন বাল-কের ন্যায় বিষণ্ণবদনে বঙ্গীয় রাজ্ঞীর আশ্রয় গ্রহণ করে!

অপর, উপরোক্ত মসজীদের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকে একটি বৃহৎকূপ আছে, তাহাকে "জ্ঞানবাপী" বলে, এরূপ বিশ্বাস যে একদা একক্রমে দ্বাদশ বর্ষ বৃষ্টি না হওয়ায়, প্রকৃতি-পুঞ্জের অসাধারণ ক্লেশ হইয়াছিল, তদ্দৃষ্টে জনৈক দেবর্ষি মহাদেবের ত্রিশূল দ্বারা এই স্থানে মৃত্তি-কাঘাত করাতে এই কূপটি খাত হয়, এবং ইহা হইতে অনর্গল জল নির্গত হওয়ায়, সাধারণ কষ্ট দূর হয়, তৎ-পরে মহাদেব স্বয়ংই ইহাতে প্রবেশ করেন। এক্ষণে ইহাতে যাত্রিদিগের প্রক্ষিপ্ত ফুল জল বিল্বপত্র বিগলিত হইয়া ইহা হইতে একটি পুতিগন্ধ নির্গত হয়, তাহা নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর। অপর, এই কূপের উপর একটি কারুকার্য্য বিশিষ্ট শ্রেণীভূত স্তম্ভাশ্রয় প্রস্তর-গৃহ আছে, তাহা গোয়ালিয়রের ভূতপূর্ব্ব অধীশ্বর মহারাজ

উলংরাও সিন্ধিয়ার বিধবা রাজ্ঞী বাইজা বাই কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়।

ইতঃপূর্ব্বে মণিকর্ণিকার উল্লেখ হইয়াছে, এক্ষণে উহার উত্তরে যে সকল ঘাট তাহাই বক্তব্য। মণিকর্ণিকার উত্তরে যথাক্রমে সঙ্কটা ঘাট, বেণীরাম পণ্ডিতের ঘাট, ও সিন্ধিয়া ঘাট, শেষোক্ত ঘাটটি বাইজাবাই কর্ত্তৃক বিপুল-ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। ইহার পরে রামঘাট, এই ঘাটে চৈত্র মাসে রামনবমী উপলক্ষে মহাসমারোহে একটি মেলা হয়। অপর, মণিকর্ণিকার তট হইতে এই ঘাটের তট পর্য্যন্ত সমুদয় ঔপকূলিক লোকালয়ে "চক" এবং "চৌথাম্বা" প্রভৃতি স্থান, এই সকল স্থানে অনেক ভাগ্যবন্ত বণিক বাস করে। বনারস ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সংসারের মধ্যস্থল, সুতরাং লাকপতি, ক্রোরপতি যা দেখিতে চাহ এই সকল স্থানে দেখিতে পাইবে। চকের উত্তরে কালভৈরব-টোলা, ঐস্থানে একটি মন্দিরমধ্যে কাল ভৈরব * প্রতিষ্ঠিত, কালভৈরবের মন্দিরটি পুণার বাজি রাও কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়, এবং উহার অনতিদূরে কালকূপ ও দণ্ডপাণির মন্দির সংস্থিত, দণ্ডপাণির প্রতিমূর্ত্তি ও মন্দির রাণীভবানীর প্রতিষ্ঠিত।

কাল ভৈরবের মন্দিরের উত্তরে প্রায় ১০০০ পাদ ব্যব-

* কালভৈরবের একটি জাঁতা কথিত হইয়া থাকে, এরূপ বিশ্বাস যে, মৃত্যুর পর পাপাত্মা উহাতে সম্মর্দ্দিত হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তি লাভের যোগ্য হয়।

হিত "বৃদ্ধকাল" নামে এক পল্লী আছে, ঐ পল্লীতে কীর্ত্তি-বিশ্বেশ্বরের মন্দির সংস্থিত, ঐ মন্দির-সক্রান্ত দ্বাদশটি বৃহৎ চতুঃশালক ছিল; কিন্তু তাহার অনেক গৃহ ও মন্দির সম্রাট অরঙ্গজিব কর্ত্তৃক সমুৎপাটিত হয়, এবং অবশিষ্ট যাহা ছিল, তাহার কতক এক্ষণে লোকালয়-সংভুক্ত ও কতক অসংস্কৃতাবস্থায় আছে, বস্তুতঃ উহার তুল্য প্রাচীন মন্দির কাশীতে আর লক্ষিত হয় না। উহার অনতিদূরে একটি প্রাচীন মসজীদ আছে, তাহাকে "আলমগীর মসজীদ" বলে, তাহা অরঙ্গজিবের প্রতিষ্ঠিত, এবং বোধ হয় কীর্ত্তিবিশ্বেশ্বরের মন্দিরের মাল মসল্লা দিয়াই নির্ম্মিত হইয়া থাকিবেক, ঐ মসজীদের ললাটদেশে কোরানশরিফ-উদ্ধৃত এই শ্লোকটি অঙ্কিত আছে, যথা,—

"ফবাল্লে ওবা্ হকাশৎ রোল্ মসজীদীল হারাম।"

হিজরি সন ১০৭৭।

অর্থাৎ এই মহাজন-মন্দির সম্মুখে সম্মুখীন হও।

অপর ইতঃপূর্ব্বে রামঘাটের উল্লেখ হইয়াছে, উহার উত্তরে নানারাও পেশওয়ার ঘাট, কিন্তু লক্ষণ বালার ঘাট বলিয়া প্রসিদ্ধ। তৎপরে বেণিমাধবের ঘাট, ঐ ঘাটের তটে বেণিমাধবের * মন্দির সংস্থিত, কিন্তু উহাতে

* আধুনিক কোন ভূগোল-বেত্তা এস্থলে বিন্দুমাধব উল্লেখ করেন, কিন্তু বিন্দুমাধবের যোগার্থের কোন অর্থ নাই, এবং উহা স্থানীয় পরম্পরাগত প্রাচীন বৃত্তান্ত মূলকও বোধ হয় না।

সম্রাট অরঙ্গজিবের সময় মসজীদ স্থাপিত হয়, উহার দুই পার্শ্বে ছাদ হইতে আনুমানিক ১০০ হাত, এবং মন্দির-পাদ হইতে প্রায় ১৫০ হাত উচ্চ দুইটি বক্র সোপান শূন্য-গর্ভ স্তম্ভ আছে, তাহার উপর উঠিলে সমুদয় কাশী দৃষ্ট হয়, এবং তাহাকে বাঙ্গালিরা "বেণি-মাধবের ধ্বজা" এবং হিন্দুস্থানিরা "মাধুদাস* কা ধড়ারা" বলে।

বেণিমাধবের ঘাটের উত্তরে পঞ্চগঙ্গার † ঘাট, এই ঘাটে কার্ত্তিক মাসে কাশীবাসিগণ প্রাতঃস্নান করে, তাহাতে প্রতিদিন চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে সূর্য্য-অনুদয় পর্য্যন্ত অধিক জনতা হয়, এবং কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় ইহার তটে মহাসমারোহে একটি মেলা হয়। ইহার পরে দুর্গাঘাট ও তৎপরে রাজমন্দির ঘাট, এই ঘাটে

---

* প্রথিত আছে বেণিমাধব দাস নামক জনৈক ভাগ্যধর বীতস্পৃহ বাঙ্গালী তীর্থবাসোদ্দেশে প্রথমতঃ পুরুষোত্তম গিয়াছিল, কিন্তু সে স্থান মনোনীত না হওয়ায়, কাশীতে আসিয়া এই মন্দির এবং ঘাট নির্ম্মাণ করে।

† এরূপ বিশ্বাস যে, এখানে পাঁচটি নদী মিলিত হইয়াছে, এবং তজ্জন্য ইহা আর্য্যদিগের একটি মহাতীর্থ, যথা—

> কিরণা ধূতপাপা চ পুণ্যতোয়া-সরস্বতী।
> গঙ্গা চ যমুনা চৈব পঞ্চ নদ্যোঽত্র কীর্ত্তিতাঃ॥
> অতঃ পঞ্চনদং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
>
> কাশীখণ্ড।

চৈত্রমাসে রাজপুতনার মারওয়াড়িদিগের উদ্‌যোগে একটি মেলা হয়। অতঃপর যথাক্রমে শীতলাঘাট, গয়াঘাট, ব্রহ্মাঘাট, ও ত্রিলোচনঘাট, এই ঘাটে গঙ্গা হইতে ত্রিলোচনের মন্দির পর্য্যন্ত সুপ্রশস্ত প্রস্তর-সোপান গ্রথিত আছে। ত্রিলোচনের মন্দিরটি পুণার নাথুবালা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়, এবং ইহার সন্নিহিত বৈশাখী অক্ষয়-তৃতীয়ায় মহাসমারোহে একটি মেলা হয়। ইহার পর রাজঘাট, এই ঘাটে গঙ্গার অপর তটবর্ত্তী লৌহ-বর্ত্ম-স্থানীয় হইতে নৌকা-সেতুতে একটি পথ আসিয়া সৈনিকাবাসে প্রগত হইয়াছে, ঐ পথ দিয়া পশ্চিমাভিমুখে গেলে স্থানে স্থানে অনেক প্রাচীন চিহ্ন লক্ষিত হয়। রাজঘাটের উপর একটি প্রাচীন কবরো-স্থান আছে, বোধ হয় ঐ স্থানে কোন কালে বৌদ্ধ-মন্দির ছিল, কিন্তু তাহা সমুৎপাটন করিয়া ঐ কবরো-স্থান নির্ম্মিত হয়। ঐ স্থান হইতে পশ্চিমে আদ ক্রোশ ব্যবহিত "কপিলমোচন" নামে একটি প্রাচীন জলাশয় আছে, উহার ঘাট সমুদয় প্রস্তর-ময় ও সুদৃঢ়, এবং উহার উত্তরতীরে একটি প্রাচীন স্তম্ভ আছে, তাহাকে স্থানীয় লোকে "মহাদেবকা লাট" বা "শিবস্তম্ভ" বলে। এই জলাশয়ের অনতিদূরে আলি-পুর নামে এক পল্লী আছে, তথাতে বৌদ্ধ-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও অনেক প্রকার বৌদ্ধ-প্রতিকৃতি দৃষ্ট হয়।

রাজঘাটের উত্তরে ফুটই কোটের ঘাট, এবং তৎপরে বরুণা-সঙ্গম ঘাট, ইহাকে আদিকেশব ঘাটও বলে, এই

স্থানে বরুণা নামে একটি ক্ষুদ্র সরিৎ পশ্চিম দিক হইতে বক্র গতিতে আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে, ইহার সঙ্গমতীরে কয়েকটি মন্দির আছে, শুনা যায়, মহারাজ সিন্ধিয়ার জনৈক প্রধান মন্ত্রী উহা নির্ম্মাণ করেন, উহার মধ্যে আদিকেশব, সূর্য্য, ব্রহ্মা ও সঙ্গমেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে, এবং উহার সন্নিহিত একটি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, বোধ হয়, প্রাচীন কাশী-রাজেরা এই দুর্গেই বাস করিতেন। ইহার অব্যবহিত পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র উচ্চ প্রান্তর আছে, তাহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৫২০ হাত, এবং প্রস্থও অন্যূন ৮০০ হাত হইবে, বোধ হয় কাশী-রাজাদিগের সময় তাহাতে সৈনিক-ব্যায়াম হইত। সৈনিক দৃষ্টে স্থানখানি যেরূপ সুরক্ষিত তাহা কেবল সমর-নিপুণ সৈনিক পুরুষই অনুভব করিতে পারেন। উহার অগ্নিকোণে গঙ্গা, ও উত্তরে ও ঈশানকোণে বরুণা, এবং মরুৎকোণে একটি প্রাকৃতিক খাত, বোধ হয়, উহাই কোন কালে বরুণা-গর্ভ ছিল।

বরুণা-সঙ্গমের উত্তরে, কিন্তু কিঞ্চিৎ পশ্চিমোত্তর কোণাংশে প্রায় আদ ক্রোশ ব্যবহিত একটি প্রাচীন জলাশয় আছে, তাহাকে "সোনেকা তলাউ" বা "স্বর্ণ-সরোবর" বলে, তাহার ঠিক মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ স্তম্ভ আছে, এবং ঘাটের উপর অনেক বৌদ্ধ-প্রতিকৃতি দৃষ্ট হয়, বোধ হয়, ইহা সারনাথ হইতে নীত হইয়া থাকিবেক।

অপর উপরোক্ত জলাশয়ের অন্যূন একক্রোশ উত্তরে এক মন্দিরমধ্যে সারনাথ মহাদেব স্থাপিত আছেন, ঐ মন্দির সন্নিহিত সমুদয় লোকালয়ও সারনাথ বলিয়া প্রসিদ্ধ। সারনাথের অব্যবহিত পশ্চিমে ধমেগ* নামে এক প্রান্তর আছে, উহাতে বৌদ্ধ-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ঐ স্থানেই শাক্য †

---

* ধমেগ ধর্ম্মমৃগের অপভ্রংশ। প্রথিত আছে প্রাচীনকালে কাশীবাসিগণ ধর্ম্মার্থ মৃগ পালন করিত, এবং সেইসকল মৃগ এই স্থানে বিচরণ করিত বলিয়া ইহার নাম ধমেগ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, প্রাচীন কালে এই স্থান "ইষ্টপ্রাপ্তম্ মৃগ-গেহ বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

† ইহাঁর আর এক নাম গৌতম ছিল, ইনি খৃষ্টীয় শকারম্ভের ৬৩০ বৎসর পূর্ব্বে পাটলিপুত্রের অন্তর্গত কপিলবস্তু নগরের রাজ-ভবনে জন্ম গ্রহণ করেন। কপিলবস্তুকে এক্ষণে "রাজ-গৃহ" বলে, এবং ঐস্থান একটি বিজন নগরের মত, আধুনিক পাটনার অগ্নি-কোণে ২০ ক্রোশ ব্যবহিত বিন্ধ্যপাদে সংস্থিত। ত[illegible] বৌদ্ধ-গ্রন্থে গৌতম-চরিত্র যেরূপ লিখিত আছে, তাহাতে তাঁহার শৈশবকালীয় গাম্ভীর্য্য ও চিন্তাশীলতাতে ইহা স্পষ্টই বোধ হইত যে, তিনি কোন মহৎকর্ম্ম সম্পাদনের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমেই বীতস্পৃহ হইয়া সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন, এবং আধুনিক গয়া হইতে চারি ক্রোশ পূর্ব্বদিকে (যে স্থান এক্ষণে বৌদ্ধগয়া বলিয়া প্রসিদ্ধ) এক অশ্বত্থমূলে ইন্দ্রিয় সংযমে কালক্ষেপ করেন, কিছু দিন পরে ঐ স্থান হইতে "মুক্তি" প্রাপ্ত হইয়া বৌদ্ধ নাম ধারণ করত তিনি বারাণসীর উত্তরে সারনাথে আসিয়া স্বমত প্রচারে প্রবৃত্ত হন এবং খৃঃ অব্দের ৫১০বৎসর পূর্ব্বে, এবং তাঁহার অশীতি বৎসর বয়সে উত্তর-কোশলাতে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

মুনি বৌদ্ধ-মত প্রচার করেন, এবং তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র মহারাজ অশোক ও বঙ্গাধিপ মহীপাল, শ্রীপাল, বসন্তপাল ও ভুপাল প্রভৃতি সম্রাটগণ কর্ত্তৃক ঐ ধর্ম্ম সমাদৃত হইয়া, দেশ দেশান্তরে প্রচারিত হয়। এক্ষণে আমরা যেমন স্থানে স্থানে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক দেখিতে পাই, উল্লেখিত সম্রাট-গণের রাজত্বকালে সেইরূপ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রচারক ভিন্ন ভিন্ন জনপদে প্রেরিত হইত, এমনকি ধর্ম্ম-প্রচারিকার কথা কেহ কখন শুনেন নাই, কিন্তু মহারাজ অশোকের সময়ে তাহাও শুনা যায়। প্রথিত আছে কুণ্ডিন নগরে ব্যাসদেব নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার সঙ্ঘামিত্রা নাম্নী এক দুহিতা এবং মহেন্দ্র নামে এক পুত্র ছিলেন, উভয়ই সুপণ্ডিত, এবং উভয়ই বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-ঘোষণার্থ লঙ্কায় প্রেরিত হইয়াছিলেন।

অনন্তর, ধমেগ প্রান্তরে এক্ষণে কেবল দুইটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে, এতদ্ভিন্ন কোন খানে ভগ্ন গৃহের পত্তন, কোন খানে প্রস্তরময় বৃহৎ কূপ, কোন খানে খণ্ড-প্রতিকৃতি, কোন খানে প্রস্তরখণ্ড, কোন খানে স্তূপাকার ইষ্টক, এবং কোন খানে ভগ্ন-স্তম্ভ দৃষ্ট হয়, ফলতঃ এই স্থান যে কোন সময়ে অট্টা-লিকা-সদৃশ ছিল, তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। খৃঃ অব্দের পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধ-মতাবলম্বী ফহিয়ান এবং সপ্তম শতাব্দীতে হিয়েন থসাঙ্গ চিন হইতে বৌদ্ধ-মন্দির দর্শনার্থে ধমেগে আইসেন, তাঁহাদিগের বর্ণ-

মাতেও ইহা প্রতীত হয় যে, বৌদ্ধ-মন্দিরের সমুদয় গৃহ বহু ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং তাঁহারা আর বলেন যে, এই মন্দিরের অধীন বহুব্যয়-সাধিত আর ত্রিশটি মন্দির বারাণসীর স্থানে স্থানে ছিল, তাহাতে অনুান তিন সহস্র বৌদ্ধ বাস করিতেন।

এই দুইটি চিন-পর্য্যটকের নিকট শুনা যায় যে, ইহাঁরা যে যে সময়ে এদেশে আসিয়াছিলেন, তত্তৎ কালে এদেশের প্রায় সকল স্থানে, বিশেষতঃ ব্রহ্মাবর্ত্তে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিলক্ষণ চর্চ্চা ছিল।

অপর, সময়ে সময়ে ধমেগের মন্দির-ভিত্তি খনন করাতে, অনেকে অনেক দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। একদা প্রিন্সেপ সাহেব এক ভিত্তি-মধ্যে একটি স্থালীতে কিঞ্চিৎ ভস্ম ও পালী অক্ষরে লিখিত একটি প্রাচীন শ্লোক পাইয়াছিলেন, সেই শ্লোকটি এ স্থলে অবিকল বাঙ্গলা অক্ষরে উদ্ধৃত হইল, যথা,—

যে ধর্ম্মহেতুপ্রভবা হেতুতেষাং তথাগতো হ্যবদৎ তেষাং চয়োনিরোধ এবং বাদী মহাশ্রমণঃ॥

প্রথিত আছে শাক্যমুনির পরলোক প্রাপ্তির পর, উত্তরভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ-মতাবলম্বী রাজগণ, তাঁহার মৃত দেহ লওয়ার জন্য পরস্পর কলহকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু শাক্যমুনির কতিপয় শিষ্য তাৎকালিক কলহ নিবারণার্থ কৌশলক্রমে শবদাহ করিয়া, উপস্থিত রাজগণকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শবদাহকৃত ভস্ম এবং বৌদ্ধ-

ধর্ম্মমূলক একটি শ্লোক লিখিয়া দিয়া বিদায় করেন। বোধ হয় উল্লেখিত স্থালী ঐ সকল রাজাদিগের মধ্যে কাহারো কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল, অপর উপরোক্ত শ্লোকটি যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মমূলক তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই, যেহেতু বেহার অঞ্চলের অনেক জৈনমন্দিরে, বিশেষতঃ রাজগৃহের কোন কোন প্রতিকৃতিতে ঐ শ্লোকটি অঙ্কিত আছে।

সারনাথের নৈঋর্ত কোণে কিঞ্চিৎ ব্যবহিত "শিক-রৌল" নামে এক শাখানগর আছে, উহা কাশীর বায়ুকোণে অন্যূন দেড়ক্রোশ দূরে, কাশী হইতে বরুণার অপরতীরে সংস্থিত, ঐ স্থানে ধর্ম্মাধিকরণ, সৈনিকাবাস, ও বৈদেশিক পণ্যালয় সমুদয় স্থাপিত আছে, তদ্ভিন্ন অনেক আশ্রিত রাজ্যের নির্ব্বাসিত রাজ-গণ নিবেশিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে কুর্গের রাজ-পরি-বারই প্রসিদ্ধ।

কাশীর পশ্চিম প্রান্তে "পিশাচমোচন" নামে একটি জলাশয় আছে, উহার পূর্ব্বতীরে ঘাটের উপর এক মন্দির মধ্যে একটি শিবলিঙ্গ এবং তৎপার্শ্বে পিশাচের মস্তক স্থাপিত আছে, এই জলাশয়টি আর্য্যদিগের একটি তীর্থ, এবং ইহার তীরে প্রতিবৎসর অগ্রহায়ণ মাসে একটি মেলা হয়, তাহাকে "লোটাভাঁটার মেলা" বলে।

কাশীর নৈঋর্ত কোণে সূর্য্যাকুণ্ড নামে একটি জলাশয় আছে, উহার পূর্ব্বতীরে সূর্য্যনারায়ণের প্রতিমূর্ত্তি এক

মন্দিরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত, ঐ মন্দিরটি কোটাবুন্দীর মহারাজ কর্তৃক নির্ম্মিত হয়, এবং উহা যাত্রিদিগের দর্শনীয়।

কাশীর দক্ষিণে অন্যূন আদক্রোশ ব্যবহিত "দুর্গাকুণ্ড" নামে একটি জলাশয় আছে, উহার দক্ষিণতীরে দুর্গার মন্দির প্রতিষ্ঠিত, ঐ মন্দির এবং কুণ্ড রাণী ভবানীর নির্ম্মিত, উহার সন্নিহিত প্রতিবৎসর চৈত্র মাসে নয় দিন যাবৎ মহাসমারোহে একটি মেলা হয়, তাহাকে "নবরাত্রির মেলা" বলে।

দুর্গাকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে কিঞ্চিৎ ব্যবহিত একটি প্রস্তর-সোপান বিশিষ্ট সরোবর আছে, তাহাকে "কুরুক্ষেত্র-সরোবর" বলে, প্রথিত আছে রাণী ভবানী কুরু-ক্ষেত্র-সরোবরের অনুকরণে এই সরোবরটি নির্ম্মাণ করেন।

কুরুক্ষেত্র-সরোবরের ঈশান কোণে বহু-ব্যয়-নির্ম্মিত প্রস্তর-সোপান-গ্রথিত একটি কুণ্ড আছে, তাহাকে "লোলারিককুণ্ড" বলে, তাহা অংশতঃ রাজ্ঞী অহল্যা বাই কর্ত্তৃক, এবং অংশতঃ বেহারের অনেক রাজা ও অমৃত রাও কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়।

কাশীর অগ্নিকোণে গঙ্গার অপরতীরে প্রায় দেড় ক্রোশ ব্যবহিত রামনগর নামে একটি উপনগর আছে, উহাকে "ব্যাসকাশী"ও বলে, ঐ স্থানের প্রাসাদ হইতে ঈশান কোণে অন্যূন আদ ক্রোশ ব্যবহিত একটি জলাশয় আছে, তাহার পূর্ব্বতীরে বহু-ব্যয়-নির্ম্মিত একটি মন্দির আছে, মহারাজ চেত-সিংহ

উহার আরম্ভ করিয়াই পরলোক গমন করেন, তৎপরে বর্ত্তমান কাশীনরেশ কর্ত্তৃক উহা সম্পূর্ণ হয়, উহাতে নৈপুণ্যশীল কারু-হস্ত বিনির্ম্মিত অনেক দেব-দেবী ও ঋষিকুলের প্রতিমূর্ত্তি সুচারুরূপে অঙ্কিত আছে।

কাশীতে যে সকল মেলা হইয়া থাকে ইতঃপূর্ব্বে প্রায়ই তাহার উল্লেখ হইয়াছে, এক্ষণে একটি মেলার বিষয় বক্তব্য, ইহার নাম "বুড়ামঙ্গলের মেলা," ইহা দোলযাত্রার পর মঙ্গলবারের সায়ংকাল হইতে নৌকার উপর অনুষ্ঠিত হইয়া, সমুদয় রাত্রি, এবং পর দিন দুই প্রহর পর্য্যন্ত থাকে, ইহার আনুষঙ্গিক নৃত্য-গীত রঙ্গ রহস্য সমুদয় নৌকার উপরই হয়।

কাশী সংস্কৃত ভাষার একটি প্রাচীন সমাজ, এই স্থানে প্রাচীন কালে যে কয়েক জন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার জন্ম গ্রহণ করেন তাঁহারদিগের নাম এ স্থলে সন্নিবেশিত হইল, যথা, সিদ্ধান্তকৌমুদী-প্রণেতা ভট্টোজি দীক্ষিত, প্রক্রিয়াকৌমুদী-প্রণেতা কৃষ্ণভট্ট, মধ্যকৌমুদী প্রণেতা বরদরাজ, মঞ্জুষাবৃত্তি-প্রণেতা বৈদ্যনাথ ভট্ট, এবং শেখর-প্রণেতা নাগোজি ভট্ট।

—o—

পঞ্চক্রোশী তীর্থ।

কাশীবাসিগণ এবং বৈদেশিক যাত্রিরা উভয়েই "পঞ্চক্রোশী তীর্থ" পর্য্যটন অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া

জানেন। যাঁহারা এই তীর্থ পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা প্রথম দিন মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের অনতিদূরে সাক্ষী-গণেশ দর্শন-পূর্ব্বক অসী-সঙ্গমে যান এবং তথায় স্নান করিয়া, জগন্নাথ দর্শন করত জগন্নাথের মন্দিরের ৪ ক্রোশ পশ্চিমে কাঁধোয়া গ্রামে গিয়া রাত্রি বাস করেন, কাঁধোয়া কর্দ্দমেশ্বরের অপভ্রংশ, ঐ গ্রামে দুইটি মন্দির মধ্যে কর্দ্দমেশ্বর ও সোমেশ্বর নামে দুইটি শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে, এবং চন্দ্রকূপ নামে একটি কুণ্ড আছে, ঐ সমুদয় যাত্রিদিগের দর্শনীয়। দ্বিতীয় দিনে পঞ্চক্রোশী তীর্থার্থিগণ কর্দ্দমেশ্বর হইতে বায়ুকোণে ৬ ক্রোশ ব্যবহিত "ভীমচণ্ডী" গ্রামে গিয়া অবস্থিত হন, ঐ গ্রামে এক মন্দির মধ্যে চণ্ডীর একখানি প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। তৃতীয় দিনে তাঁহাদিগকে ভীমচণ্ডীর বায়ুকোণে ৮ ক্রোশ ব্যবহিত "রামেশ্বরে" গিয়া থাকিতে হয়, রামেশ্বর বরুণা নদীর দক্ষিণ তীরে সংস্থিত, ঐ গ্রামে এক মন্দির মধ্যে রামেশ্বর নামে একটি শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। চতুর্থ দিনে তাঁহারা রামেশ্বরের ঈশান কোণে ৫ ক্রোশ ব্যবহিত "শিবপুরে" গিয়া থাকেন, ঐ গ্রামে এক মন্দির মধ্যে পঞ্চপাণ্ডবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। অতঃপর পঞ্চক্রোশী তীর্থার্থিগণ পঞ্চম দিনে শিবপুরের পূর্ব্বদিকে ৪ ক্রোশ ব্যবহিত "কপিলধারা" গিয়া অবস্থিত হন, এবং অবশেষে ষষ্ঠ দিনে কপিলধারার দক্ষিণে ২ক্রোশ ব্যবহিত বরুণা-সঙ্গমে

স্নান করিয়া, তৎপরে মণিকর্ণিকায় স্নান করত, সাক্ষী-গণেশ দর্শন পূর্ব্বক আপন আপন গৃহে প্রত্যাগত হন।

পঞ্চক্রোশী তীর্থের পথ সুপ্রশস্ত, ইহার দুই পার্শ্বে যথা-শ্রেণী বৃক্ষ আছে, এবং স্থানে স্থানে কূপ, পুষ্করিণী ও ধর্ম্মশালা স্থাপিত আছে, এ সমুদয় রাণী ভবানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়।

—o—

মির্জাপুর।

জেলা মির্জাপুরের উত্তরে বনারস, পূর্ব্বদিকে বাঙ্গালা প্রদেশাধীন শাহাবাদ, দক্ষিণে রিমার অন্তর্ভুক্ত রাজগড় প্রভৃতি স্থান এবং পশ্চিমে এলেহাবাদ। লোকসংখ্যা ১০,৫৪,৪১৩, গ্রাম ৫,৩৭৬, রাজস্ব ১,০০,৬৭,৬৪৭।

তহসীল।	পরগণা।
হুজুর তহসীল	উপ্রোধ, চৌরাশী, কোণ, মাঝ্বা, কস্বা।
চরণাদ্রি, চুণার, চরণার গড় বা চণ্ডাল গড়	কিরাত শিখর, ভোলী, আর্হোরা, ভগবৎপুর, হাবেলিচুনার, তালুক শক্তেশগড়, কান্তিদ।
কোঁড়	ভদোহী।
চুকিয়া	মুঙ্গরোর।

মির্জাপুর একটি ব্যবহারিক ও সৈনিক নগর, ৭৫০০০ লোকের বসতি, এলেহাবাদের পূর্ব্বদিকে কিন্তু কিঞ্চিৎ

এলেহাবাদ বিভাগ।

এই বিভাগের উত্তরে, অযোধ্যা প্রদেশ, পূর্ব্ব দিকে বনারস বিভাগ ভুক্ত জৌনপুর, বনারস ও মির্জাপুর, দক্ষিণে বুন্দেলখণ্ড ও রিমার আশ্রিত রাজ্য, এবং পশ্চিমে আগরা বিভাগ ভুক্ত এটাওয়া ও করেখাবাদ। এই বিভাগান্তর্ভুক্ত এলেহাবাদ, হমীরপুর ও বাঁদার জেলায় স্থানে স্থানে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে, কিন্তু সে সমুদয় বিন্ধ্যগিরির ঐকদেশিক ভিন্ন স্বতন্ত্র পর্ব্বত বলিয়া হৃদ্বোধ হয় না।

—— ——

এলেহাবাদ।

এই জেলার উত্তরে অযোধ্যাপ্রদেশাধীন প্রতাপগড়, পূর্ব্বসীমায় জৌনপুর, বনারস ও মির্জাপুর, দক্ষিণে বুন্দেলখণ্ড ও রিমার আশ্রিত রাজ্য, এবং পশ্চিমে ফতেপুর। লোকসংখ্যা ১৩,৯৩,১৮৩, গ্রাম ৩[illegible]৪, রাষ্ট্র ৫৩,৫২,৯৪০।

তহসীল।	পরগণা।
চায়েল	চায়েল (প্রয়াগ নগর এবং সৈনিকাবাস)
পশ্চিম সরায়	অথর্ব্বণ, করালী।
কর্হা	কর্হা।

তহসীল।	পরগণা।
সুরাঁও	সুরাঁও, নবাবগঞ্জ, চৌহারী-মির্জাপুর।
কেওয়াই	কেওয়াই, মাহি।
সেকেন্দ্রা	সেকেন্দ্রা, ন্যূসী।
আরায়েল	আরায়েল।
বারে	বারে।
খায়রাগড়	তাল বড়কর, তাল চৌরাশী, তাল দয়া, তাল কোঁঢ়ওয়ার, তাল খুরকা, তাল মেঁড়া।

এলেহাবাদ * উ. প. অঞ্চলের রাজধানী, ৭২০০০ লোকের বসতি, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমতীরে সংস্থিত, ইহার প্রাচীন নাম প্রয়াগ †, এবং ইহা আর্য্যদিগের একটি তীর্থ ‡। এই নগর পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ, ইহার কিঞ্চিদ্দূর

---

* এলেহাবাদ যাবনিক শব্দ, এলাহি এবং আবাদ হইতে উৎপন্ন, এলাহির অর্থ পরমেশ্বর, এবং আবাদের অর্থ স্থাপন।

† প্রয়াগের ধাত্বর্থ "প্রকর্ষেণ যাগঃ প্রয়াগঃ" অর্থাৎ সমাধানোপযোগী স্থান।

‡ প্রয়াগে প্রতিযাত্রস্তু বেজনত্রয় মিষ্যতে।
ক্ষৌরং কুর্য্যাতু বিধিবৎ ততঃ স্নানং সিতাসিতে॥
নির্ণয়সিন্ধু, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

উত্তরে ও অব্যবহিত পূর্ব্বদিকে গঙ্গানদী প্রবাহিত হই-তেছে, এবং দক্ষিণ দিক দিয়া যমুনানদী প্রবাহিত হইয়া নগরের ঠিক অগ্নিকোণে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। যমুনা-সঙ্গম ঘাট আর্য্যদিগের একটি তীর্থ, উহাকে "ত্রিবেণীর ঘাট" বলে, কেমনা এরূপ বিশ্বাস যে, সরস্বতী নামে আর একটি অন্তঃসলিলা নদী ঐ স্থানে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার কিছুমাত্র চিহ্ন উপলব্ধ হয় না, এবং ভাবিয়া আনিলেও মনের অগোচর বোধ হয়, অপর ঐ ঘাটের উপর বৈদেশিক যাত্রিরা মস্তক মুণ্ডন ও তীর্থশ্রাদ্ধ করে, কিন্তু তাদৃশ লোকের মধ্যে অনক্ষর বা অধঃশ্রেণীর লোকই অধিক দৃষ্ট হয়, মাঘমাসে প্রত্যহ ঐ ঘাটে অধিক জনতা হয়, কেননা সে সময়ে নানা আর্য্যভূভাগ হইতে কল্প-বাসার্থ যাত্রিদিগের সমাগম হইয়া থাকে।

ত্রিবেণী-ঘাটের উপর একটি বৃহৎ দুর্গ আছে, উহা সম্রাট আকবর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়, এক্ষণে উহাতে রাজকীয় আয়ুধাগার স্থাপিত আছে। অপর ঐ দুর্গমধ্যে একটি তলগৃহ আছে, তাহাতে একটি বৃক্ষ-মূল দৃষ্ট হয়, লোকে উহাকে "অক্ষয় বট" বলে, বস্তুতঃ ঐ মূল-সন্নিহিত স্থানেই কোন কালে সঙ্গম-স্থান ছিল, এবং তত্তীরে ঐ মূলজাত একটি বৃহৎ বৃক্ষ ছিল, সেই বৃক্ষ হইতে সংসার-ক্লিষ্ট ঋজুস্বভাবেরা কামনা করিয়া গঙ্গায় প্রাণত্যাগ করিত, বোধ হয় তদ্দৃষ্টে মহামনা আকবর ঐ অনিষ্ট নিবারণার্থ সেই বৃক্ষ ছেদন করিয়া, তাহার

উপর উল্লেখিত তলগৃহ নির্ম্মাণ করেন। ঐ তলগৃহের বহির্দ্দেশে একটি প্রস্তর-স্তম্ভ প্রোথিত আছে, উহাকে স্থানীয় লোকে "ভীমসেনের গদা" বলে, বস্তুতঃ উহা ধর্ম্মশীল মহারাজ অশোকের স্তম্ভ, এবং ঐ প্রকার স্তম্ভের আর তিনটি ত্রিহুত অঞ্চলে গণ্ডকী-প্রদেশের স্থানে স্থানে আছে, এবং একটি সম্রাট ফিরোজ তুগলক কোন স্থান হইতে উঠাইয়া লইয়া দিল্লীর রাজভবনে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল স্তম্ভে মহারাজ অশোকের ধর্ম্ম-বিষয়ক অভিপ্রায় পালী অক্ষরে অঙ্কিত আছে, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" এই সূত্রমূলক ধর্ম্ম আমি অবলম্বন করিয়াছি, এবং আমার এই ইচ্ছা যে, "আমার প্রজাপুঞ্জও ইহাই অবলম্বন করে"।

ত্রিবেণী-ঘাটের কিঞ্চিৎ উত্তরে 'দশাশ্বমেধঘাট", উহা আর্য্যদিগের একটি তীর্থ, কেননা এরূপ বিশ্বাস যে, ব্রহ্মা ঐ স্থানে দশাশ্বমেধ করিয়াছিলেন। অপর ঐ ঘাটের উপর কিঞ্চিৎ বায়ুকোণাংশে বেণিমাধবের মন্দির সংস্থিত, উহাতে বেণিমাধবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে, ঐ মূর্ত্তিটি প্রয়াগদত্তের * স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ নির্ম্মিত হয়।

---

* প্রথিত আছে প্রয়াগদত্ত নামে জনৈক জ্যোতির্ব্বী ব্রাহ্মণ কোন কারণ বশতঃ সম্রাট আকবরের নিকট বিশেষ প্রতিপন্ন হওয়ায়, তাঁহার মৃত্যুর পর প্রয়াগবাসিগণ তাঁহার স্মরণার্থ বেণিমাধবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করেন।

দশাশ্বমেধের উত্তরে রাজঘাট, ঐ ঘাটে গঙ্গার অপর তীর হইতে নৌকা-সেতুতে কলিকাতা হইতে পেশও-য়ারের সৎপথ আসিয়া এলেহাবাদের সৈনিকাবাসে প্রগত হইয়াছে। অপর ঐ স্থানে গঙ্গার অপরতীর হইতে পূর্ব্বাভিমুখে উল্লেখিত পথ দিয়া অন্যূন আদ-ক্রোশ গেলে, পথের দক্ষিণ পার্শ্বে "ঝূসী" নামে একখানি গ্রাম দৃষ্ট হয়, উহাতে একটি পথিকাশ্রম আছে, এবং উহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে বিজননগর সদৃশ একটি প্রাচীন লোকালয় আছে, তাহাকে স্থানীয় লোকে "পুরাণা ঝূসী" বলে, বস্তুতঃ তাহার প্রাচীন নাম "প্রতিষ্ঠান পুর" *, ঐ স্থানেই বৈবস্বত মনুর দুহিতা ইলা বুধের সহিত পরিণীতা হইয়া রাজধানী স্থাপন করেন, এবং তদ্বংশে ক্রমান্বয়ে পুরূরবা, আয়ু, নহুষ, যযাতি ও পুরু প্রভৃতি কয়েক জন সম্রাট যশের সহিত রাজত্ব করেন, পরে, "রাজার পাপে রাজ্য নাশ" হইয়া নগরটি ক্রমশঃ ধ্বংস-মুখে পতিত হইতে থাকে, এবং অবশেষে ধরান্তরাগ্নি সম্ভূত কোন আধিভৌতিক ঘটনায় এককালেই বিধ্বংসিত হয়, এক্ষণে উহাতে একটি ওতুপ্লুত মৃণ্ময় দুর্গ ভিন্ন অন্য কোন প্রাচীন চিহ্ন লক্ষিত হয় না, অপর যে রাজার

* আধুনিক কোন আভিধানিক কাণপুরের অন্তর্গত বিঠোর নগরকে প্রাচীন প্রতিষ্ঠানপুর স্থির করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম।

রাজত্ব-সময়ে ঐ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, তাঁহার অপযশ অদ্যাপি প্রয়াগবাসী-গণের মধ্যে প্রবাদ-স্বরূপ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে যথা,—

"আন্ধের নগরী ধুম ধুসর রাজা।
"টাকা সের ভাজি অওর টাকা সের খাজা॥

কিন্তু প্রয়াগ-বাসী বাঙ্গালীগণ ঐ স্থলে "হবচন্দ্র রাজা, গবচন্দ্র পাত্র" বলিয়া থাকেন।

অনন্তর ইতঃপূর্ব্বে প্রয়াগের পূর্ব্ব দিকে গঙ্গাতীরে দশাশ্বমেধ ঘাটের উল্লেখ হইয়াছে, ঐ স্থান হইতে পশ্চিমে অনধিক এক ক্রোশের পর প্রয়াগের চক সংস্থিত, উহা অতিশয় সুদৃশ্য ও সুপ্রশস্ত, কিন্তু উহাতে এপ্রদেশের অন্যান্য স্থানের চকের মত অধিক ধনাঢ্য বণিক্ দৃষ্ট হয় না।

চকের পশ্চিমে কিঞ্চিৎ ব্যবহিত একটি প্রাচীন উদ্যান আছে, উহাকে "খসুরু সুলতানের বাগান" বলে, ঐ বাগানে কুমার খসুরু সমাহিত হন, এবং তাঁহার সমাধি-মন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

চকের বায়ুকোণে লৌহ-বর্ত্ম-স্থানীয়, এবং তাহার উত্তরে লৌহ-বর্ত্মের অপর ধারে "বক্তিয়ারা" নামে এক পল্লী আছে, ঐ স্থানে অনেক ইংরাজের বাসস্থান, গীর্জাঘর, ও কতকগুলি বৈদেশিক পণ্যালয় দৃষ্ট হয়, উহার কিঞ্চিৎ পশ্চিমে উচ্চতম বিচারালয়, ও প্রতি-

নিধি শাস্তার নবাবাস, এবং পূর্ব্বদিকে অন্যূন আদ ক্রোশ ব্যবহিত "মালাকা" নামে স্থানে কারাগার সংস্থিত। কারাগারের কিঞ্চিৎ উত্তরে সৈনিকাবাস, এবং উহার পূর্ব্বদিকে প্রায় আদক্রোশ ব্যবহিত প্রাচীন প্রাসাদ, উহাতেই এক্ষণে এপ্রদেশীয় প্রতিনিধি শাস্তা বাস করেন। অপর প্রাচীন প্রাসাদের ঈশান কোণে কিঞ্চিৎ ব্যবহিত কর্ণালগঞ্জ নামে এক প্রসিদ্ধ পল্লী আছে, ঐ স্থানে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, প্রথিত আছে রামচন্দ্র বনবাস গমনে কয়েক দিন যাবৎ ঐখানেই ভরদ্বাজের আতিথ্য স্বীকার করেন। কর্ণালগঞ্জের বায়ু কোণে অন্যূন এক ক্রোশ ব্যবহিত গঙ্গাতীরে একটি ঘাট আছে, তাহাকে "ফাঁফামৌর-ঘাট" বলে, ঐ ঘাট দিয়া গঙ্গাপার হইয়া, উত্তরে কিন্তু কিঞ্চিৎ বায়ুকোণাংশে প্রায় তিন ক্রোশ গেলে সুরাঁও নামে একটি উপনগর দৃষ্ট হয়, বোধ হয় ইহারই প্রাচীন নাম "শৃঙ্গবের পুর" হইবে, এক্ষণে ইহাতে একটি ভগ্নোন্মুখ দুর্গ ভিন্ন অন্য কোন প্রাচীন চিহ্ন লক্ষিত হয় না।

সুরাঁও হইতেপূর্ব্বদিকে প্রায় দুই ক্রোশ ব্যবহিত সেকেন্দ্রা নামে এক উপনগর আছে, ঐখানে একটি দরগা আছে, তাহাকে স্থানীয় লোকে "মখদুম সাহে-বের দরগা" বলে, মহর্রমের সময় ঐখানে একটি মেলা হয়।

সুরাঁওর উত্তরে প্রায় ১৬ ক্রোশ ব্যবহিত চৌহারী

মির্জাপুর নামে এক উপনগর আছে, ঐ স্থানে এক মন্দির মধ্যে ভবানীর একখানি প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, চৈত্র মাসে নয় দিন যাবৎ ঐ মন্দিরের সন্নিধানে একটি মেলা হয়, তাহাকে "নবরাত্রির মেলা" বলে।

এলেহাবাদের দক্ষিণে যমুনার অপর তীরে দর্শন-যোগ্য বিশেষ কোন বিষয় লক্ষিত হয় না, তবে এই মাত্র জ্ঞাপনীয় যে, যমুনা-সেতুর কিঞ্চিৎ দক্ষিণে নয়নী নামে লৌহ-বর্ত্ম-স্থানীয় হইতে একটি শাখা লৌহ-বর্ত্ম দক্ষিণাভিমুখে মধ্যভারতবর্ষে নির্গত হইয়াছে।

ফতেপুর।

এই জেলার উত্তরে গঙ্গা নদী, যাহার অপর তীর হইতে অযোধ্যা প্রদেশ ভুক্ত রায়বরেলী এবং প্রতাপ-গড়ের প্রারম্ভ, পূর্ব্ব দিকে এলেহাবাদ, দক্ষিণে বাঁদা এবং পশ্চিমে কাণপুর। লোকসংখ্যা ৬,৮০,৭৮৬, গ্রাম ১,৬১৭, রাষ্ট্র ১০,৫৯,৫৬৩।

তহসীল।	পরগণা।
ফতেপুর	ফতেপুর, হস্বুয়া।
গাজীপুর	গাজীপুর, আমসাহ, মুত্তৌর।

তহসীল	পরগণা
কল্যাণপুর,	বিন্দকী, কুটিয়াগুনীর, তপ্পেজার।
খাগা	হত গাঁ, কোতকলা।
খুখরেরু	একডালা, ধাতা।
কোরা	কোরা।

এই জেলার প্রধান স্থান ফতেপুর, একটি ব্যবহারিক নগর, ২০,০০০ লোকের বসতি, এলেহাবাদের বায়ুকোণে ৩৬ ক্রোশ ব্যবহিত এক প্রান্তর মধ্যে সংস্থিত।

বাঁদা।

এই জেলার উত্তরে যমুনা নদী, যাহার অপরতীর হইতে ফতেপুরের প্রারম্ভ, পূর্ব্বদিকে এলেহাবাদ, ও রিমার রাজ্য, দক্ষিণে বুন্দেলখণ্ড, এবং পশ্চিমে হমীরপুর। লোকসংখ্যা ৭.২৪,৩৭২, গ্রাম .২৬৫, রাষ্ট্র ৫৮,৬৬,৩৫৫।

তহসীল।	পরগণা।
বাঁদা	বাঁদা।
টৈলানী	টৈলানী, পশ্চিম সেমৌনী।

তহসীল	পরগণা
ববেরু	ঔগাছী, পূর্ব্ব সেমৌনী।
কমাসীন	দঁরসেন্দা।
মৌ	ছীবোঁ।
কিরুই	তির্হান।
বুদৌসা	বুদৌসা।
সিঁউদা	সিঁউদা।

বাঁদা, প্রাচীন কালের গুহক্-চণ্ডাল-পুরী, ৪১,০০০, লোকের বসতি, এলেহাবাদের পশ্চিমে, কিন্তু কিঞ্চিৎ নৈঋত কোণাংশে আনুমানিক ৪৫ ক্রোশ ব্যবহিত এক বৃহৎ প্রান্তর মধ্যে সংস্থিত। ইহার দক্ষিণে ২৫ ক্রোশ ব্যবহিত একটি পর্ব্বত আছে, তাহার পরিধি ন্যূনাতিরেক আড়াই ক্রোশ, এবং পর্ব্বত-পাদ-সন্নি-হিত প্রান্তর হইতে উচ্চতা অনূন ৪০০ গজ হইবে। ঐ পর্ব্বতের উপর প্রসিদ্ধ "কালিঞ্জর" দুর্গ প্রতিষ্ঠিত, উহা যদিও কালসহকারে এক্ষণে জীর্ণদশাগ্রস্ত, কিন্তু উহার কারু-কার্য্য সুদৃঢ় এবং সুকৌশল-সম্পন্ন, উহা আর্য্যদিগের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হয়, কিন্তু কোন্ সময়ে এবং কাহার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়, তাহা অনিশ্চিত, তবে এই মাত্র শুনা যায় যে, প্রাচীনকালে ঐখানে বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা শাস্ত্রার্থ জন্য সমবেত হইতেন।

কালিঞ্জর হইতে ঈশান-কোণে প্রায় ৬ ক্রোশ দূরে এবং বাঁদার অগ্নিকোণে অনধিক ২০ ক্রোশ ব্যবহিত

"চিত্রকূট পর্ব্বত" সংস্থিত, উহা সুমন্দগতি নির্ঝরে এবং ছায়াতরুতে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে, এক্ষণে ঐ স্থানে কয়েকটি মন্দির দৃষ্ট হয়, এবং অনেক উদাসীন বাস করে, অপর ঐখানে রামচন্দ্র বনগমনকালে কিয়দ্দিন অবস্থিতি করেন, এবং তাঁহার প্রতিনিবর্ত্তন জন্য ভরত উপস্থিত হইলে, রামচন্দ্র ঐখানে ভরতকে যে কয়েকটি উপদেশ দেন, তৎপ্রসঙ্গে আদি কবি বিশুদ্ধ রাজনীতির সূত্র ও সত্যপালনের ঔচিত্য সংক্ষেপে এবং দৃঢ়তার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন, যথা,—

আগতা ত্বামিয়ং বুদ্ধিঃ স্বজা বৈনয়িকী চ য়া।
ভৃশমুৎসহসে তাত রক্ষিতুং পৃথিবীমপি॥

অমাত্যৈশ্চ সুহৃদ্ভিশ্চ বুদ্ধিমদ্ভিশ্চ মন্ত্রিভিঃ।
সর্ব্বকার্য্যাণি সম্মন্ত্র্য মহান্ত্যপি হি কারয়॥

লক্ষ্মীশ্চন্দ্রাদপেয়াদ্বা হিমবান্ বা হিমং ত্যজেৎ।
অতীয়াৎ সাগরো বেলাং ন প্রতিজ্ঞামহং পিতুঃ॥

অনন্তর কালিঞ্জর এবং চিত্রকূট দর্শনার্থিদিগকে এলেহাবাদ হইতে ঝব্বলপুরের লৌহ-বর্ত্মে মাণিকপুর অথবা মারকুণ্ডিতে উত্তীর্ণ হইয়া ঐ দুই স্থানে গমন করিতে হয়।

———

হমীরপুর।

এই জেলার উত্তরে যমুনা নদী, যাহার অপর তীর হইতে ফতেপুর ও কাণপুরের প্রারম্ভ, পূর্ব্বদিকে বাঁদা, দক্ষিণে বুন্দেলখণ্ড, এবং পশ্চিমে ঝাঁসী। লোকসংখ্যা ৫,২০,৯৪১, গ্রাম ৯১৮, রাষ্ট্র ৪৪,৩০,৫৩৯।

তহসীল	পরগণা।
হমীরপুর	হমীরপুর, সুমেরপুর।
মৌধা	মৌধা।
জলালপুর	জলালপুর।
রাট	রাট।
পানবাড়ী	পানবাড়ী, জৈতপুর।
মহুবা	মহুবা।

হমীরপুর একটি ক্ষুদ্র ব্যবহারিক নগর, এলেহাবাদের পশ্চিমে কিন্তু কিঞ্চিৎ নৈর্ঋত কোণাংশে ৬৮ ক্রোশ, এবং কাণপুরের দক্ষিণে অন্যূন ১৮ ক্রোশ ব্যবহিত, বেতোয়া নদীর বামতটে এবং বাঁদা হইতে কাণপুরের পথের ধারে সংস্থিত। এই নগরের অনতিদূরে বেতোয়া যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছে।

কাণপুর।

এই জেলার উত্তরে গঙ্গা নদী, যাহার অপরতীর হইতে অযোধ্যা প্রদেশ-ভুক্ত উনাউর প্রারম্ভ, পূর্ব্বদিকে ফতেপুর, দক্ষিণে হমীরপুর ও ঝাঁসী, এবং পশ্চিমে ফরেখাবাদ ও এটাওয়া। লোকসংখ্যা ১১,৮৮,৮৬২, গ্রাম ২,২৭২, রাষ্ট্র ৪৫,৪০,৪৪৭।

তহসীল	পরগণা।
আকবরপুর	আকবরপুর।
বিল্‌হোর	বিল্‌হোর।
ভগ্নীপুর	ভগ্নীপুর।
জাজমৌ	জাজমৌ, কাণপুর শহর।
দেরাপুর	দেরামঙ্গলপুর।
রসূলাবাদ	রসূলাবাদ।
সাঢ়সলেমপুর	সাঢ়সলেমপুর।
শিবরাজপুর	শিবরাজপুর।
ঘাতমপুর	ঘাতমপুর।

কাণপুর, কৃষ্ণপুরের অপভ্রংশ, একটি ব্যবহারিক ও সৈনিক নগর ১,১৮,০০০ লোকের বসতি, এলেহাবাদের বায়ুকোণে ৭৫ ক্রোশ ব্যবহিত গঙ্গার দক্ষিণ তটে সংস্থিত। এই নগরে গঙ্গার উপর একটি ভাসমান লৌহ-সেতু আছে তদ্দ্বারা গঙ্গাপার হইয়া, অপর তীর হইতে

উত্তরাভিমুখে পুলিন দিয়া কতক দূর গেলে একটি লৌহ-বর্ত্ম দৃষ্ট হয়, উহা লক্ষ্ণৌর দিকে নির্গত হইয়াছে। কাণপুরের বায়ুকোণে প্রায় ৬ ক্রোশ ব্যবহিত বিঠোর নামে একটি প্রাচীন উপনগর আছে, উহা গঙ্গার দক্ষিণ তটে সংস্থিত, ঐ স্থানে বিদ্রোহিপ্রধান নানা রাওয়ের রাজধানী ছিল, কিন্তু বিদ্রোহকালে তাহা মৃত্তিকাসাৎ হয়। অপর ঐ উপনগরকে কেহ কেহ প্রাচীনকালের "বাল্মীকের তপোবন" বলিয়া থাকেন, এবং এপ্রদেশের (উঃ পঃ অঞ্চলের) পণ্ডিতেরা উহাকে "ব্রহ্মাবর্ত্ত" বলেন, শেষোক্ত অনুমানটি অসঙ্গত বোধ হয়, কেননা প্রাচীনকালে কোন বিশেষ নগরের নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত ছিল না, চম্বল (দৃষদ্বতী) প্রদেশ হইতে হস্তিনাপুরের পশ্চিমোত্তর সরস্বতী-প্রদেশ পর্য্যন্ত সমুদয় আর্য্য-ভূভাগ "ব্রহ্মাবর্ত্ত" * নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

ঝাঁসী বিভাগ।

এই বিভাগের উত্তরে হমীরপুর ও যমুনানদী, যাহার অপর তট হইতে কাণপুরের প্রারম্ভ, পূর্ব্বসীমায় হমীর-

---

* সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তন্দেবনির্ম্মিতন্দেশম্ ব্রহ্মাবর্ত্তম্প্রচক্ষতে॥
মনু, ২ অধ্যায়।

পুর ও বুন্দেলখণ্ড, দক্ষিণে ও পশ্চিমে গোয়ালিয়রের স্বাধীন রাজ্য।

ঝাঁসী।

এই জেলার উত্তরে জালৌন ও গোয়ালিয়র রাজ্য, পূর্ব্বদিকে হমীরপুর ও বুন্দেলখণ্ড, দক্ষিণে ললিতপুর ও বুন্দেল খণ্ড, এবং পশ্চিমে গোয়ালিয়রের অধিকার। লোকসংখ্যা ৩,৫৭,৪৪২, গ্রাম ৬৯৮, রাষ্ট্র ৩০,৯৩,৬১৭।

তহসীল	পরগণা
ঝাঁসী	ঝাঁসী।
মৌ	মৌ।
পাণ্ডহা	পাণ্ডহা।
মোট	মোট।
গরতা	গরতা, গুরু সরায়।

ঝাঁসী, বুন্দেল খণ্ডের একটি প্রাচীন রাজধানী, কাণপুরের নৈঋত কোণে প্রায় ৪১ ক্রোশ ব্যবস্থিত, বেতোয়া নদী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে, আগরা হইতে সাগরের পথের ধারে সংস্থিত। এই নগরের প্রাচীন প্রাসাদ ও দুর্গ মৃত্তিকাসাৎ হয়, কিন্তু তাহার কোন কোন চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, অপর ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে যখন বিদ্রোহানল অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে, তখন ঝাঁসীর

ভূতপূর্ব্ব মহারাজ গঙ্গাধর রাওয়ের বিধবা রাজ্ঞী লক্ষ্মী-বাই সমর-বেশে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক, স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া, ইংরাজ সৈন্যকে এককালে ব্যতিব্যস্ত করেন, এবং গোয়ালিয়র পর্য্যন্ত উঁহার অনুসরণ করিয়া অবশেষে প্রকৃত বীরপুরুষের মত সমরশায়িনী হন।

ঝাঁসীর দক্ষিণে কিন্তু কিঞ্চিৎ নৈঋ্ত কোণাংশে অন্যূন ১২ ক্রোশ ব্যবহিত "চন্দেরী" নামে একটি উপ-নগর আছে, উহা এক্ষণে একটি বিজন নগর সদৃশ দৃষ্ট হয়, কিন্তু এক সময়ে উহা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। আকবর বাদশার সচিব-শ্রেষ্ঠ আবুল ফজল এইরূপ লেখেন যে, ঐ নগরে ১২০০০টি মসজীদ, ৩৬০টি সরায়, এবং ৩৮৪ টি বাজার ছিল।

জালৌন।

এই জেলার উত্তরে যমুনা নদী, যাহার অপরতীর হইতে কাণপুরের প্রারম্ভ, পূর্ব্বদিকে হমীরপুর, দক্ষিণে ঝাঁসী এবং পশ্চিমে গোয়ালিয়র-রাজ্য। লোকসংখ্যা ৪.০৫ ৬০৪, গ্রাম ৯৬০, রাষ্ট্র ২৯৯৩,৮৮১।

তহসীল	পরগণা।
জালৌন	জালৌন।
আট্টা	আট্টা।
ওরাই	ওরাই।

এটা।

এই জেলার উত্তরে বদায়ূঁ, পূর্ব্বদিকে এবং দক্ষিণে মৈনপুরী, পশ্চিমে আলিগড়। লোকসংখ্যা ৬,১৪,৩৫১, গ্রাম ১৩১৯, রাষ্ট্র ২৭,১৮,৯৮৪।

তহসীল।	পরগণা।
এটা,	এটা, মারহরা, সকীটগঞ্জ, সুনুহার।
আলিগঞ্জ,	আজমনগর, বর্ণাহা, পটিয়ালী, নিধপুর।
কাশগঞ্জ,	উলাই, বলরাম, পচলানা, শোরোঁ, ফৈজপুরবদরিয়া, সিহাওয়াড়, কুর্সানা।

"এটা" একটি ক্ষুদ্র ব্যবহারিক নগর, আগরার উত্তরে অন্যূন ২৬ ক্রোশ, এবং আলিগড়ের পূর্ব্বদিকে ন্যূনাতিরেক ২১ ক্রোশ ব্যবহিত এক প্রান্তর মধ্যে কলিকাতা হইতে পেশওয়ারের পথের ধারে সংস্থিত। ঐ নগরের উত্তরে ১৬ ক্রোশ এবং আলিগড়ের ঈশান কোণে ২২ ক্রোশ ব্যবহিত গঙ্গার দক্ষিণ তটে এবং আলিগড় হইতে বদায়ূঁর পথের ধারে "শোরোঁ" * নামে একটি উপনগর আছে, উহাকে "বরাহক্ষেত্র"ও বলে, ঐ

* বোধ হয় শোরোঁ "শূকর-ক্ষেত্রের" অপভ্রংশ।

স্থান আর্য্যদিগের একটি তীর্থ, কেননা এরূপ বিশ্বাস যে, ঐখানে ভগবান বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দুর্দ্দান্ত হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন। ঐখানে সময়ে সময়ে বিশেষতঃ কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে অনেক যাত্রির সমাগম হয়, এবং তাহাদিগের দর্শন বিষয়ক "সূর্য্যকুণ্ড", "ঋণমোচনকুণ্ড", "পাপমোচনকুণ্ড" প্রভৃতি কয়েকটি কুণ্ড, "বটুক-ভৈরব" ও "যোগেশ্বর" নামে দুইটি শিবলিঙ্গ এবং গঙ্গাতীরের ঘাটমধ্যে "রামঘাট" "লক্ষ্মণ ঘাট", "বলদেবঘাট", "সোমতীর্থ", "চক্রতীর্থ" ও "বিশ্রামঘাট" প্রভৃতি কয়েকটি ঘাট অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ। বিশ্রাম ঘাটে বৈদেশিক যাত্রিরা তীর্থ শ্রাদ্ধ ও পিতৃতর্পণ করে।

মৈনপুরী।

এই জেলার উত্তরে ফরোখাবাদ ও এটা, পূর্ব্বদিকে ফরোখাবাদ, দক্ষিণে এটাওয়া ও যমুনানদী, যাহার অপরতীর হইতে আগরার প্রারম্ভ এবং পশ্চিমে আলিগড় ও মথুরা। লোকসংখ্যা ৭,০০,২০০, গ্রাম ১৪১২, রাষ্ট্র ৩২,২৬,২৬৫।

তহসীল।	পরগণা।
মৈনপুরী,	মৈনপুরী, উত্তর ঘোষ, কুরাওলী, ঘরোর।

সুরম্য উদ্যান, এবং অব্যবহিত পূর্ব্বদিকে একটি প্রাঙ্গণ আছে, ঐ প্রাঙ্গণের পূর্ব্বদিকে “খাসমহাল” নামে বিপুল ব্যয় নির্ম্মিত একটি গৃহ আছে, অপর ছমন বুরুজ অবধি এই খাসমহাল পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান শাজাঁহা বাদশার অবরোধ ছিল, ইহাতে সুকোমলাঙ্গী অন্তঃপুরিকারা বাস করিতেন। খাসমহালের দক্ষিণে একটি বৃহৎ উদ্যান আছে, তাহাকে “আঙ্গুরীবাগ” বলে, এবং পূর্ব্বদিকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৌবাচ্চা আছে, উহাতে রাজ্ঞীদিগের স্নানার্থ জল আনীত হইত, অপর এই সকল চৌবাচ্চার পূর্ব্বদিকে বিপুল ব্যয় নির্ম্মিত একটি গৃহ আছে, তাহাকে “জাহাঙ্গীর মহাল” বলে, উহা সম্রাট আকবর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়, এবং কুমার সলিম, (যিনি সিংহাসনারূঢ় হইয়া জাহাঙ্গীর উপাধি গ্রহণ করেন), জয়পুর এবং মারওয়াড়ার রাজকুমারীদিগের পানিগ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের বাসার্থ, ঐ গৃহ নির্দ্ধারণ করেন। অনন্তর খাসমহালের সম্মুখে কতকগুলি ভূম্যন্তর সোপানশ্রেণীভুক্ত দৃষ্ট হয়, উহা জাহাঙ্গীর মহালের পূর্ব্বদিকে যে একটি বৃহৎ কূপ আছে, তাহার ধার পর্য্যন্ত গ্রথিত, বোধ হয়, রাজ্ঞীরা ঐ সোপানশ্রেণী দিয়া কূপ ধারে যাইতেন। আগরার দুর্গ-মধ্যে এক্ষণে প্রাচীনকালের কেবল উপরোক্ত কয়েকটি গৃহই আছে, উহা পূর্ব্বতন বাদশাদিগের স্মরণচিহ্ন স্বরূপ রাজব্যয়ে সংরক্ষা করার জন্য এ অঞ্চলের বর্ত্তমান প্রধান রাজপুরুষকে বিশেষ যান্ত্রিক দেখা যায়।

দুর্গের ঈশানকোণে কিঞ্চিৎ ব্যবহিত "তাজগঞ্জ" নামে এক পলি আছে, ঐ খানে একটি পূর্ব্বদ্বারী বৃহৎ চতুরস্র প্রাঙ্গণের পশ্চিম প্রান্তে যমুনার ঠিক অব্যবহিত তটবর্ত্তী একটি সুচিক্কণ শ্বেত প্রস্তরময় সমাধিমন্দির দৃষ্ট হয়, উহাকে "মমতাজ মহাল" কিন্তু সামান্যতঃ "তাজ" "তাজমহাল" বা "তাজ বিবীর রৌজা" বলে, সম্রাট শাজাঁহা তাঁহার প্রেয়সী মহিষী মমতাজুন্নেসা * বা আর্জমন্দবানুর † জন্য উহা নির্ম্মাণ করেন। ঐ সমাধি-

* মমতাজ, মনোনীত, নেসা, স্ত্রী।

† আর্জমন্দ শ্রেষ্ঠা, বানু স্ত্রী।

আধুনিক কোন ভূগোল-বেত্তা ভ্রমবশতঃ এইরূপ বলেন যে, সম্রাট শাজাঁহা তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যা নূরজাহান বা নূরমহাল রাজ্ঞীর নিমিত্ত "মমতাজমহাল" নামে এই প্রসিদ্ধ সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করেন। বস্তুতঃ নূরজাহান বা নূরমহাল নাম্নী শাজাঁহা বাদশার কোন রাজ্ঞী ছিলেন না, গয়াসউদ্দিনের হতভর্ত্তৃকা দুহিতা সম্রাট জাহাঙ্গীরের সহিত পুনর্ব্বিবাহিতা হইয়া, নূরজাহান উপাধি প্রাপ্ত হন, কিন্তু তিনি এস্থানে সমাহিত হন নাই। শাজাঁহা বাদশা বিপুল-ব্যয়ে তাঁহার যে রাজ্ঞীর জন্য এই সমাধিমন্দির প্রস্তুত করেন, তাঁহার নাম মমতাজনু নেসা বা আর্জমন্দ বানু এবং উপাধি মমতাজ মহাল (মমতাজ মনোনীতা, এবং মহাল অন্তঃপুরিকা) অর্থাৎ অন্তঃপুরিকা-দিগের মধ্যে মনোজ্ঞা স্ত্রী, এবং এই রাজ্ঞী শ্রেষ্ঠা উল্লেখিত রাজ্ঞী নূরজাহানের ভ্রাতা আস্ফ খাঁর দুহিতা, ইঁহার রূপ লাবণ্যের বিষয় এরূপ কথিত আছে যে, ইঁহার সমকালিক রমণীকুল মধ্যে ইঁহার মত রূপবতী স্ত্রী প্রায়ই দৃষ্ট হইত না।

মন্দিরের ঊর্দ্ধ বর্ত্তুল (যাহাকে যাবনিক ভাষায় "গুম্বজ" বলে) মন্দির-পাদ হইতে অন্যূন ১৬০ হাত উচ্চ, এবং উহার মধ্যতালার চতুষ্কোণে যে চারিটি শূন্য-গর্ভ, বক্র-সোপান-স্তম্ভ আছে (যাহাকে যাবনিক ভাষায় "মিনার" বলে) মন্দির-পাদ হইতে প্রায় ২০০ হাত উচ্চ, তাহার উপরে উঠিলে সমুদয় নগর ও দূরবর্ত্তী স্থান সমূহ দৃষ্ট হয়। মন্দিরের নীচের তালার গৃহতলে * রাজ্ঞী মমতাজুন্ নেসা এবং তাঁহার প্রিয় স্বামী সম্রাট শাজাঁহা উভয়ই পাশাপাশী সমাহিত হইয়াছেন এবং উভয়ের কবরই শ্বেত প্রস্তরময়। সম্রাটের কবরে কেবল এই মাত্র অঙ্কিত আছে যে, সন ১০৭৬ হিজরির ২৬ শে রজব (অর্থাৎ আরাবি বৎসরের সপ্তম মাসের ২৬ শে তারিখে) ইহাঁর লোকান্তর প্রাপ্তি হয় এবং রাজ্ঞীর কবরের উপর এই বাক্যটি অঙ্কিত আছে, যথা।

মর্কদে মনোওয়র আর্জমন্দবানু বেগম মোখাতিব বা মমতাজমহাল তউফিয়ত সন ১০৪০ হিজরি।

অর্থাৎ মমতাজমহাল উপাধি বিশিষ্টা রাজ্ঞী আর্জ-মন্দবানু হিজরি ১০৪০ সনে লোকান্তর গমন করেন, এই কবরটি তাঁহার জ্যোতিঃ পূর্ণ।

অনন্তর তাজের উত্তর দক্ষিণ দুই দিকে দুইটি লোহিত-প্রস্তর-নির্ম্মিত মস্‌জীদ আছে. তাহার অন্তঃ ভিত্তি বহুমূল্যের প্রস্তর-বিমণ্ডিত এবং কারু-কার্য্য

---

* মেজের অর্থে ব্যবহার করা গিয়াছে।

প্রশংসনীয়, এবং অব্যবহিত পূর্ব্বদিকে যে বৃহৎ প্রাঙ্গণ, তাহাতে ছায়াতরু বিশিষ্ট আঙ্গুরী বাগ্ সুদৃশ্য কঙ্করময় পথে এবং স্থানে স্থানে ভূম্যন্তরগত শতধারের কৃত্রিম জলোচ্ছ্বাসে (যাহাকে যাবনিক ভাষায় "ফব্বারা" বলে) সুশোভিত আছে, বস্তুতঃ প্রাঙ্গণ সহিত তাজের চতুঃশালক অতিশয় সুরম্য, ইহার সাকল্য নির্ম্মাণ-ব্যয় তিন কোটি সপ্ততি লক্ষ মুদ্রা লিখিত আছে, এবং নির্ম্মাণকৌশল এরূপ সুদৃশ্য যে যদিও কিঞ্চিন্ন্যূন তিন শত বৎসরের নির্ম্মিত, তথাপি যখন দেখ, তখনই বোধ হয় যেন ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সম্প্রতিই সমাপ্ত হইয়াছে, ইহার নির্ম্মাণ-কৌশল সম্বন্ধে জনৈক পারস্য কবি এইরূপ লেখেন—

অগর ফেরদৌস বরু‌য়ে জমিনাস্ত।
হামিনাস্ত, হামিনাস্ত, হামিনাস্ত॥

অর্থাৎ

যদি ধরাতলে স্বর্গ স্বরূপ স্থান কল্পনা করা যায়, তবে সে এই স্থান, সে এই স্থান, সে এই স্থান।

দুর্গের পূর্ব্বদিকে কিন্তু কিঞ্চিৎ অগ্নিকোণাংশে অনধিক এক ক্রোশ ব্যবহিত আগরার সৈনিকাবাস সংস্থিত, উহা অতিশয় প্রশস্ত এবং অনেক গৃহ বিশিষ্ট, এ প্রদেশে মিরঠের সৈনিকাবাস ভিন্ন, এরূপ সুদৃশ্য সেনানিবেশ অন্যত্র দৃষ্ট হয় না।

আগরার পরপারে লৌহ-বর্ত্ম-স্থানীয়ের কিঞ্চিৎ

পশ্চিমে "রামবাগ্" নামে একটি প্রসিদ্ধ বৃক্ষ-বাটিকা আছে, উহাতে কারু-কার্য্য বিশিষ্ট একটি প্রাচীন সমাধি-মন্দির দৃষ্ট হয়, কেহ কেহ বলেন যে, উহা এয়েৎমা-দ্দৌলার মকুবরা, এবং অন্য পক্ষে এই বলিয়া থাকেন যে রাজ্ঞী আর্জ্জমন্দবানু তাঁহার পিতা আস্ফ খাঁর জন্য উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

আগরার বায়ুকোণে আড়াই ক্রোশ ব্যবহিত যমুনা-তটে কৈলাসেশ্বর নামে একটি শিব-লিঙ্গ এক মন্দির-মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবারে ঐ খানে মহা সমারোহে একটি মেলা হয়, তাহাকে "কৈলাসের মেলা" বলে।

আগরার পশ্চিমে কিন্তু কিঞ্চিৎ বায়ুকোণাংশে অন্যূন দুই ক্রোশ ব্যবহিত "সেকেন্দ্রা" নামে একটি প্রসিদ্ধ শাখানগর আগরা হইতে মথুরার পথের ধারে সং-স্থিত, এবং সম্রাট সেকন্দর লোদী উহার স্থাপয়িতা, ঐ শাখানগরের পশ্চিম প্রান্তে প্রায় বিশ হাত উচ্চ লোহিত-প্রস্তরময় সুদৃঢ়-প্রাচীর-বেষ্টিত একটি বৃহৎ চতুরস্র প্রাঙ্গণ আছে, ঐ প্রাঙ্গণ অন্যূন বর্গ প[illegible]শত হস্ত বিস্তৃত, এবং প্রাসাদ-দ্বার সদৃশ চারিটি প্রস্তরময় খিলান-গ্রথিত দ্বার বিশিষ্ট, কিন্তু তন্মধ্যে পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিমের তিনটি দ্বার ইষ্টক দ্বারা রুদ্ধ হইয়াছে, কেবল দক্ষিণের দ্বারটি অবদ্ধ আছে, ঐ দ্বার দিয়া প্রাঙ্গণ-প্রবেশ করিলে শোভনীয় পুষ্প-বাটিকা ও স্থানে স্থানে প্রস্তরময় বৃহৎ কূপ এবং প্রাঙ্গণের ঠিক মধ্য-

স্থলে একটি বিপুল-ব্যয়-নির্ম্মিত চারি-তালার অত্যুচ্চ প্রস্তর-গৃহ দৃষ্ট হয়, ঐ গৃহের নীচের তালার গৃহ-তলে মহাত্মা আকবর সমাহিত হইয়াছেন।

আকবরের কবর দর্শনার্থ গমন করিলে, চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে সমুদয় ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত উদয় হওয়ায়, তিনি প্রথমতঃ এই মনে করেন যে, তিনি যেন সজীব আকবরের সহিতই সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন, কিন্তু এ ভ্রান্তি অধিক ক্ষণ থাকে না, যখন তিনি অন্ধকারময় নির্জ্জন স্থানে অচেতন কবর, ও তৎপার্শ্বে চড়ুইর আবর্জ্জনা দেখেন, তখন তাঁহার মনে সাংসারিক গৌরবের প্রতি স্বভাবতঃই একটি হেয়জ্ঞান হয়। দেখ! যে আকবর সমুদয় আর্য্যাবর্ত্তের রাজত্বে তৃপ্ত হন নাই, আজ সেই আকবরের জন্য ॥০ হাত মৃত্তিকাই পর্য্যাপ্ত, যে আকবর সজীব থাকায়, সমুদয় আর্য্যাবর্ত্তের মহামান্য রাজারা তাঁহার সম্মুখে সভীত দণ্ডায়মান থাকিতেন, আজি সেই আকবর শূন্য-জীবন হইয়া, তদীয় কবরের পার্শ্বস্থিত চড়ুইর আবর্জ্জনা-পরিষ্কারার্থ এক বৃদ্ধা ফকিরনীর দয়াস্পদ হইয়া আছেন!

আগরার পশ্চিমে, কিন্তু কিঞ্চিৎ নৈর্ঋত কোণাংশে ন্যূন ৯ ক্রোশ ব্যবহিত, আগরা হইতে জয়পুরের পথের ধারে "ফতেপুর সিকরী" নামে একটি প্রাচীন উপনগর আছে, ঐখানে প্রাচীন কালে চিতৌড়ের * রাজা রানাসাঙ্গার সহিত বাবরের তুমুল যুদ্ধ হইয়া, আর্য্যাবর্ত্তে মগল-রাজ্যের সংস্থাপন হয়, এক্ষণে ঐখানে প্রাচীন চিহ্ন স্বরূপ কেবল পূর্ব্বকালীন প্রাসাদের

* চিতৌড় মেওয়াড়ের রাজধানী ছিল।

স্কারুত প্রসিদ্ধ। ঐ ঘাটের অব্যবহিত পশ্চিমে একটি প্রস্তর-স্তূপ দৃষ্ট হয়, তাহাকে স্থানীয় লোকে "কংস-চিতা" বলে, এবং পূর্ব্বদিকে অন্যূন ৪০০ পদ ব্যবহিত একটি ঘাট আছে, তাহাকে "ধ্রুবঘাট" বলে, সেই খানে বৈদেশিক যাত্রীরা তীর্থশ্রাদ্ধ ও পিতৃতর্পণ করে। অপর এই স্থানের তীর্থ-যাজকদিগের উপাধি "চোবে," ইহারা অর্থ দোহন পক্ষে বিলক্ষণ তৎপর এবং কেবল কুস্তি, ভাঙ্গপান ও উদ্যানবাসে কালক্ষেপ করেন, ওদিকে মাথুরীরা নিতান্ত নির্লজ্জ।

মথুরার উত্তরে, কিন্তু কিঞ্চিৎ বায়ুকোণাংশে অনধিক তিন ক্রোশ দূরে, যমুনার দক্ষিণতটে "বৃন্দাবন" * নামে এক প্রসিদ্ধ উপনগর আছে, এইস্থান কৃষ্ণের ক্রীড়া-স্থল বলিয়া উক্ত হওয়ায়, আর্য্যদিগের তীর্থ-মধ্যে পরি-গণিত, এইখানে অনেক গুলি বিগ্রহ আছে, তন্মধ্যে "গোবিন্দ" "গোপীনাথ" ও "মদনমোহন" ই প্রসিদ্ধ। গোবিন্দ রূপ গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত, গোপীনাথ মধু পণ্ডি-তের প্রতিষ্ঠিত এবং মদনমোহন সনাতন গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত। এই সকল প্রাচীনবিগ্রহ ভিন্ন, এইখানে নানা স্থানীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের সংস্থাপিত অনেক গুলা "কুঞ্জ" আছে, তন্মধ্যে লালাবাবু, লক্ষ্মীচন্দ্র শেঠ ও

---

* বৃন্দাবনের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে, জলন্ধর রাজপত্নী বৃন্দা কুলভ্রষ্টা হইয়া এইখানে একটি উপবন

গোয়ালিয়রের অধীশ্বরের কুঞ্জই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, এই তিনটি কুঞ্জ সুপ্রশস্ত, সুদৃশ্য এবং বহুব্যয়-নির্ম্মিত। অনন্তর এইখানের তীর্থ-যাজকদিগের উপাধি "ব্রজবাসী" এবং "কুঞ্জবাসী", স্থানীয় পুরোহিতদিগকে "ব্রজবাসী" বলে, এবং বৈদেশিক ব্যক্তিমধ্যে যাহারা কুঞ্জে বাস করে এবং লোকযাত্রা নির্ব্বাহার্থ পৌরোহিত্যে ব্রতী হয়, তাহাদিগকে "কুঞ্জবাসী" বলে। বৃন্দাবনের সামাজিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয়, ব্রজাঙ্গনা ও বাঙ্গলা প্রদেশের উপনিবিষ্টা বৈষ্ণবীদিগের স্বভাব-ভ্রষ্টতাই তাহার মুল কারণ।

মথুরা-বৃন্দাবনের সন্নিহিত সাকল্য বহির্ভূমি সামান্যতঃ "ব্রজ" বলিয়া আখ্যাত, ব্রজের বিস্তার ৮০ ক্রোশ কথিত হইয়া থাকে, এবং ইহার স্থানে স্থানে ১২টি বন এবং ১২টি উপবন আছে, তাহা অতিশয় সুরম্য, এবং শ্রীকৃষ্ণের কোন না কোন ক্রীড়াস্থল বলিয়া উক্ত হওয়ায়, আর্য্যদিগের তীর্থমধ্যে পরিগণিত, এতদ্ভিন্ন ব্রজে যে সকল গ্রাম দৃষ্ট হয়, তাহাও প্রাকৃতিক শোভা জন্য অতিশয় রমণীয়।

মথুরার পশ্চিমে অন্যূন ৮ ক্রোশ দূরে "গিরিগোবর্দ্ধন" নামে এক উপনগর আছে, ঐখানে "মানসগঙ্গা" নামে একটি সুরম্য জলাশয় দৃষ্ট হয়, উহার পূর্ব্বদিকের তীর দিয়া "গোবর্দ্ধন" পর্ব্বত দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে প্রসারিত হইয়াছে, এবং বায়ুকোণের অব্যবহিত তীরবর্ত্তী একটি বহুব্যয়-নির্ম্মিত সমাধি-মন্দির আছে, [illegible] পর্ব্বতম অধীশ্বর

কর্ণবেধ হইয়াছিল, এবং এই বিশ্বাস জন্য ঐ খানে দূরাদূরের অনেক বালকের কর্ণবেধ সংস্কার সম্পাদিত হয়। অপর প্রাচীনকালে গোকুল উপনগরে কয়েক জন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক জন্ম গ্রহণ করেন, যথা "বিষ্ণুস্বামী", "বিল্বমঙ্গল", এবং "বল্লভাচার্য্য", ইঁহারা স্ব-রচিত-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ছিলেন না, কেবল বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সংস্কারক মাত্র, ইঁহারদিগের মধ্যে বল্লভাচার্য্যের মতই প্রবল, এই মতাবলম্বীদিগকে "বল্লভাচারী" বলে, গোকুল-নিবাসী বল্লভাচারীদিগের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মাঙ্গ-বোধক কর্ম্ম-গুলি বিশেষতঃ কৃষ্ণ-লীলার অনুকরণ নিতান্ত ঘৃণাকর।

গোকুলের অগ্নি কোণে অন্যূন দুই ক্রোশ ব্যবহিত যমুনার বামতটে, এবং মথুরা হইতে এটাওয়ার পথের ধারে "মহাবন" নামে একটি প্রাচীন উপনগর আছে, ঐ খানে প্রাচীন কালের একটি প্রস্তরময় দুর্গ বিধ্বংসিত প্রায় দৃষ্ট হয়, এবং তদ্ভিন্ন যে সকল বিষয় যাত্রীদিগের দর্শন-যোগ্য, তন্মধ্যে "চিন্তাহরণ ঘাট", * "ব্রহ্মাণ্ড-ঘাট", † "নন্দকূপ" ও শ্রীকৃষ্ণের ষষ্ঠীপূজা স্থান অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ।

---

* কথিত আছে কৃষ্ণের মৃত্তিকা ভক্ষণজন্য এইখানে যশোদার চিন্তা নিবারিত হওয়ায় ইহার নাম "চিন্তাহরণ ঘাট" হইয়াছে।

† এরূপ বিশ্বাস যে এইঘাটে মুখব্যাদান পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ আপন উদর মধ্যে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়াছিলেন।

মিরঠ বিভাগ।

এই বিভাগের উত্তরে মন্সুরি বা মনুস্সুরি পর্ব্বত, পূর্ব্ব সীমায় গঙ্গানদী, যাহার অপর তীরে রোহিলখণ্ড-ভুক্ত বিজনৌর, মুরাদাবাদ এবং বদায়ূঁ, দক্ষিণে আগরা বিভাগ এবং পশ্চিমে যমুনানদী যাহার অপর তীরে পঞ্জাব-ভুক্ত দিল্লী বিভাগ।

আলিগড়।

এই জেলার উত্তরে বলন্দশহর এবং গঙ্গানদী, যাহার অপরতীরে বদায়ূঁ, পূর্ব্বদিকে এটা, দক্ষিণে মথুরা এবং পশ্চিমে যমুনানদী, যাহার অপর তীরে পঞ্জাব প্রদেশাধীন গোর গাঁ। লোক সংখ্যা ৯,২৬,৫৩৪, গ্রাম ১৭৯৯, রাষ্ট্র ৩৬,০০,১০৬।

তহসীল।	পরগণা।
আলিগড় (কোয়েল)	কোয়েল, বরৌলি, মোর্থল।
অত্রৌলী,	অত্রৌলী, গঙ্গিরী।
এগলাস,	হোসনগড়, গোরই।
হাতরস্,	হাতরস্, মুরসান।
সেকেন্দ্রারাও,	সেকেন্দ্রারাও, হসায়েন।
খয়ের,	খয়ের, চণ্ডোস, সোমনা, টপ্পল।

এই জেলার প্রধান স্থান কোয়েল ৫৫০০০, লোকের বসতি মিরঠের অগ্নি কোণে ৫০ ক্রোশ এবং মথুরার উত্তরে ২৫ ক্রোশ ব্যবহিত এক প্রান্তর মধ্যে সংস্থিত।

এই নগরের স্থাপন বিষয়ে এবং "কোয়েল" ও আলিগড়ের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে, দ্বাপরযুগে "কুশম্ব" নামে জনৈক চন্দ্রবংশীয় রাজা এই নগর স্থাপন করিয়া ইহার নাম "কৌশাম্বী" রাখেন, এবং তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় বলরাম এই খানে "কোয়েল" নামে একজন দুর্দ্দান্ত অসুরকে বধ করায়, ঐ ঘটনা স্মরণার্থ ইহার নাম "কোয়েল" * হয়। অনন্তর যবনরাজ্যের শেষাবস্থায় সাবেৎ খাঁ নামে এক-জন নবাব বহু-ব্যয়ে এই খানে একটি মৃণ্ময় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া, ইহার নাম "সাবেৎ-গড়" রাখেন, কিন্তু অত্যল্প কাল মধ্যেই ভরতপুর-অধীশ্বরের সূর্য্যমল নামে জনৈক সেনা-নায়ক কতিপয় জাঠের সহকারে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া, এই স্থান হস্তগত করেন, এবং সাবেৎ-গড়ের পরিবর্ত্তে ইহার নাম "রামগড়" রাখেন। অবশেষে সম্রাট শা আলমের রাজত্বকালে তদীয় প্রধান সেনা-নায়ক নজফ খাঁ জাঠদিগকে দূরীকৃত করিয়া এই স্থান পুনরুদ্ধার করেন এবং রামগড়ের স্থলে "আলিগড়" নাম রাখেন, সেই অবধি শেষোক্ত নাম টি প্রচলিত।

---

*কেহ কেহ ইহাও বলেন যে, এই নগর ব্রজের ক্রোড়ে সংস্থিত, তজ্জন্য ইহার নাম কোয়েল, কিন্তু এ যুক্তি প্রামাণিক নয়।

অপর এই নগরের উত্তরে প্রায় এক ক্রোশ ব্যবহিত
াবেৎ খাঁর নির্ম্মিত মৃণ্ময় দুর্গটি এ পর্য্যন্ত বিদ্যমান
াছে, উহার চতুর্দ্দিকের পরিখা শুষ্কপ্রায় দৃষ্ট হয়,
বং উত্তরদিকের সঙ্ক্রামটি ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।

নগরের পূর্ব্বপ্রান্তে একটি সুরম্য জলাশয় আছে,
হার পূর্ব্বতীরে এক মন্দির মধ্যে "অচলেশ্বর" নামে
কটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত, সায়ংকালে ঐ থানে অনেক
রবাসীর সমাগম হয়।

নগরের নৈর্ঋত কোণে একটি উপর কোট আছে,
হা নবাব সাবেৎ খাঁ নির্ম্মাণ করেন, এবং উহার উপর
ক্ত নবাবের প্রতিষ্ঠিত একটি জামে মসজীদ আছে,
াহার চতুর্দ্দিকে প্রতিদিন বৈকালে একটি হাট
য়।

নগরের পশ্চিমে অনধিক এক ক্রোশ দূরে
"শাজামাল" নামে একটি প্রাচীন দরগা আছে, ঐখানে
াজামাল চিশ্‌তি নামে একজন দরবেশ সমাহিত হন,
াবণ মাসের প্রতি মঙ্গলবারে ঐ দরগার সম্মুখে একটি
মলা হয়।

কোয়েলের দক্ষিণ কিন্তু কিঞ্চিৎ অগ্নিকোণাংশে প্রায়
২ ক্রোশ দূরে হাতরস্ নামে এক প্রসিদ্ধ উপনগর
াছে, ঐ স্থান এপ্রদেশে একটি প্রধান মণ্ডী এবং অনেক
াগ্যবন্ত বণিকের বাসস্থান।

তহসীল।	পরগণা।
মোওনা,	হস্তিনাপুর, কীঠোর।
গাজীয়াবাদ,	ডাসনা, জলালাবাদ, লোনী।
বাগপথ,	বাগপথ, বরৌদ, কুতানা, ছপ রৌলী।

মিরঠ, প্রাচীন কালের "ময়দানবপুর", এবং ইদানীং একটি বিখ্যাত সৈনিক ও ব্যবহারিক নগর, ৪০,০০০ লোকের আবাস, দিল্লীর ঈশান কোণে ১৮ক্রোশ ব্যবহিত কালী নদীর দক্ষিণ তটে সংস্থিত। নগরের পূর্ব্বদিকে একটি প্রাচীন উপর কোট আছে, ঐখানে ময়দানবের বাস-স্থান কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, এবং ঐ স্থান হইতে পশ্চিমে, প্রায় এক ক্রোশ দূরে "সদর বাজার" নামে একটি প্রসিদ্ধ সুদৃশ্য বাজার আছে, তাহার দক্ষিণে কিঞ্চিৎ ব্যবহিত একটি প্রাচীন শিবমন্দির দৃষ্ট হয়, স্থানিক প্রবাদ এই যে, ঐ মন্দির-স্থিত শিবলিঙ্গটি রাজ্ঞী মন্দোদরীর প্রতিষ্ঠিত। অনন্তর সদর বাজারের কিঞ্চিৎ উত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বদিকে অন্যূন দেড় ক্রোশ পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান সেনা-নিবেশ-সংভুক্ত, মিরঠের সেনানিবেশ এপ্রদেশে অতিশয় বিখ্যাত, উহাতে পুষ্প বা বৃক্ষ-বাটিকা সমেত অনেক সুদৃশ্য ইষ্টকালয় দৃষ্ট হয়, তাহাতে সৈনিক পুরুষ এবং ব্যবহারিক কর্ম্মচারীরা বাস করেন। অপর মিরঠে প্রতিবৎসর দোলযাত্রার পরে আগরওয়ালা বাণিয়া-

দিগের একটি সামাজিক সভা হয়, তাহাতে অনেক সামাজিক নিয়ম নিবর্ত্তিত, পরিবর্ত্তিত এবং স্থাপিত হয়, এবং দোলযাত্রার দুই সপ্তাহ পরে একটি মেলা হয়, তাহাকে "নবচন্দ্রিকার মেলা" বলে, তাহাতে দূরাদূরের অনেক পণ্যাজীব সমবেত হয়।

মিরঠের বায়ুকোণে ৬ ক্রোশ দূরে "সেরধনা" নামে এক উপনগর আছে, ঐখানে সমরু বেগম নাম্নী জনৈক ফরাসী মহিলার প্রতিষ্ঠিত একটি গীর্জাঘর দৃষ্ট হয়, উহা অতিশয় সুদৃশ্য এবং বহু-ব্যয়-নির্ম্মিত।

মিরঠের নৈঋ্ত কোণে ১৭ ক্রোশ ব্যবহিত গঙ্গার দক্ষিণ তটে "গড়মুক্তেশ্বর" নামে এক উপনগর আছে, ঐ স্থানে কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে মহাসমারোহে একটি মেলা হয়, তাহাতে নানা স্থান হইতে যাত্রী এবং ব্যবসায়ী লোক স্বাগত হয়। মিরঠের পূর্ব্বদিকে অনূন ১০ ক্রোশ ব্যবহিত মোওনা তহসীলের অন্তর্গত এক প্রান্তর মধ্যে একটি প্রাচীন কোট দৃষ্ট হয়, উহাকে স্থানীয় লোকে "পরীক্ষিৎ গড়" বলে। ঐ গড়ের পশ্চিমে কিঞ্চিৎ ব্যবহিত এক মন্দির মধ্যে গান্ধারেশ্বর নামে একটি শিবলিঙ্গ আছে, এবং পূর্ব্ব দিকে অনধিক এক ক্রোশ দূরে ছায়াতরু-বিশিষ্ট একটি বৃহৎ অর্দ্ধভগ্ন বেদিকা দৃষ্ট হয়, তাহাকে "ঋষ্যশৃঙ্গ-আশ্রম" বলে।

মিরঠের ঈশান কোণে ১৭ক্রোশ দূরে গঙ্গার দক্ষিণ

তটে প্রাচীন "হস্তিনাপুর" সংস্থিত, ঐ স্থান এক্ষণে অরণ্যবৎ দৃষ্ট হয়, এবং একটি ভগ্নোন্মুখ মন্দির ভিন্ন অন্য কোন প্রাচীন চিহ্ন উহাতে লক্ষিত হয় না।

মুজফ্ফর নগর।

এই জেলার উত্তরে সহারণ পুর, পূর্ব্বদিকে গঙ্গানদী, যাহার অপর তীরে বিজনৌর, দক্ষিণে মিরঠ এবং পশ্চিমে যমুনা নদী যাহার অপর তীরে পঞ্জাবভুক্ত পানীপথ। লোকসংখ্যা ৬,৮২,২১২, গ্রাম ১০৪১, রাস্ত্ ৩১,৮৮,৫৫৬।

তহসীল	পরগণা।
মুজফ্ফর নগর	মুজফ্ফর নগর, বঘরা, পুর, চর্থাওল, গোবর্দ্ধনপুর।
শ্যামলী,	থানাভবন, ঝঞ্ঝনা, বিদৌলী, শ্যামলী কিরানা।
বুঢ়ানা,	বুঢ়ানা, শিকারপুর, কান্ধলা।
জানসট্,	খতৌলী, জৌলী জানসট্, ভোকরহেড়ী, ভুমাসম্বলেহড়া।

মুজফ্ফর নগর একটি ক্ষুদ্র নগর, মিরঠের উত্তরে ২০ক্রোশ ব্যবহিত কালী নদীর বামতটে সংস্থিত।

বুঢ়ানার বন্য জন্তু জন্য, মিরঠ অঞ্চলে একটি প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত আছে, যথা, "হাতমে ডাণ্ডা বুঢ়ানেকা রাস্তা।"

কিরানাতে অধিক কোলি বৃক্ষ থাকায়, ইহার আর এক নাম "বদরীগ্রাম", এই গ্রামে জমাদিয়েচ সানি অর্থাৎ আরাবি ষষ্ঠমাসের ১৩ই, ১৪ই এবং ১৫ই তারিখে একটি মেলা হয়, তাহাকে "খোয়াজে মইন উদ্দিনের মেলা" বলে।

সহারণপুর।

এই জেলার উত্তরে দেহরাদুন, পূর্ব্বসীমায় গঙ্গানদী, যাহার অপর তীরে বিজ্‌নৌর, দক্ষিণে মুজফ্‌ফর নগর এবং পশ্চিমে যমুনানদী যাহার অপর তীরে পানীপথ। লোকসংখ্যা ৮,৬৬,৪৮৩, গ্রাম১৯২৬, রাষ্ট্র ৪৩,১৩,১১৮।

তহসীল।	পরগণা।
সহারণপুর,	সহারণপুর, ফৈজাবাদ, মুজফ্‌ফরাবাদ, হরওয়াড়া।
দেববন্দ,	দেববন্দ, রামপুর, নাগোল।
রুরকী,	রুরকী, ভগবানপুর, মঙ্গলোর, জওলাপুর।
নুকড়,	নুকড়, সারসোওয়া, গঙ্গো, সুলতানপুর।

সহারণপুর ২৩০০০ লোকের আবাস, মুজফ্ফর নগরের উত্তরে ২০ ক্রোশ ব্যবহিত যমুনা-খালের ধারে সংস্থিত।

সহারণপুরের ঈশান কোণে প্রায় ১০ ক্রোশ দূরে রুরকী নামে একটি উপনগর আছে, ঐখানে "টমসন কালেজ" নামে একটি সিবিল এন্‌জিনিয়ারীং কালেজ প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে অনেক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র দৃষ্ট হয়, তদ্ভিন্ন যে স্থানে সলানী নদীর সেতুর উপর দিয়া গঙ্গার খাল প্রবাহিত হইতেছে তাহাও দর্শন-যোগ্য।

সহারণপুরের ঈশান কোণে ১৮ক্রোশ দূরে গঙ্গার দক্ষিণ তটে হরিদ্বার নামে এক খানি প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে, ঐ স্থান আর্য্যদিগের একটি প্রধান তীর্থ।

দেরাদূন।

এই জেলার উত্তরে কমায়ূঁ-পর্ব্বত, পূর্ব্বদিকে গঙ্গা-নদী, দক্ষিণে সহারণপুর এবং পশ্চিমে যমুনানদী, যাহার অপর তীরে পঞ্জাব-প্রদেশাধীন অম্বালা। লোক সংখ্যা ১,০২,৮৩১, গ্রাম ৪২৩, রাষ্ট্র ১৯,৭৬,১৪৪।

তহসীল।	পরগণা।
দেরা,	পূর্ব্ব দূন *, পশ্চিম দূন।
কলসী,	জৌঁসার বাওর।

এই জেলার প্রধান স্থান দেরা †, সহারণপুরের উত্তরে

* দুই পর্ব্বতের অন্তরাল সম ভূমিকে আরাবি ভাষায় "দূন" বা "দূ" বলে।

† দেরা গুরুদেহেরা বা গুরুদ্বারের অপভ্রংশ।

ন্যূনাতিরেক ২৬ ক্রোশ দূরে এক খালের ধারে সংস্থিত। নগরটি অতিশয় ক্ষুদ্র কিন্তু সুদৃশ্য, এবং ইহার সন্নিহিত খালটি মসূরীর এক নির্ঝর হইতে খাত হইয়াছে। অপর এইখানে শীকদিগের একটি "গুরুদেহেরা বা গুরুদ্বার" অর্থাৎ গুরুর সমাধি-স্থান আছে, তজ্জন্য গ্রীষ্ম কালে তাহাদিগের একটি মেলা হয়। নগরে অনেক পণ্যাঙ্গনা দৃষ্ট হয়, বোধ হয়, পর্ব্বতীয় সুনেত্রাদিগের সারল্য এবং অর্থ লিপ্সাই তাহার প্রধান কারণ।

এই জেলার অন্তর্গত মসূরী এবং লণ্ঢোরে গ্রীষ্মকালে অনেক ইংরাজের সমাগম হয়।

রোহিলখণ্ড।

অর্থাৎ

বরেলী বিভাগ।

এই বিভাগের উত্তরে কমায়ূঁ-পর্ব্বত, পূর্ব্বসীমায় অযোধ্যা-প্রদেশাধীন খেড়াগড় ও হরদৈ, দক্ষিণে আগরা বিভাগ, এবং পশ্চিমে গঙ্গানদী, যাহার অপর তীরে মিরঠ বিভাগ।

এই বিভাগান্তর্ভুক্ত সমুদয় স্থান "রোহিল খণ্ড" নামে প্রসিদ্ধ, এবং "বরেলী" ইহার প্রধান নগর। কথিত আছে, যবন-রাজ্যের প্রাক্কালে এই স্থান রজপুতদিগের অধিকারে ছিল, পরে ১১৮২

খৃঃ অব্দে সম্রাট জলাল-উদ্দিন আকবর কর্ত্তৃক ইহা দিল্লীর সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়। অতঃপর তৈমুরবংশীয়েরা ক্রমশঃ ক্ষীণপ্রতাপ হইলে, এই স্থানে যে সকল উপনিবিষ্ট রোহিলা ছিল, তাহারা আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া প্রকাশ করে, এবং তদবধি ইহা "রোহিলখণ্ড" নামে বিখ্যাত। অনন্তর অযোধ্যার পূর্ব্বতন নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং তৎপরে আস্ফদ্দৌলা ব্রিটিশ সৈন্যের সহকারে অনেক চেষ্টায় এই স্থানের আধিপত্য লাভ করেন, এবং অবশেষে ১৮২১ খৃঃ অব্দে নবাব সাদেৎআলি খাঁ কর্ত্তৃক ইহা ব্রিটিশ রাজ্যে সমর্পিত হয়।

শাজাঁহাপুর।

এই জেলার উত্তরে কমায়ুঁ পর্ব্বত, পূর্ব্বদিকে অযোধ্যা প্রদেশাধীন খেড়াগড় ও হরদৈ, দক্ষিণে ফরোখাবাদ, এবং পশ্চিমে বরেলী। লোক সংখ্যা ১০,১৬,৮৪৪, গ্রাম ২৭১৪, রাষ্ট্র ৪৫,০৮,৫০২।

তহসীল।	পরগণা।
শাজাঁহাপুর,	শাজাঁহাপুর।
তিলহর,	তিলহর, জলালপুর, খড়াবহেড়া, মিরণপুর কাঠরা, নিগোহী।
জালালাবাদ,	জালালাবাদ।
পুবায়াঁ,	পুবায়াঁ, বড়গাঁ, পুরণপুর, খুটার।

শাজাঁহাপুর ৭৪০০০ লোকের বসতি, বরেলীর পূর্ব্বদিকে কিন্তু কিঞ্চিৎ অগ্নিকোণাংশে ৩০ ক্রোশ ব্যবহিত গর্‌া নদীর বামতটে সংস্থিত।

বরেলী।

এই জেলার উত্তরে কমায়ূঁ পর্ব্বত, পূর্ব্বদিকে শাজাঁহাপুর, দক্ষিণে বদায়ূঁ এবং পশ্চিমে মুরাদাবাদ ও রামপুর-রাজ্য। লোকসংখ্যা ১৩৪১,৩৩৪, গ্রাম ৩০৩২, রাষ্ট্র ৪৫,৯৩,৭০১।

তহসীল।	পরগণা।
মীরগঞ্জ,	শাবী, উত্তর সরৌলী, আজাবন।
নবাবগঞ্জ,	নবাবগঞ্জ।
বিস্‌লপুর,	বিস্‌লপুর।
বহেড়ি,	চাঁবলা, সিরসাওয়া, কাবর, রিছা।
আঁওলা,	আঁওলা, সনেহা, বল্লিয়া, দক্ষিণ সরৌলী।
করিদপুর,	করিদপুর।
পিলিভীত,	পিলিভীত, জাহানাবাদ।

বরেলী একটি প্রসিদ্ধ সৈনিক ও ব্যবহারিক নগর, ১,১১০০০ লোকের বসতি, "নাকাটী" নামে রামগঙ্গার

একটি ক্ষুদ্র উপনদীর উভয় তীরে সংস্থিত। নগরটি দ্বি অংশে বিভক্ত, যথা, "পুরাণা শহর" এবং "নূতন শহর" এবং এই দুই শহর নাকাটী-সেতু দ্বারা সংযোজিত। নাকাটী সেতুর ঈশান কোণে যে প্রাচীন লোকালয়টি দৃষ্ট হয় তাহার নাম "পুরাণাশহর" তাহাতে প্রায়ই মুসলমানের বসতি, এবং পশ্চিমে কিন্তু কিঞ্চিৎ নৈর্ঋত কোণাংশে যে বিস্তীর্ণ লোকালয় আছে, উহাকে "নূতন শহর" বলে, উহাতে ধর্ম্মাধিকরণ, সৈনিকাবাস, রাজকীয় নানা শ্রেণীর বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ক্ষিপ্ত-নিবাস, শ্রেণীভূত সুশোভিত পণ্যালয়, বহু-ব্যয়-নির্ম্মিত অনেক হর্ম্ম্য, এবং ইষ্টকময় সুদৃশ্য পান্থ নিবাস দৃষ্ট হয়, এতস্তিন্ন নগর-প্রান্তের পুষ্প ও বৃক্ষ বাটিকা সকলও অতিশয় রমণীয়। অপর এই নগরে অনেক উপনিবিষ্টা পণ্যস্ত্রী দৃষ্ট হয়, বোধ হয় নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশীয় সরলাদিগের নগর-বাসানুরক্তি এবং অর্থ লিপ্সাই তাহার প্রধান কারণ।

বরেলীর উত্তরে কিন্তু কিঞ্চিৎ ঈশান কোণাংশে আনুমানিক ১৮ ক্রোশ দূরে "পিলিভীত" নামে একটি প্রসিদ্ধ উপনগর আছে, ঐখানে একটি প্রাচীন জামে মস্‌জীদ দৃষ্ট হয়, উহা হাফেজ রহেমৎ খাঁর প্রতিষ্ঠিত।

বদায়ূঁ।

এই জেলার উত্তরে বরেলী ও রামপুর-রাজ্য, পূর্ব্বদিকে শাজাঁহাপুর, দক্ষিণে গঙ্গানদী যাহার অপর

তীরে বলন্দসহর, আলিগড় ও এটা, এবং পশ্চিমে মুরাদাবাদ। লোকসংখ্যা ৮,৮৯,৮১০, গ্রাম ১৮৫৬, রাষ্ট্র ৩৮,১৮,৭৯৪।

তহসীল।	পরগণা।
বদায়ূঁ,	বদায়ূঁ, উজমানী।
বিসৌলী,	বিসৌলী, সতৌসী, ইসলাম নগর।
গুন্নৌর,	অসদপুর, রাজপুরা।
দাতাগঞ্জ,	সলেমপুর, উসুহিত।
সাহেসোয়ান,	সাহেসোয়ান, কোট।

বদায়ূঁ একটি ক্ষুদ্র ব্যবহারিক নগর, ২৭০০০ লোকের আবাস, বরেলীর দক্ষিণে আনুমানিক ১৬ ক্রোশ ব্যবহিত এক প্রান্তর মধ্যে সংস্থিত।

বদায়ূঁর পশ্চিমে, কিন্তু কিঞ্চিৎ বায়ু-কোণাংশে অনূ্যন ১২ ক্রোশ দূরে বিসৌলী উপনগরে নবাব দন্দী খাঁর প্রাচীন প্রাসাদ, দুর্গ ও মসজীদের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

মুরাদাবাদ।

এই জেলার উত্তরে নৈণীতাল ও বিজনৌর, পূর্ব্বদিকে বরেলী ও রামপুরের আশ্রিত রাজ্য, দক্ষিণে বদায়ূঁ এবং পশ্চিমে গঙ্গা নদী, যাহার অপর তীরে মিরঠ। লোকসংখ্যা ১,০৯,৫০৬, গ্রাম ৩০২৭, রাষ্ট্র ৪৭,৬৪,০৩৪।

তহসীল।	পরগণা।
মুরাদাবাদ,	মুরাদাবাদ।
সম্ভল,	সম্ভল।
বিলারী,	বিলারী।
অমরোহা,	অমরোহা।
হসনপুর,	হসনপুর।
ঠাকুর দোয়ারা (ঠাকুর দেহেরা* বা ঠাকুর দ্বার)	ঠাকুর দোয়ারা।
কাশীপুর	কাশীপুর।

মুরাদাবাদ ৫৭০০০ লোকের আবাস, বরেলীর পশ্চিমে প্রায় ৩৭ ক্রোশ দূরে, রামগঙ্গার দক্ষিণ তটে সংস্থিত। এই নগর-সংভুক্ত স্থানে প্রাচীন কালে "মানপুর" "দীনদারপুর" প্রভৃতি কতিপয় গ্রাম ছিল, সম্রাট শাজাঁহার রাজত্বকালে রস্তম খাঁ নামে তদীয় জনৈক সেনানায়ক সেই সকল গ্রামে এই নগর স্থাপন করিয়া, ইহাতে একটি জামে মসজীদ নির্ম্মাণ করেন। ঐ মসজীদটি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে এবং উহার এক খণ্ড প্রস্তরে এই অঙ্কিত আছে যে, হিজরি ১০৪১ সনে উহা নির্ম্মিত হয়, ইহাতে বোধ হইতেছে যে, নগর-স্থাপন

* "দেহেরা" পঞ্জাবী শব্দ, এবং পঞ্জাব-বাসী পণ্ডিতেরা ইহা সংস্কৃত 'দ্বার' শব্দের অপভ্রংশ বলেন, কিন্তু অর্থগত অধিক ভেদ দৃষ্ট হয়, কেননা দেহেরার অর্থ সমাধি-স্থান।

ঐ সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হইয়াছিল। অপর মুরাদাবাদের নাম প্রথমতঃ রুস্তম নগর ছিল, পরে রুস্তম খাঁ রাজসম্মানার্থ কুমার মুরাদের নামে ইহা প্রতিষ্ঠা করায় তদবধি ইহা বর্ত্তমান নামে প্রসিদ্ধ।

নগরটি পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ, ইহার উত্তর প্রান্তে নানা প্রকার বৃক্ষবাটিকা ও তৎপরে রামগঙ্গার পুলিন এবং হরিদ্বর্ণ প্রান্তর, পূর্ব্বদিকে রামগঙ্গা ও উহার অপরতীরে একটি রেতোঃস্থান যাহা "রামপুরের ময়দান" বলিয়া প্রসিদ্ধ, দক্ষিণে নানাপ্রকার সুদৃশ্য বৃক্ষবাটিকা ও তৎপরে অন্যূন এক ক্রোশ ব্যবহিত "গাঙ্গন" নামে একটি ক্ষুদ্র নদী, বিজ্‌নৌরের অন্তর্গত মহম্মদ আস্ফপুর গ্রামের একটি পুষ্করিণী হইতে নির্গত হইয়া, এই স্থান দিয়া রামগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে, এবং পশ্চিমে ধর্ম্মাধিকরণ ও সৈনিকাবাস।

মুরাদাবাদের দক্ষিণে ১৬ ক্রোশ দূরে এক প্রান্তর মধ্যে "সম্ভল" উপনগর সংস্থিত; ঐখানে পৃথ্বী রাজার রাজধানী কীর্ত্তিত হইয়া থাকে এবং প্রাচীন কালের অনেক চিহ্নও দৃষ্ট হয়। "হরমণ্ডল" নামে একটি কোট আছে, এবং ঐ কোটের উপর প্রাচীন শিল্পজাত একটি মন্দির আছে, তাহাকে স্থানীয় লোকে "হর জির মন্দির" বলে, কিন্তু যবনরাজ্যে উহা মস্‌জীদে পরিণত হয়। এতদ্ভিন্ন "মনস্কামনা" এবং "সূর্য্যকুণ্ড" নামে দুইটি প্রস্তরময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাচীন জলাশয় আছে, তাহা তীর্থস্বরূপ গৃহীত হওয়ায়, দূরাদূরের অনেক যাত্রী সময়ে সময়ে সম্ভলে উপস্থিত হইয়া থাকে। অপর ভাগবত-

কার কল্কীর ভাবি আবির্ভাব এইখানেই কল্পনা করেন, যথা,

সম্ভলগ্রামমুখ্যস্য ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
ভবনে বিষ্ণুযশসঃ কল্কী প্রাদুর্ভবিষ্যতি॥

ভাগবত।

মুরাদাবাদের পশ্চিমে ১২ ক্রোশ দূরে এক প্রান্তর মধ্যে অমরোহা উপনগর সংস্থিত, ঐখানে সদ্রুমিয়ার একটি দরগা আছে, দরগাটি অতিশয় জাগ্রৎ বলিয়া রোহিলখণ্ডবাসীদিগের হৃদ্বোধ।

বিজনৌর।

এই জেলার উত্তরে অলমোড়া পর্ব্বত, পূর্ব্বদিকে মুরাদাবাদ, দক্ষিণে গঙ্গানদী, যাহার অপর তীরে মুজফ্ফরনগর এবং পশ্চিমে গঙ্গানদী যাহার অপর তীরে সহারণপুর। লোকসংখ্যা ৬,৯০,৯৭৫, গ্রাম ৩০২৮, রাষ্ট্র ৩৬,৪৪০,৯৩।

তহসীল।	পরগণা।
বিজনৌর,	বিজনৌর, দারানগর, মণ্ডাওর।
চান্দপুর,	চান্দপুর, বুড়পুর, বাষ্টা।
ধামপুর,	সোগীনা, অফ্জল্গড়, বঢ়াপুরা, সেয়রকোট।
নজীমাবাদ, (নজীবাবাদ)	নজীবাবাদ, কিরাতপুর, আকবরপুর।

বিজনৌর ১১০০০ লোকের বসতি, বরেলীর পশ্চিমে ৬৮ ক্রোশ, এবং মুরাদাবাদের পশ্চিমে ৩১ ক্রোশ ব্যবহিত, মুরাদাবাদ হইতে মুজফ্ফর নগরের পথের ধারে সংস্থিত।

তরাই।

এই জেলার উত্তরে কমায়ূঁ-পর্ব্বত, পূর্ব্বদিকে ও দক্ষিণে বরেলী এবং পশ্চিমে রামপুরের রাজ্য। লোক সংখ্যা ৯১,৮০২, গ্রাম ৪৮০।

তহসীল।	পরগণা।
রুদ্রপুর,	রুদ্রপুর, গদরপুর, রাজপুর।
কিলপুরী,	কিলপুরী, নানকমঠ, বিলহেরী।

কমায়ূঁ বিভাগ।

এই বিভাগের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত ও শতদ্রুনদী, যাহার অপর তীরে কৈলাস পর্ব্বত, ঈশান কোণে রাবণ হ্রদ, পূর্ব্বদিকে নেপাল পর্ব্বত, দক্ষিণে রোহিলখণ্ড, এবং পশ্চিমে স্বাধীন গড়ওয়াল ও রোহিলখণ্ড।

অলমোড়া।

এই জেলার উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত ও শতদ্রু নদী, পূর্ব্বদিকে নেপাল-পর্ব্বত, দক্ষিণে রোহিলখণ্ড, এবং পশ্চিমে শ্রীনগর ও রোহিলখণ্ড। লোক সংখ্যা ৩,৮৫,৭৯০, গ্রাম ৩৪৮৭, রাষ্ট্র প্রায় ১,১৬,১৬,০০০।

তহসীল।	পরগণা।
অলমোড়া,	পালি, বারমণ্ডল, ডাঙ্গচরস, ফলদোকোট, গঙ্গোলী, ভোট, দামপুর, কোটৌলী, মেহেলচৌরী।
চম্পাৎ,	কালীকমায়ূঁ, ধেনিরো, শোর, সেরকোট।
ভাবর, (হলদাউনী)	কোটাপাহাড়, চৌমুখা-পাহাড়, চৌভিন্‌সি, ধনিয়া কোট, রামগড়।

অলমোড়া, বরেলীর বায়ুকোণে অনূ্যন ৪০ ক্রোশ ব্যবহিত ৩৫৩৩ হাত উচ্চ এক পর্ব্বতের উপর সংস্থিত, এইখানে প্রাচীন কালে যে রাজবংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদিগের দুর্গ ও প্রাসাদের কোন কোন চিহ্ন অদ্যাপি লক্ষিত হয়, এবং সেই বংশের অন্যতম পরিবার মুরাদাবাদের অন্তর্গত কাশীপুরে গিয়া রাজধানী স্থাপন করেন। অপর, পার্ব্বত্য প্রদেশ মধ্যে অলমোড়া সংস্কৃত ভাষার একটি প্রধান সমাজ ছিল, পদমঞ্জরী ব্যাকরণের প্রণেতৃ হরদত্ত মিশ্র এই নগরেই জন্ম গ্রহণ করেন।

অলমোড়ার ঈশান কোণে ন্যূনাতিরেক ১৮ ক্রোশ দূরে সরযূ-নদীর বামতটে "বাঘেশ্বর" নামে এক প্রাচীন

গ্রাম আছে, ঐ খানে এক মন্দির মধ্যে "বাঘ-নাথ" নামে একটি শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। বাঘেশ্বরের পূর্ব্বদিকে ৪ ক্রোশ দূরে সরযূ-তটে "যাগেশ্বর" নামে আর একখানি গ্রাম আছে, এবং সেখানেও "মৃত্যুঞ্জয়" নামে একটি শিবলিঙ্গ এক মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। অপর, এই দুই গ্রামে মকর-সংক্রান্তি ও শিব-চতুর্দ্দশী উপলক্ষে মহা সমারোহে মেলা হইয়া থাকে, তাহাকে "যাগেশ্বর-বাঘেশ্বরের মেলা" বলে, এবং তাহাতে অনেক তৈব্বতীয় ও নৈপালিক পণ্যাজীব সমবেত হয়।

অলমোড়ার পূর্ব্বদিকে আনুমানিক ৫০ ক্রোশ ব্যবহিত এক পাহাড়ের উপর "চম্পাৎ" উপনগর প্রতিষ্ঠিত, ঐখানে কমায়ূঁর রাজার প্রাচীন রাজধানী ছিল, তত্রত্য প্রাসাদ ও দুর্গের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি লক্ষিত হয়। অপর, চম্পাৎ-পাহাড়কে স্থানীয় লোকে "কূর্ম্মাচল" বলে, কেননা উহা কূর্ম্মের পৃষ্ঠ সদৃশ চতুর্দ্দিক ঢালু।

অলমোড়ার নৈঋ্ত কোণে ১৯ ক্রোশ দূরে "নৈনীতাল" পর্ব্বত সংস্থিত, ঐখানে রাজপুরুষগণ গ্রীষ্মকালে অবস্থিত হন।

শ্রীনগর।

এই জেলার উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, পূর্ব্বদিকে অলমোড়া, দক্ষিণে রোহিলখণ্ড, পশ্চিমে গড়ওয়াল ও মিরঠ বিভাগ। লোক সংখ্যা ২,৪৮,৭৪২, মৌজা ৪৪১৭, রাষ্ট্র ৯৬,৮০,০০০।

তহসীল।	পরগণা।
শ্রীনগর,	বারাসরণ, বউধান, চান্দপুর, চন্দ্রকোট, দেবলগড়, দসৌলী, নাগপুর, পাইখণ্ডা, গঙ্গা সুলান, মাল্লা সুলান, তলা সুলান।

অজমের।

এই জেলার উত্তরে জয়পুর-রাজ্য, পূর্ব্বদিকে টঙ্ক ও বুন্দীর রাজ্য, দক্ষিণে মেওয়াড় বা উদয়পুর রাজ্য, এবং পশ্চিমে যোধপুর-রাজ্য। লোক সংখ্যা ৪,২৬,২৬৪, গ্রাম ৩১৬, রাষ্ট্র ৫১,৭৩,২৪৬, ।

তহসীল।	পরগণা।
অজমের,	অজমের, রাজগড়।
রামশর,	রামশর,
বেওড়,	বেওর, ঝাক, চাঙ্গারওয়াড়, সারোট মেওয়াড়।
টাটগড়,	বিলান অজমের, কোট করনা, দেওড়, মেওড়, টাটগড়।

অজমের একটি প্রাচীন নগর, আগরার পশ্চিমে কিন্তু কিঞ্চিৎ নৈর্ঋত কোণাংশে অন্যূন ৮০ ক্রোশ ব্যবহিত রাজপুতানার মধ্যবর্ত্তী অর্ব্বলী প্রদেশে সংস্থিত। নগরটি প্রস্তরময় প্রাকার-বেষ্টিত এবং পাঁচটি পুরদ্বার বিশিষ্ট, কিন্তু পুরদ্বার গুলি এক্ষণে ভগ্নদশাগ্রস্ত। অপর নগরের উত্তর-প্রান্তে "অনাসাগর" নামে একটি বৃহৎ জলাশয় আছে, তাহার তীরে মর্ম্মাধিকরণ এবং অন্যান্য

অনেক রাজকীয় কার্য্যালয় দৃষ্ট হয়, এবং তাহার জল পয়নালা দ্বারা নগর মধ্যে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুণ্ডে পতিত হওয়ায়, তদ্দ্বারা পুরবাসীদিগের আহ্নিক কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়। অনাসাগরের পূর্ব্বদিকে কিঞ্চিৎ ব্যবহিত ৫৩৪ হাত উচ্চ এক পাহাড়ের উপর "তারাগড়" নামে একটি প্রাচীন দুর্গ আছে, কিন্তু তাহা এক্ষণে জীর্ণদশা-গ্রস্ত। অনন্তর, অজমেরের পশ্চিমে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে একটি বৃত্তাকার জলাশয় দৃষ্ট হয় উহাকে "পুষ্কর" বলে, আর্য্য-মতে উহা একটি প্রধানতীর্থ, সুতরাং উহাতে স্নানার্থ নানা আর্য্য-ভূভাগ হইতে যাত্রীদিগের সমাগম হইয়া থাকে। অজমেরের নগর মধ্যে একটি দরগা আছে, উহাকে "খোয়াজে মইন উদ্দিন চিশ্‌তির দরগা" বলে, মুসলমানদিগের সর্ব্বপ্রধান গুরু (মুর্সিদ) খোয়াজে মইন উদ্দিন* ঐখানে সমাহিত হন, এবং তাঁহার দরগা বিপুল ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়, দরগাটি শ্বেতপ্রস্তরময় এবং সুদৃশ্য এবং উহা দর্শনার্থ নানা স্থান হইতে মুসলমান ও আর্য্যবংশীয় ঋজুস্বভাবেরা পূর্ণমনস্কাম হওয়ার জন্য আসিয়া থাকে, তাহাতে সময়ে সময়ে বিশেষতঃ আরাবি ষষ্ঠ মাসে মহা সমারোহে মেলা হয়।

অজমেরের অগ্নিকোণে অনূ্যন ৭ ক্রোশ দূরে "নসীরাবাদ" নামে একটি সৈনিক নগর আছে, ঐখানে অনেক ইংরাজ-সৈন্য বাস করে।

---

*। ইনি পারস্য দেশের "সিস্তান" নগরে জন্ম গ্রহণ করেন, তজ্জন্য ইহাঁকে কেহ কেহ "সিজজি" ও বলিত।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত
লৌহবর্ত্ম-স্থানীয়।

গাজীপুর।
- গহামার
- দিল্দরনগর
- জমানিহা

বনারস।
- সুকলডিহ*
- মঙ্গলসরায়

মির্জাপুর।
- আহ্রোরা (নারায়ণপুর)
- চুণার
- পাহাড়ী
- মির্জাপুর
- গাইপুরা (গাইপুর)

এলেহাবাদ।
- মর্বাঁই
- সীর্সা
- কর্সনা
- এলেহাবাদ
- মনৌরী
- ভারওয়াড়ী (ভারবাড়ী)
- সেরায়ু

ফতেপুর।
- খাগা
- বহ্রামপুর
- ফতেপুর
- মালওয়া
- মৌহর

---

* এই স্থানে "কালেশ্বরনাথ" নামে একটি শিবলিঙ্গ এক মন্দির মধ্যে স্থাপিত আছে, শিবচতুর্দ্দশীতে ঐ মন্দির সম্মুখে মহাসমারোহে একটি মেলা হয়।

কাণপুর — সিরসোল, কাণপুর, ভাওপুর, করা, ঝিঁজক

আলিগড় — হাতরস্, পালী, সোমনা

বুলন্দসহর — খুরজা, চোলা, সেকেন্দ্রাবাদ

এটাওয়া — ফফুন্দ, অচলদহ, ভর্থনা, এটাওয়া, যশবন্ত নগর

মিরাঠ — দাদ্রী, গাজীয়াবাদ, বেগমাবাদ, মিরঠ

মৈনপুরী — ভদাঁ, শেকোয়াবাদ

মুজফ্‌ফরনগর — খর্তোলী, মুজফ্‌ফর নগর

আগরা — ফিরোজাবাদ, টুণ্ডুলা

সহারণপুর — দেববন্দ, সহারণপুর

মথুরা — বর্হান, জলেশ্বর

ইহার পর যে সমুদয় লৌহবর্ত্ম-স্থানীয় আছে তাহা পঞ্জাব সংভুক্ত।

—০—

শাখা লৌহ-বর্ম্ম।

বনারস-শাখা

বনারস { মঙ্গলসরায়
বনারস }

বাব্বল-পুর শাখা

এলেহাবাদ { এলেহাবাদ
নয়নী
জস্‌রা
শিবরাজপুর }

বান্দা { বড়গড়
উচাঁদিক
মাণিকপুর
মারকুণ্ডি }

ইহার পর মধ্য-ভারত-বর্ষীয় অধিকার।

কাণপুর-শাখা।

কাণপুর

অযোধ্যা-প্রদেশ { উনাও { উনাউ
আজগায়েন }
লক্ষ্নৌ { হরৌণী
লক্ষণৌ } }

অতঃপর এই বর্ম্ম ফৈজাবাদ, অযোধ্যা, গোরখপুর, বনারস এবং রোহিলখণ্ড দিয়া আলিগড়ে প্রধান বর্ম্মে সংযোজিত হইবে।

আগরা-শাখা

আগরা { টুণ্ডুলা
আগরা }

দিল্লী-শাখা

গাজিয়াবাদ,
দিল্লী।

সম্পূর্ণ।